২০১৩-২০১৪ অর্থবছরের কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি ।

Agricultural & Rural Credit Policy and Programme for the FY 2013-2014

কৃষি ঋণ ও আর্থিক সেবাভুক্তি বিভাগ

বাংলাদেশ ব্যাংক

প্রধান কার্যালয়

মতিঝিল, ঢাকা-১০০০

বাংলাদেশ ।

কৃষি ঋণ ও আর্থিক সেবাভুক্তি বিভাগ

বাংলাদেশ ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়
মতিঝিল, ঢাকা-১০০০
বাংলাদেশ।
www.bangladeshbank.org.bd
www.bb.org.bd

এসিএফআইডি সার্কুলার নং- ০১

তারিখঃ ৮ শ্রাবণ, ১৪২০ / ২৩ জুলাই, ২০১৩

প্রধান নির্বাহী
বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলী ব্যাংক ও
বিআরডিবি

প্রিয় মহোদয়,

২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি।
Agricultural & Rural Credit Policy and Programme for the Fiscal Year 2013-2014.

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয়েছে, যা এতদ্সঙ্গে সংযোজিত হলো।

উক্ত নীতিমালা ও কর্মসূচি অনুসরণ ও বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্টদেরকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করে স্ব-স্ব ব্যাংক ও প্রতিষ্ঠানসমূহের নির্ধারিত ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রার আওতায় খাত/উপ-খাত ভিত্তিক শাখাওয়ারী ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠান (MFI) ভিত্তিক ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রার বিস্তারিত আগামী ১৪ আগস্ট, ২০১৩ তারিখের মধ্যে অত্র বিভাগকে অবহিত করার জন্য পরামর্শ প্রদান করা যাচ্ছে।

এ নীতিমালা ও কর্মসূচি ১ জুলাই, ২০১৩ তারিখ থেকে কার্যকর বলে গণ্য হবে।

অনুগ্রহপূর্বক প্রাপ্তি স্বীকার করবেন।

সংযোজনী ঃ ০৫ থেকে ৫৮ পৃষ্ঠা।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

(অশোক কুমার দে)
মহাব্যবস্থাপক
ফোন ঃ ৯৫৩০১৩৮

সূচিপত্র

পৃষ্ঠা নং

১.০ ভূমিকা..... ৯

২.০ বিগত অর্থবছরের (২০১২-২০১৩) কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচির পর্যালোচনা..... ১০

২.০১ বিগত অর্থবছরের (২০১২-২০১৩) লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন..... ১০

২.০২ বিগত অর্থবছরে গৃহীত পদক্ষেপসমূহের বাস্তবায়ন..... ১০

২.০৩ কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন সহায়ক কার্যক্রম..... ১১

২.০৪ মুদ্রানীতি বাস্তবায়নে সহায়ক ভূমিকা..... ১১

৩.০ ২০১৩-১৪ অর্থবছরের কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা..... ১২

৪.০ ২০১৩-১৪ অর্থবছরের কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য..... ১২

৫.০ কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ পদ্ধতি..... ১৪

৫.০১ প্রকৃত কৃষক/ঋণ গ্রহীতা সনাক্তকরণ..... ১৪

৫.০২ ঋণ গ্রহীতার যোগ্যতা..... ১৪

৫.০৩ আবেদন ফরম সহজীকরণ..... ১৪

৫.০৪ আবেদনপত্র গ্রহণ, প্রাপ্তিস্বীকার ও বিবেচনা..... ১৫

৫.০৫ আবেদনপত্র প্রক্রিয়াকরণের ফি/চার্জ..... ১৫

৫.০৬ ঋণের সর্বোচ্চ সীমা..... ১৫

৫.০৭ সিআইবি রিপোর্ট ও সিআইবি ইনক্যোয়ারি..... ১৫

৫.০৮ জামানত..... ১৫

৫.০৯ ঋণ বিতরণের জন্য বরাদ্দকৃত এলাকা..... ১৫

৫.১০ কৃষি ঋণ পাশ বই..... ১৫

৫.১১ ফসল উৎপাদন পঞ্জিকা মোতাবেক যথাসময়ে ঋণ বিতরণ..... ১৬

৫.১২ মিশ্র ফসল/সাথী ফসল/রিলে চাষ..... ১৬

৫.১৩ শস্য বহুমুখীকরণ (Crop Diversification)..... ১৬

৫.১৪ এরিয়া এ্যাপ্রোচ পদ্ধতির ব্যবহার..... ১৬

৫.১৫ কৃষি ঋণের প্রধান (core) খাতে ঋণ বিতরণ..... ১৬

৫.১৬ স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় কৃষি ঋণ বিতরণের ব্যবস্থা গ্রহণ..... ১৬

৫.১৭ ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশনের অংশ হিসাবে ১০ টাকায় খোলা কৃষক একাউন্টধারীদেরকে একাউন্ট এর মাধ্যমে ঋণ বিতরণ এবং উক্ত একাউন্ট সচল রাখতে উৎসাহ প্রদান..... ১৬

৫.১৮ আবর্তনশীল শস্যঋণ সীমা পদ্ধতি..... ১৭

৫.১৯ চুক্তিবদ্ধ উৎপাদন/কন্ট্রাক্ট ফার্মিং (contract farming) এর সাথে সংশ্লিষ্ট কৃষকদের ঋণ প্রদান..... ১৭

৫.১৯.১ চুক্তিতে যেসব বিষয় উল্লেখ থাকবে..... ১৭

৫.১৯.২ উদ্যোক্তা বা ক্রেতার যোগ্যতা..... ১৮

৫.২০ মাইক্রো ক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি (এমআরএ) এর অনুমোদন প্রাপ্ত ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান (MFIs)- এর সাথে পার্টনারশিপের ভিত্তিতে কৃষি ও পল্লী ঋণ কার্যক্রম..... ১৮

৫.২১ কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ ও আদায় কার্যক্রম পরিচালনায় প্রয়োজনীয় লোকবল নিয়োগ..... ১৯
৬.০ কৃষি ও পল্লী ঋণ কর্মসূচি ১৯
৬.০১ কর্মসূচির আওতাভুক্ত খাত/ উপখাতসমূহ..... ১৯
৬.০২ ঋণ নিয়মাচার ও ঋণের পরিমাণ নির্ধারণ ১৯
৬.০৩ কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন..... ২০
৬.০৩.১ শস্য/ফসল খাতে ঋণের জন্য অর্থ বরাদ্দ..... ২০
৬.০৪ মৎস্য সম্পদ খাতে ঋণ প্রদান..... ২০
৬.০৪.১ মৎস্য চাষ খাতে ঋণ প্রদান..... ২০
৬.০৪.২ উপকূলীয় মৎস্যজীবীদের মাছ ধরার সরঞ্জাম ক্রয়ে ঋণ প্রদান..... ২১
৬.০৪.৩ জলাশয়/জলমহাল/হাওরে মৎস্য চাষে ঋণ প্রদান ২১
৬.০৪.৪ খাঁচায় মাছ চাষে ঋণ প্রদান ২১
৬.০৪.৫ উপকূলীয় একোয়াকালচার খাতে ঋণ প্রদান ২১
৬.০৫ প্রাণিসম্পদ খাতে ঋণ প্রদান..... ২১
৬.০৫.১ গবাদিপশু ২১
৬.০৫.২ পোলট্রি খাত..... ২২
৬.০৬ সেচ যন্ত্রপাতি ও কৃষি যন্ত্রপাতি খাতে ঋণ প্রদান..... ২২
৬.০৬.১ ফসল কাটা/মাড়াইয়ের যন্ত্র (Harvester) খাতে ঋণ প্রদান..... ২২
৬.০৬.২ সৌরশক্তি চালিত সেচযন্ত্র ক্রয়ে ঋণ প্রদান..... ২৩
৬.০৭ কৃষি খাতে গ্রীণ অর্থায়ান ২৩
৬.০৭.১ সমন্বিত গরু পালন (গাভী পালন/গরু মোটাতাজাকরণ) ও বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপন ২৩
৬.০৭.২ সৌরশক্তি ২৩
৬.০৭.৩ কেঁচো কম্পোস্ট সার উৎপাদনে ঋণ প্রদান ২৩
৬.০৭.৪ পরিবেশবান্ধব ইটভাটা খাতে এডিবি'র বিশেষ তহবিল ২৪
৬.০৮ শস্য/ফসল গুদাম ও বাজারজাতকরণ খাতে প্রকৃত কৃষকদেরকে ঋণ প্রদান..... ২৪
৬.০৯ উচ্চমূল্য ফসল (High Value Crops) খাতে ঋণ প্রদান..... ২৪
৬.১০ টিস্যু কালচার খাতে ঋণ প্রদান..... ২৪
৬.১১ পাট চাষ খাতে ঋণ প্রদান..... ২৪
৬.১২ ওয়েলপাম চাষে ঋণ প্রদান ২৫
৬.১৩ নার্সারি স্থাপনের জন্য ঋণ..... ২৫
৬.১৪ বিশেষ/অগ্রাধিকার খাতসমূহ..... ২৫
৬.১৪.১ নির্দিষ্ট ফসলের জন্য রেয়াতি সুদহারে ঋণ বিতরণ..... ২৫
৬.১৪.২ রেয়াতি সুদহারে লবণ চাষিদেরকে ঋণ প্রদান..... ২৭
৬.১৪.৩ পান চাষের জন্য ঋণ বিতরণ..... ২৭
৬.১৪.৪ মধু চাষের জন্য ঋণ বিতরণ..... ২৭
৬.১৪.৫ অনগ্রসর এবং উপেক্ষিত এলাকায় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ঋণ প্রদান..... ২৮
৬.১৪.৬ প্রান্তিক, ক্ষুদ্র কৃষক ও বর্গাচাষিদের অনুকূলে ঋণ প্রদান..... ২৮
৬.১৪.৭ সফল কৃষকদের অনুকূলে ঋণ প্রদান..... ২৮
৬.১৪.৮ মাশরুম চাষের জন্য ঋণ প্রদান..... ২৮
৬.১৪.৯ রেশম চাষে ঋণ প্রদান..... ২৯

৬.১৪.১০ তুলা চাষে ঋণ প্রদান ২৯
৬.১৪.১১ গ্রামীণ অর্থায়ন ২৯
৬.১৪.১২ তাঁত শিল্পে ঋণ প্রদান..... ২৯
৬.১৪.১৩ কৃষি ও কৃষি বিষয়ক কর্মকান্ডের সাথে সম্পৃক্ত নারীদের ঋণ প্রদান..... ২৯
৬.১৪.১৪ শারীরিক প্রতিবন্ধীদের ঋণ প্রদান..... ২৯

৭.০ কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন সহায়ক বিশেষ ঋণ কর্মসূচি..... ৩০
৭.০১ বর্গাচাষিদের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের বিশেষ কৃষি ঋণ কর্মসূচি..... ৩০
৮.০ এডিবি'র অর্থায়নে পরিচালিত কৃষি ও গ্রামীণ সহায়ক কার্যক্রম..... ৩০
৮.০১ উত্তর-পশ্চিম শস্য বহুমুখীকরণ প্রকল্প..... ৩০
৮.০২ দ্বিতীয় শস্য বহুমুখীকরণ প্রকল্প ৩০

৯.০ কৃষি ঋণের সুদ..... ৩১
১০.০ কৃষি ঋণ ব্যবস্থায় তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার..... ৩১
১১.০ কৃষি ও পল্লী ঋণ কার্যক্রম মনিটরিং..... ৩১
১১.০১ ব্যাংক পর্যায়ে মনিটরিং..... ৩১
১১.০২ কেন্দ্রীয় ব্যাংক পর্যায়ে মনিটরিং..... ৩১
১১.০৩ কেন্দ্রীয় ব্যাংকে স্থাপিত গ্রাহক স্বার্থ সংরক্ষণ কেন্দ্র-এর সহায়তা গ্রহণ..... ৩২
১১.০৪ জেলা কৃষি ঋণ কমিটি কর্তৃক মনিটরিং..... ৩৩

১২.০ কৃষি ও পল্লী ঋণ আদায়..... ৩৪
১২.০১ কৃষি ও পল্লী ঋণ আদায়ের গুরুত্ব..... ৩৪
১২.০২ কৃষি ও পল্লী ঋণ আদায় সংক্রান্ত সচেতনতা..... ৩৪
১২.০৩ কৃষি ও পল্লী ঋণ আদায়ে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ..... ৩৪

১৩.০ কৃষি ও পল্লী ঋণ সংক্রান্ত তথ্যের সহজলভ্যতা..... ৩৫
১৪.০ জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব মোকাবিলা..... ৩৫
১৫.০ সচেতনতা ও প্রশিক্ষণ..... ৩৬
১৬.০ তথ্য বিবরণী সরবরাহ ৩৬
১৭.০ কৃষি ও পল্লী ঋণ কার্যক্রমে সাফল্যের ক্ষেত্রে প্রণোদনা..... ৩৭
১৮.০ ব্যাংকসমূহের স্ব-স্ব কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি প্রণয়ন ৩৭
১৯.০ বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক পরিচালিত কৃষি সহায়ক অন্যান্য বিশেষ কর্মসূচি ৩৭
১৯.০১ কৃষিজাত পণ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প স্থাপনে বিশেষ ঋণ কর্মসূচি ৩৭
১৯.০২ সমমূলধন উন্নয়ন তহবিল (ইইএফ) ৩৭

পরিশিষ্ট-'ক' থেকে পরিশিষ্ট-'ছ' পর্যন্ত ৩৮-৫৮

২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি
Agricultural and Rural Credit Policy and Programme for the Fiscal Year 2013-2014

১.০ । ভূমিকা

বাংলাদেশের অর্থনীতির অন্যতম মূল চালিকাশক্তি হচ্ছে কৃষি খাতের উৎপাদন, যার পেছনে রয়েছে এ দেশের কৃষক ও মেহনতি মানুষের অবিস্মরণীয় অবদান। আমাদের রয়েছে উর্বর ভূমি ও বিশাল জনসংখ্যা। দেশের জনশক্তির বেশিরভাগই কৃষির সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত। মোট দেশজ উৎপাদনে (জিডিপি) কৃষির অবদান প্রায় ১৯ শতাংশ। তাই দেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধিও কৃষি উৎপাদনের ওপর নির্ভর করে। এ দেশের কৃষিতে যে বিশাল সম্ভাবনা রয়েছে সেটিকে যথাযথ পরিকল্পনার মাধ্যমে কাজে লাগিয়ে নিজেদের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করেও বিশ্ববাজারে খাদ্যপণ্য রপ্তানি করা সম্ভব। কৃষি উৎপাদন আরো বাড়ানোর জন্য দেশের কৃষিকে যান্ত্রিকীকরণের আওতায় নিয়ে আসতে হবে। ফলের জুস তৈরি, পোলট্রি, ডেইরি, মৎস্য, শুঁটকি, ভোজ্যতেল, মধু, ওয়েলপাম ও মুক্তা চাষ এসব সম্ভাবনাময় খাতের উন্নয়নের মাধ্যমে বাংলাদেশের কৃষি খাতকে আরো এগিয়ে নেয়া সম্ভব। কৃষিনির্ভর বাংলাদেশের মানুষের উপার্জনের অন্যতম উৎস হতে পারে প্রাণিসম্পদ। এর আওতায় গবাদি পশু ও মৎস্য খাত দু'টির দ্রুত উন্নতির সম্ভাবনা রয়েছে। এসব দিক বিবেচনায় বর্তমান সরকারও কৃষিকে অগ্রাধিকার খাতের মধ্যে রেখে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধির ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছে। অভ্যন্তরীণ চাহিদা তৈরি ও বাজার সম্প্রসারণে কৃষির ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

আমাদের দেশের ৭২ শতাংশ (সূত্র ঃ বিশ্বব্যাংক প্রতিবেদন ২০১২) মানুষ পল্লী এলাকায় বসবাস করে। এসব মানুষের আর্থিক অবস্থার উন্নতি ছাড়া দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। কৃষি ও পল্লী খাতের উন্নয়নের মাধ্যমে বিশাল জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পাশাপাশি পল্লী এলাকায় আয় উৎসারী কর্মকান্ড বৃদ্ধি করে অধিকতর স্ব-কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতির ভিতকে আরও মজবুত করার ওপর গুরুত্ব দিতে হবে। এ ক্ষেত্রে কৃষি ও পল্লী ঋণ একটি গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ। সরকারের কৃষিবান্ধব নীতি-পদক্ষেপের কারণে কৃষি উৎপাদন ব্যাপক বৃদ্ধি পাওয়ায় দেশ বর্তমানে খাদ্যে প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ। এ ধারা অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে সরকারের নীতি ও কর্মসূচির পাশাপাশি কৃষি ও পল্লী খাতে ঋণ সম্প্রসারণ, প্রকৃত কৃষকের জন্য হয়রানিমুক্তভাবে ঋণ প্রাপ্তি এবং বিতরণকৃত ঋণের সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

আমাদের কৃষি খাত নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আবাদি জমির পরিমাণ ক্রমহ্রাসমান, কৃষির উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি, কৃষি যান্ত্রিকীকরণের অভাব, অপরিকল্পিতভাবে সার ও কীটনাশকের ব্যবহার, সেচ কাজে ভূ-গর্ভস্থ পানির ব্যাপক ব্যবহার, জলবায়ু পরিবর্তন ইত্যাদি কৃষি খাতকে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন করেছে। এ জন্য সীমিত আবাদি জমির সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদন বাড়ানো বাংলাদেশের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং উন্নয়নের অন্যতম প্রধান নিয়ামক। অনুকূল আবহাওয়ার পাশাপাশি সময়মত উন্নতমানের বীজ, সার, সেচ, কীটনাশক ইত্যাদি কৃষি উপকরণ সরবরাহ করাও অপরিহার্য। সময়মত কৃষি উপকরণ সংগ্রহে সহায়তা প্রদানের জন্য ভূমিহীন কৃষক ও বর্গাচাষিসহ সকল কৃষকের মাঝে যথাসময়ে পরিমাণমত কৃষি ঋণ প্রদান করা প্রয়োজন।

কৃষির মতো একটি উৎপাদনশীল খাতে সাফল্য অর্জনে যুগোপযোগী নীতিমালা এবং সংশ্লিষ্ট সকলের সমন্বিত প্রচেষ্টা থাকা আবশ্যক। কৃষি ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জনের পথে বিদ্যমান অন্তরায়সমূহ মোকাবেলা করে দেশের খাদ্য ও পুষ্টি চাহিদা পূরণের জন্য কৃষকগণ যাতে উচ্চ ফলনশীল (উফশী) ফসল উৎপাদন, মৎস্য এবং প্রাণিসম্পদ খাতে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারে সক্ষম হয় সে ব্যাপারে সরকারের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট সকলের এগিয়ে আসা দরকার। কৃষি ক্ষেত্রে নিরবচ্ছিন্ন সাফল্যের জন্য আধুনিক কৃষি ব্যবস্থা গড়ে তোলা, উন্নত প্রজাতির ফসল চাষে প্রযুক্তি ব্যবহারে কৃষকদের আগ্রহী ও অভ্যস্ত করে তোলা, কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য উফশী ফসল চাষের ব্যবস্থা গ্রহণ, শস্যাবর্তন ও শস্য বহুমুখীকরণ, জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে সহজে অভিযোজনকারী ফসল চাষ, শাক-সবজি চাষ, টিস্যু কালচার, কৃষিভিত্তিক শিল্প স্থাপন, কৃষি পণ্যের সংরক্ষণ ও বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন ইত্যাদির ওপর গুরুত্ব আরোপ করা প্রয়োজন।

এ প্রেক্ষিতে সরকারের কৃষিবান্ধব নীতির সাথে সঙ্গতি রেখে এবং সংশ্লিষ্ট পক্ষের মতামত বিবেচনায় নিয়ে ২০১৩-১৪ অর্থবছরের কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয়েছে। বিগত অর্থবছরের (২০১২-১৩) কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচির মূল দিকগুলো বিদ্যমান রেখে বেশ কয়েকটি নতুন বিষয় এ নীতিমালায় সংযোজন করা হয়েছে। এর মধ্যে কৃষি ও পল্লী ঋণের আওতা বৃদ্ধি, পল্লী এলাকায় ব্যাংকিং কর্মকান্ড সম্প্রসারণ ও কৃষকদের ব্যাংকমুখী করা তথা আর্থিক

সেবাভুক্তি ত্বরান্বিতকরণ, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে অধিকতর গুরুত্ব প্রদান, উপকূলীয় মৎস্য চাষে ঋণ প্রদান, উদ্ভাবিত নতুন ফসল ও প্রযুক্তি সম্পর্কে ধারণা দেয়া, কৃষি খাতে গ্রীন অর্থায়ন, কৃষিপণ্য সংরক্ষণ ও বিপণনে ঋণ সহায়তা সম্প্রসারণ, কৃষিজাত পণ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প স্থাপনে বাংলাদেশ ব্যাংকের পুনঃঅর্থায়ন কর্মসূচি ও সম-মূলধন উন্নয়ন তহবিল (ইইএফ) সম্পর্কে ধারণা প্রদান ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এ নীতিমালা কাঙ্খিত কৃষি উৎপাদনে প্রত্যক্ষ সহায়তার পাশাপাশি কৃষকদের অনুকূলে ঋণ প্রবাহ বৃদ্ধি, গ্রামীণ দারিদ্র্য বিমোচন এবং পল্লী অঞ্চলের জনসাধারণের জীবন মান উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে আশা করা যায়।

২.০। বিগত অর্থবছরের (২০১২-২০১৩) কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচির পর্যালোচনা

কৃষি ঋণের আওতা বৃদ্ধি, আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ, পল্লী এলাকায় ব্যাংকিং কার্যক্রম সম্প্রসারণে প্রযুক্তির প্রসারসহ পল্লী এলাকায় অর্থ প্রবাহ বৃদ্ধির মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা জোরদার এবং গ্রামীণ দারিদ্র্য বিমোচনের উদ্দেশ্যে ১৪,১৩০ কোটি টাকার কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে বিগত ২০১২-১৩ অর্থবছরের কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। শস্য ও ফসল ঋণের পাশাপাশি কৃষির অন্য দুটি প্রধান খাত-মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাত, কৃষির সহায়ক খাতসমূহের পাশাপাশি পল্লী অঞ্চলের আয় উৎসারী কর্মকান্ড ও দারিদ্র্য বিমোচন খাতে কৃষি ও পল্লী ঋণ কর্মসূচির আওতায় পর্যাপ্ত ঋণ বিতরণ করা হয়।

২.০১। বিগত অর্থবছরের (২০১২-২০১৩) লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

২০১২-১৩ অর্থবছরে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ০৪টি বাণিজ্যিক ব্যাংক, বিশেষায়িত ০৩টি ব্যাংক, ২৯টি বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক ও ০৯টি বিদেশি বাণিজ্যিক ব্যাংক দেশে মোট ১৪,৬৬৭.৪৯ কোটি টাকা কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ করেছে, যা মোট লক্ষ্যমাত্রার ১০৩.৮০ শতাংশ। ঋণ বিতরণের এ পরিমাণ পূর্ববর্তী অর্থবছরের (২০১১-১২) তুলনায় ১৫৩৫.৩৪ কোটি টাকা বা ১১.৬৯ শতাংশ বেশি। এছাড়া, বিআরডিবি কর্তৃক ২০১২-১৩ অর্থবছরে ৫৯৫.১৯ কোটি টাকা কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, বেসরকারি ব্যাংকগুলোর মধ্যে কয়েকটি ব্যাংক ইতোমধ্যে আলাদা কৃষি ও পল্লী ঋণ বিভাগ বা উপবিভাগ গঠন করে দক্ষ জনবল নিয়োগের মাধ্যমে নিজেদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করেছে।

২.০২। বিগত অর্থবছরে গৃহীত পদক্ষেপসমূহের বাস্তবায়ন

- ২০১২-১৩ অর্থবছরে মোট ৩৩,১০,০২৪ জন কৃষি ও পল্লী ঋণ পেয়েছেন, যার মধ্যে ৪,৪৪,৫৪৬ জন নারী বিভিন্ন ব্যাংক হতে প্রায় ১২৪৫.০০ কোটি টাকা ঋণ পেয়েছেন।
- স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় কৃষি ঋণ প্রদানের উদ্দেশ্যে ইউনিয়ন পর্যায়ে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, কৃষি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, শিক্ষক এবং অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে বিভিন্ন ব্যাংকের উদ্যোগে কৃষি ঋণ বিতরণ করা হয়। ২০১২-১৩ অর্থবছরে বিভিন্ন ব্যাংক কর্তৃক আয়োজিত মোট ১১,২৮৪ টি প্রকাশ্য ঋণ বিতরণ কর্মসূচির মাধ্যমে ১.৫১ লক্ষ কৃষকের মাঝে প্রায় ৪৪৮.৪৩ কোটি টাকা কৃষি ঋণ প্রকাশ্যে বিতরণ করা হয়।
- ২০১২-১৩ অর্থবছরে ২৪.৪১ লক্ষ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষি বিভিন্ন ব্যাংক থেকে ৯৩০২.১০ কোটি টাকা কৃষি ঋণ পেয়েছেন।
- ২০১২-১৩ অর্থবছরে চর, হাওর প্রভৃতি অনগ্রসর এলাকার ৬২৫৩ জন কৃষকের মাঝে বিভিন্ন ব্যাংকের উদ্যোগে প্রায় ৮.৮২ কোটি টাকা কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।
- ২০১২-১৩ অর্থবছরে ৭০ জন সফল কৃষক বিভিন্ন ব্যাংক হতে প্রায় ১.৪১ কোটি টাকা কৃষি ঋণ পেয়েছেন।
- কৃষকদের জন্য রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যাংকগুলোতে মাত্র ১০ টাকা জমা গ্রহণপূর্বক এ পর্যন্ত প্রায় ৯৬.৭৪ লক্ষ হিসাব খোলা হয়। এসব হিসাবের মাধ্যমে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত ভর্তুকি ছাড়াও কৃষি ঋণ বিতরণ, সঞ্চয় জমা ও উত্তোলন, রেমিট্যান্স জমা ইত্যাদি কাজে ব্যবহারের জন্য ব্যাংকগুলোকে পরামর্শ দেয়া হয়েছে। এই হিসাবসমূহ স্বাভাবিক ব্যাংকিং কার্যক্রমে কিভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে সে ব্যাপারে বাংলাদেশ ব্যাংক নিয়মিত তদারকি করছে। বিগত অর্থবছরে এসব হিসাবে ঋণ বিতরণ, সঞ্চয়, বৈদেশিক রেমিট্যান্স ও অভ্যন্তরীণ রেমিট্যান্সের পরিমাণ যথাক্রমে ২৯৪.১২ কোটি, কোটি, ১০৫.৬৩ কোটি, ৪৭.৮১ কোটি ও ১৯.৪৯ কোটি টাকা।
- আমদানি বিকল্প নির্দিষ্ট কিছু ফসলে (ডাল, তৈলবীজ, মসলা জাতীয় ফসল ও ভুট্টা) ৪ শতাংশ রেয়াতি সুদহারে কৃষি ঋণ বিতরণ কার্যক্রমে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ব্যাপক প্রচারণার ফলে কৃষকদের মাঝে এ জাতীয় ফসল চাষ করার বিষয়ে আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে। এই খাতে ২০১২-১৩ অর্থবছরে ৭৪.৯০ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। যার ফলে স্থানীয়ভাবে এসব ফসলের উৎপাদন কিছুটা বেড়েছে এবং বাজারেও এর প্রভাব পড়েছে। উল্লেখ্য, ২০১১-১২ অর্থবছরে এ খাতে বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ ছিল ৮১.৬৩ কোটি টাকা।

- ২০১২-১৩ অর্থবছরে পার্বত্য চট্টগ্রামের ৩টি জেলায় প্রায় ২১,৯০৪ জন উপজাতি কৃষকের মাঝে মাত্র ৫ শতাংশ সুদহারে প্রায় ৬০.৭৫ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।
- ২০১২-১৩ অর্থবছরে কৃষি ও পল্লী ঋণ কর্মসূচির আওতায় সৌর বিদ্যুৎ চালিত সেচ পাম্প, সমন্বিত গরুপালন ও বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট এবং সোলার হোম সিস্টেম খাতে যথাক্রমে ২.৩৯ কোটি, ২৯.৮৯ কোটি এবং ১১.০০ কোটি টাকার ঋণ বিতরণ করা হয়।
- কৃষি ও পল্লী ঋণসহ গ্রাহকের স্বার্থ সংরক্ষণ, ব্যাংকিং খাতের সেবা পেতে যে কোন ধরনের হয়রানির হাত থেকে গ্রাহকদের রক্ষা করা এবং তাদের অভিযোগ দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকে গ্রাহক স্বার্থ সংরক্ষণ কেন্দ্র- Customers' Interests Protection Center (CIPC) স্থাপন করা হয়েছে। উক্ত কেন্দ্রে ১৬২৩৬ নম্বরের একটি হটলাইনও চালু করা হয়েছে। উক্ত কেন্দ্রে প্রাপ্ত কৃষি ও পল্লী ঋণ বিষয়ক অভিযোগসমূহের ভিত্তিতে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে এবং হচ্ছে।
- কৃষি ঋণ গ্রহীতাদের মোবাইল নম্বর ব্যাংক শাখায় সংরক্ষণের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট ব্যাংক এবং বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক কৃষকদের কৃষি ঋণ প্রাপ্তির ব্যাপারে মনিটরিং আরও জোরদার করা হয়েছে।

২.০৩ । কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন সহায়ক কার্যক্রম

- ব্যাংক ঋণ সুবিধাবঞ্চিত বর্গাচাষিদের মাঝে কৃষি ঋণ সুবিধা পৌঁছে দিতে বাংলাদেশ ব্যাংকের বিশেষ ঋণ কর্মসূচির আওতায় ২০১২-১৩ অর্থবছরে ব্র্যাকের মাধ্যমে বাংলাদেশের ৪৮টি জেলার ২৫০টি উপজেলায় ব্যাংক ঋণের আওতার বাইরে থাকা প্রায় ২.৬৪ লক্ষ বর্গাচাষি শস্য ও ফসল ঋণ বাবদ প্রায় ৪৪৯.৬৯ কোটি টাকা ঋণ পেয়েছেন।

- উর্বর জমি থাকা সত্ত্বেও দারিদ্র্যক্লিষ্ট বাংলাদেশের উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের দারিদ্র্য নিরসনের উদ্দেশ্যে সনাতনী কৃষির পরিবর্তে উচ্চমূল্য ফসল/সবজি/ফল উৎপাদনের মাধ্যমে সরকার কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন উত্তর-পশ্চিম শস্য বহুমুখীকরণ প্রকল্পের/Northwest Crop Diversification Project (NCDP) মেয়াদ ৩০ জুন ২০০৯ তারিখে শেষ হয়। এই প্রকল্পের সফলতার প্রেক্ষিতে ঋণ চুক্তির শর্তানুযায়ী বাংলাদেশ ব্যাংকের ব্যবস্থাপনায় ১৭৪ কোটি টাকা একটি রিভলভিং ফান্ড গঠন করা হয়েছে যার আওতায় রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকের হোলসেলিং- ব্যবস্থাপনায় ৪টি এমএফআই'র মাধ্যমে (ব্র্যাক, প্রশিকা, আরডিআরএস এবং জিকেএফ) রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের ১৬টি জেলার ৬১টি উপজেলায় ০.২ থেকে ১.২ হেক্টর জমির অধিকারী ১.৮৬ লক্ষ কৃষকের (যাদের ৬০ শতাংশই নারী) মাঝে ঋণ প্রদান করা হচ্ছে, যা বর্তমান অর্থবছরেও অব্যাহত থাকবে।

- NCDP প্রকল্পের ন্যায় Second Crop Diversification Project (SCDP)-এর আওতায় গত অর্থবছরে ইস্টার্ন ব্যাংক লিঃ এবং বেসিক ব্যাংক লিঃ-এর হোলসেলিং ব্যবস্থাপনায় ব্র্যাকের মাধ্যমে যোগ্য কৃষকদের মাঝে ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। আলোচ্য প্রকল্পে ক্রেডিট কম্পোনেন্ট ২৬ মিলিয়ন ডলারের সমপরিমাণ প্রায় ১৭৫ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক হতে প্রকল্পে অংশগ্রহণকারী দু'টি হোল সেল ব্যাংককে বাষট্টি কোটি আটান্ন লক্ষ বাহাত্তর হাজার টাকা বিতরণ করা হয়েছে। ৩০ জুন, ২০১৩ তারিখ পর্যন্ত এ প্রকল্পে ৫০,২৫০ জন কৃষককে ঋণ প্রদান করা হয়েছে।

- ক্রমবর্ধমান জ্বালানি সংকট ও পরিবেশ দূষণজনিত সমস্যা হতে উত্তরণের লক্ষ্যে সৌরশক্তি, বায়োগ্যাস ও বর্জ্য পরিশোধন প্ল্যান্ট খাতে সহজ শর্তে ঋণ প্রদানের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব তহবিল হতে গঠিত ২০০ কোটি টাকার আবর্তনশীল পুনঃঅর্থায়ন স্কীম হতে ২০১২-১৩ অর্থবছরে সোলার হোম সিস্টেম খাতে বিদ্যুৎ সুবিধাবিহীন এলাকায় ৩,৯২৮ টি বাসগৃহে সোলার হোম সিস্টেম স্থাপনে অর্থায়নের বিপরীতে ব্যাংকগুলোকে ১১.০০ কোটি টাকা এবং সৌরশক্তি চালিত ৮ টি সেচ পাম্প স্থাপনে অর্থায়নের বিপরীতে ব্যাংকসমূহকে ২.৩৯ কোটি টাকা পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। এতে মোট ৯২০ বিঘা জমি সেচের আওতায় আসবে এবং মোট ১৯৮ জন কৃষক উপকৃত হবেন। এছাড়া, সমন্বিত গরু পালন ও বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট (৪টি গরু ও ১টি বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট মডেল) স্থাপন খাতে ৯৮৮ টি প্লান্ট স্থাপনে অর্থায়নের বিপরীতে ব্যাংকগুলোকে ২৯.৮৯ কোটি টাকা পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।

২.০৪ । মুদ্রানীতি বাস্তবায়নে সহায়ক ভূমিকা

বিগত অর্থবছরগুলোর মতো ২০১২-১৩ অর্থবছরেও বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা চলমান থাকা সত্ত্বেও সরকারের রাজস্বনীতি ও বিভিন্ন উন্নয়নমুখী কার্যক্রম গ্রহণ এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের সংযত ও বিচক্ষণ মুদ্রানীতি গ্রহণের ফলে ২০০৮-০৯ থেকে ২০১২-১৩ পর্যন্ত ৫ অর্থবছরে গড়ে ৬ শতাংশের ওপর জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জন করা সম্ভব হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের মুদ্রানীতির কুশলী বাস্তবায়নের ফলে গত ২০১২-১৩ অর্থবছরের শেষার্ধে মূল্যস্ফীতি এক অঙ্কের সহনীয় মাত্রায় নেমে এসেছে।

এ ক্ষেত্রে লক্ষ্যণীয় যে, অর্থবছরের শেষার্ধে খাদ্য মূল্যস্ফীতিও নিম্নমুখী ধারায় ছিল। এক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি সাহায্য করেছে খাদ্য উৎপাদন। চার বছর আগে খাদ্য উৎপাদন ছিল যেখানে ৩ কোটি মেট্রিক টন, এখন তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে সাড়ে তিন কোটি মেট্রিক টন। খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে বাংলাদেশকে গত দুই বছর ধরে কোন চাল আমদানি করতে হয়নি। উপরন্তু, অভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটিয়ে ইতোমধ্যে দেশে ১৯ লক্ষ টন খাদ্যশস্যের মজুদ রয়েছে। কৃষি উৎপাদনের ফলে শুধু শস্য খাতে নয় অকৃষি খাতেও যথেষ্ট অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। গ্রামীণ অর্থনীতিতে কৃষি খাতের বাইরে সব ধরনের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের ব্যাপকতা বৃদ্ধির কারণে সারাদেশে অভ্যন্তরীণ চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এর ফলে বাজারও সম্প্রসারিত হয়েছে।

৩.০। ২০১৩-১৪ অর্থবছরের কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা

জাতীয় বাজেট বক্তৃতায় মাননীয় অর্থমন্ত্রী চলতি অর্থবছরে কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা ১৪,৫৯৫ কোটি টাকায় নির্ধারণের প্রস্তাব করেন। অর্থমন্ত্রী মহোদয়ের প্রস্তাবনার সাথে সঙ্গতি রেখে ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ব্যাংকগুলোর কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা ১৪,৫৯৫ (চৌদ্দ হাজার পাঁচশত পঁচানব্বই) কোটি টাকায় নির্ধারিত হয়েছে। বিগত ২০১২-১৩ অর্থবছরের তুলনায় এই পরিমাণ প্রায় ৩.২৯ শতাংশ বেড়েছে। উল্লেখ্য, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড তাদের নির্ধারিত ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রার (নীট ঋণ ও অগ্রীমের ২%) অতিরিক্ত ৪৪৫ কোটি টাকা ঐচ্ছিক বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। এছাড়াও নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার বাইরে নতুন লাইসেন্সপ্রাপ্ত ৮টি ব্যাংক লাইসেন্সের শর্ত অনুযায়ী তাদের মোট ঋণ ও অগ্রিমের অন্তত ৫ শতাংশ কৃষি খাতে বিতরণ করবে। এর বাইরে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) নিজস্ব অর্থায়নে ৯৭২ কোটি টাকা কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ করবে।

৪.০। ২০১৩-১৪ অর্থবছরের কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য

- দেশের সকল বেসরকারি ও বিদেশী বাণিজ্যিক ব্যাংককে স্ব-স্ব ব্যাংকের মোট ঋণ ও অগ্রিমের ন্যূনতম ২.৫ শতাংশ কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের বিধান প্রবর্তিত থাকা সত্ত্বেও ব্যাংকসমূহের সক্ষমতা ও শাখা স্বল্পতার বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে বিগত অর্থবছরের ন্যায় চলতি অর্থবছরেও বেসরকারি ও বিদেশী বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের ৩১ মার্চ, ২০১৩ ভিত্তিক নীট ঋণ ও অগ্রিমের ২ শতাংশ হারে হিসাবায়ন করে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণের এ লক্ষ্যমাত্রা আবশ্যিকভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে। লক্ষ্যমাত্রার পরিমাণে শিথিলতা প্রদানের পরেও যে সকল ব্যাংক লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সক্ষম হবেনা তাদেরকে অর্থবছর শেষে লক্ষ্যমাত্রার অনর্জিত অংশ বাংলাদেশ ব্যাংকে এক বছরের জন্য জমা করতে হবে। তবে, এজন্য সংশ্লিষ্ট ব্যাংক উক্ত জমার ওপর ব্যাংক হারে সুদ প্রাপ্য হবে।
- কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা অনুযায়ী কৃষি ঋণের প্রধান (core) ৩টি খাতে (যথা-শস্য, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ) অন্যান্য খাতের চেয়ে ঋণ বিতরণে অগ্রাধিকার দিতে হবে।
- সম্ভাব্য যোগ্য ঋণগ্রহীতা কৃষকদের নিকট কৃষি ঋণের আবেদনপত্র সহজলভ্য করতে হবে।
- কৃষকদের ঋণ আবেদনের প্রাপ্তিস্বীকার করতে হবে। কৃষি ঋণের জন্য কৃষকদের কোনো ঋণ আবেদন বিবেচনা করা না গেলে ঋণ না পাওয়ার কারণ উল্লেখ করে পত্রের মাধ্যমে কৃষককে জানাতে হবে এবং তা একটি ফাইলে সংরক্ষণ করতে হবে।
- আবেদন ফরম পূরণসহ আনুষঙ্গিক কাজে যাতে কালক্ষেপণ না হয় সে জন্যে আবেদন ফরম গ্রহণের সময়ই গ্রাহককে এতদ্‌সংক্রান্ত সকল প্রকার নির্দেশনা প্রদান করতে হবে। সহায়ক কোনো তথ্যের প্রয়োজন হলে একটি মাত্র বৈঠকেই সকল তথ্য গ্রাহককে জানাতে হবে।
- শস্য ও ফসল চাষের জন্য ঋণের আবেদন দ্রুততম সময়ে নিষ্পত্তি করতে হবে। এ ক্ষেত্রে ঋণের আবেদন নিষ্পত্তিকরণের সময়সীমা হবে সর্বোচ্চ ১০ কর্মদিবস।
- দশ টাকায় খোলা কৃষক একাউন্টসমূহের মাধ্যমে স্বাভাবিক ব্যাংকিং কার্যক্রমকে উৎসাহিত করতে ইতোমধ্যে উক্ত একাউন্টের সর্বোচ্চ ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ডেবিট/ক্রেডিট স্থিতির ক্ষেত্রে আবগারী শুল্ক কর্তন হতে অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া উক্ত হিসাব ব্যবহারে গতিশীলতা আনয়নে বিগত ৬ নভেম্বর, ২০১২ তারিখে একটি সার্কুলার লেটার জারি করা হয়েছে। বিবরণীভিত্তিক তত্ত্বাবধানের মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংক কৃষকের ১০ টাকার হিসাবের প্রকৃত ব্যবহার এবং এতদসংশ্লিষ্ট অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করছে।
- কৃষক পর্যায়ে সময়মত কৃষি ঋণ পৌঁছানোর স্বার্থে স্বল্পমেয়াদি শস্য ফসল চাষের জন্য সর্বোচ্চ ১.৫০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত স্বল্পমেয়াদি কৃষি ঋণের ক্ষেত্রে সিআইবি রিপোর্টিং ও সিআইবি ইনক্যোয়ারি প্রয়োজন হবে না।
- অঞ্চলভিত্তিক ফসল উৎপাদন, ফসলের ধরন অর্থাৎ যে এলাকায় যে ফসল ভাল উৎপাদন হয় সেগুলোকে গুরুত্ব দিয়ে Area approach পদ্ধতিতে বাস্তবভিত্তিক কৃষি ঋণ বিতরণ করতে হবে।

- কৃষি ঋণ সুবিধায় বর্গাচাষিসহ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক পর্যায়ের কৃষকদের কাছে সময়মত প্রয়োজনীয় পরিমাণ অর্থের যোগান দেয়া কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালার অন্যতম উদ্দেশ্য। অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর এবং উপেক্ষিত এলাকায় (যেমনঃ চর, হাওর, উপকূলীয় এলাকা ইত্যাদি) কৃষি ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দিতে হবে।
- কৃষি ঋণ বিতরণে আরও স্বচ্ছতা আনতে ইউনিয়ন পর্যায়ে প্রকাশ্যে কৃষি ঋণ বিতরণের ওপর গুরুত্ব দিতে হবে। প্রয়োজনে স্থানীয় হাটের দিন সংশ্লিষ্ট ব্যাংক শাখার কর্মকর্তারা ক্যাম্প করে কৃষি ঋণ সংক্রান্ত তথ্য প্রচার ও ঋণ বিতরণ করতে পারেন।
- প্রকৃত কৃষকরাই যাতে সময়মত প্রয়োজনীয় পরিমাণ কৃষি ঋণ পান, কৃষি ঋণ পেতে যাতে কোনো হয়রানির শিকার হতে না হয় এবং কৃষি ঋণের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা যাতে পুরোপুরি অর্জন করা সম্ভব হয় সে জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যাংকসমূহকে কার্যকর মনিটরিং ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।
- প্রকৃত ক্ষুদ্র, প্রান্তিক কৃষক ও বর্গাচাষিদেরকে সহজ পদ্ধতিতে একক/গ্রুপ ভিত্তিতে কৃষি ঋণ দিতে হবে।
- কৃষক পর্যায়ে উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করতে গুদামজাতকৃত কৃষি পণ্যের বিপরীতে শস্যগুদামজাত ও বাজারজাতকরণ খাতে প্রকৃত কৃষকদেরকে ঋণ প্রদান করতে হবে।
- সফল কৃষকদের প্রয়োজনীয় পরিমাণ কৃষি ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে যাতে তাদের সফলতায় অন্য কৃষকরাও উৎসাহিত হয়।
- ডাল, তৈলবীজ, মসলা জাতীয় ফসল ও ভুট্টা চাষে সরকার প্রদত্ত সুদক্ষতির বিপরীতে ঋণ বিতরণে ব্যাংকগুলোর সুষম অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে এবং একই সাথে বেসরকারি ও বিদেশী বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ যাতে এই কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে পারে সেজন্য কৃষক পর্যায়ে বিতরণকৃত ঋণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সুদহার গত ২০১১-১২ অর্থবছর থেকে ৪ শতাংশে নির্ধারণ করা হয়েছে। আমদানি নির্ভরতা কমিয়ে আনতে এসব ফসল উৎপাদনের জন্য কৃষকদের রেয়াতি সুদহারে ঋণ প্রদান করতে হবে। ব্যাংকসমূহ যাতে দ্রুত ভর্তুকি সুবিধা পায় এজন্য ভর্তুকি প্রাপ্তির ব্যবস্থা সহজীকরণ করা হয়েছে।
- একজন কৃষক কৃষির অপর কোনো খাতে ঋণ গ্রহণ করে খেলাপি না হলে একই কৃষককে ডাল, তৈলবীজ, মসলাজাতীয় ফসল এবং ভুট্টা চাষ খাতে রেয়াতি ৪ শতাংশ সুদহারে ঋণ দেওয়া যাবে।
- কৃষির সহায়ক খাত হিসেবে সেচ যন্ত্রপাতি ও কৃষি যন্ত্রপাতিতেও ব্যবহারকারী পর্যায়ে প্রয়োজনীয় ঋণ সরবরাহ করতে হবে।
- বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপনের (পোলট্রি/ডেইরি ফার্ম হতে) মাধ্যমে উৎপাদিত বায়োগ্যাস দ্বারা চুলা জ্বালানোর পাশাপাশি জেনারেটরের সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন খাতে ঋণ প্রদান করতে হবে।
- সোলার হোম সিস্টেম এবং সৌরশক্তি চালিত সেচপাম্প স্থাপন খাতে ঋণ প্রদান করতে হবে।
- কৃষি এবং এর সহায়ক খাতের পাশাপাশি গ্রামীণ অর্থনীতিতে গতিসঞ্চার করতে নানাবিধ আত্ম-কর্মসংস্থানমূলক বা আয়-উৎসারী কর্মকান্ডে একক/দলীয় ভিত্তিতে ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে ।
- বিদেশী ব্যাংকগুলো ও অনেক বেসরকারি ব্যাংক শাখা স্বল্পতার কারণে এমএফআই-এর মাধ্যমে কৃষি ঋণ বিতরণ কার্যক্রমে অংশ গ্রহণ করছে বিধায়, এমএফআই-এর মাধ্যমে ১-২ শতাংশ ঋণ গ্রহীতার অনুকূলে বেসরকারি ও বিদেশী ব্যাংকগুলোর বিতরণকৃত কৃষি ও পল্লী ঋণ কার্যক্রম ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে সরেজমিনে যাচাই করার নির্দেশনা রয়েছে। ব্যাংকসমূহের এই পরিদর্শন প্রতিবেদনসমূহ যাচাই-বাছাইসহ বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক দৈবচয়ন (random sampling) ভিত্তিতে কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণের সঠিকতা যাচাইয়ের জন্য সরেজমিনে পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে।
- কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে নারীদের অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে।
- কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনকে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের সাফল্য হিসেবেও দেখা হবে। ফলে, এ অর্জনকে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের নতুন শাখা খোলা, অনুমোদিত ডিলার শাখা, বিদেশে এক্সচেঞ্জ হাউজ খোলার অনুমোদনের ক্ষেত্রে অন্যতম ইতিবাচক মাপকাঠি হিসেবে বিবেচনা করা হবে। এছাড়া, বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক CAMELS Rating এর ক্ষেত্রে অন্যান্য বিষয়ের সাথে কৃষি ঋণ বিতরণে ব্যাংকগুলোর সাফল্যকেও বিবেচনা করা হবে। বিশেষ তারল্য সমর্থনের ক্ষেত্রেও কৃষি ঋণ কার্যক্রমে পারদর্শী ব্যাংকগুলো অগ্রাধিকার পাবে।
- প্রতিটি জেলায় ডেপুটি কমিশনারদের নেতৃত্বে গঠিত জেলা কৃষি ঋণ কমিটিকে আরো সক্রিয় করতে হবে।
- জেলা কৃষি ঋণ কমিটির সভায় বেসরকারি ও বিদেশী বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর মনোনীত প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

- মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি (এমআরএ)-এর অনুমোদনপ্রাপ্ত এমএফআইসমূহের সাথে পার্টনারশিপের ভিত্তিতে কৃষি ও পল্লী ঋণ কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকগুলোর অনুসরণের জন্য প্রদত্ত নির্দেশনা পরিপালন করতে হবে।
- কৃষি ও পল্লী ঋণ কার্যক্রম পরিচালনায় আউটসোর্সিং এর ব্যবহার করা যাবে।
- কৃষি ও পল্লী ঋণ শতভাগ বিতরণ ও আদায়ের ওপর যথাযথ গুরুত্ব আরোপসহ কৃষি ঋণ ব্যবস্থায় তথ্য প্রযুক্তি ও মোবাইল ফোনের ব্যবহার উৎসাহিত করতে হবে।
- উচ্চমূল্য ফসল খাতে ঋণ প্রদানে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করতে হবে ।
- চুক্তিবদ্ধ উৎপাদন বা কন্ট্রাক্ট ফার্মিং ব্যবস্থায় কৃষকদেরকে প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত গ্যারান্টি বিবেচনায় নিয়ে কৃষি ঋণ প্রদান করা যাবে। এছাড়া নির্দিষ্ট ফসল উৎপাদন পরিকল্পনার আওতায় ফসল উৎপাদনের জন্য কৃষক পর্যায়ে অর্থ/কৃষি উপকরণ সময়মত সরবরাহের উদ্দেশ্যে কোনো কৃষিভিত্তিক শিল্পোদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে কন্ট্রাক্ট ফার্মিং-এর আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংকের সম্মতি গ্রহণ সাপেক্ষে চুক্তিবদ্ধ কৃষক/উদ্যোক্তা পর্যায়ে কৃষি ঋণ দেওয়া যাবে।
- জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়ানোর উদ্দেশ্যে প্রয়োজনে ঋণ বিতরণ ও আদায়ের সময়সীমায় কিছুটা পরিবর্তন আনার পাশাপাশি লবণাক্ত এলাকায় লবণাক্ততা-সহিষ্ণু ফসল চাষ, জলাবদ্ধ ও বন্যাপ্রবণ এলাকায় পানি-সহিষ্ণু ফসল চাষ, খরাপ্রবণ এলাকায় খরা-সহিষ্ণু ফসল চাষের মতো জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে সহজে অভিযোজনকারী ফসল চাষের উদ্যোগে ঋণ সুবিধা প্রদান করতে হবে।
- দেশের সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চলে লবণ চাষিদের সহজ শর্তে ঋণ প্রদান করতে হবে। সরকার প্রদত্ত সুদক্ষতি পুনর্ভরণ লবণ চাষের জন্য লবণ চাষিদের রেয়াতী সুবিধায় ৪ শতাংশ সুদহারে ঋণ প্রদান করা যাবে।
- কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের মাঝে সচেতনতা ও প্রশিক্ষণের জন্য স্ব-স্ব ব্যাংক কর্তৃক প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।
- কৃষি ঋণের জন্য যাতে তারল্য সংকট সৃষ্টি না হয় এবং তহবিলের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা যায় সে লক্ষ্যে ঋণ আদায়ের জন্য প্রয়োজনে স্ব-স্ব ব্যাংকে পৃথক Recovery Cell গঠন করতে হবে।
- অনাবাদী জমিতে শস্য আবাদের ক্ষেত্রে কৃষককে ঋণ প্রদানে অগ্রাধিকার দিতে হবে ।

৫.০। কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ পদ্ধতি

৫.০১। প্রকৃত কৃষক/ঋণ গ্রহীতা সনাক্তকরণ

ব্যাংকগুলো কৃষি ও পল্লী ঋণের আবেদনকারীদের জাতীয় পরিচয়পত্র ও কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড-এর ভিত্তিতে প্রকৃত কৃষক সনাক্ত করবে। কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ডের বিপরীতে মাত্র ১০ টাকা জমা গ্রহণপূর্বক খোলা একাউন্টধারী কৃষকদের ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র পাশবই-এর ভিত্তিতেই প্রকৃত কৃষক সনাক্ত করা যেতে পারে। জাতীয় পরিচয়পত্র আছে কিন্তু কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড নেই সে ক্ষেত্রে প্রয়োজনে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বা স্থানীয় স্কুল/কলেজের প্রধান শিক্ষক অথবা ব্যাংকের কাছে গ্রহণযোগ্য ব্যক্তির দেওয়া প্রত্যয়নপত্রও প্রকৃত কৃষক সনাক্তকরণের কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে।

৫.০২। ঋণ গ্রহীতার যোগ্যতা

কৃষি কাজে সরাসরি নিয়োজিত প্রকৃত কৃষকগণ কৃষি ঋণ প্রাপ্তির জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। পল্লী অঞ্চলে আয় উৎসারী কর্মকান্ডে জড়িতরাও কৃষি ও পল্লী ঋণের সংশ্লিষ্ট খাতে ঋণ সুবিধা পেতে পারেন। তবে, সাধারণভাবে খেলাপি ঋণ গ্রহীতাগণ নতুন ঋণ পাবার যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন না।

৫.০৩। আবেদন ফরম সহজীকরণ

কৃষকদের অধিকহারে ব্যাংকমুখী করতে কৃষি ঋণ, বিশেষত শস্য/ফসল ঋণের ক্ষেত্রে আবেদন প্রক্রিয়া যতদূর সম্ভব সহজ হওয়া বাঞ্ছনীয়। বাংলাদেশের সাধারণ কৃষকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা, ফরম পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় সময়, ফরমে যাচিত তথ্যের ব্যবহার তথা উপযোগিতা ইত্যাদি বিবেচনায় নিয়ে প্রয়োজনে ব্যাংকসমূহ কৃষি ঋণের, বিশেষ করে শস্য/ফসল ঋণের আবেদন ফরম সহজীকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করবে। আবেদন ফরম পূরণসহ আনুষঙ্গিক কাজে যাতে কালক্ষেপণ না হয় সে জন্যে আবেদন ফরম গ্রহণের সময়ই গ্রাহককে এতদ্‌সংক্রান্ত সকল প্রকার নির্দেশনা প্রদান করতে হবে। সহায়ক কোনো তথ্যের প্রয়োজন হলে একটি মাত্র বৈঠকেই সকল তথ্য গ্রাহককে জানাতে হবে। কৃষি ও পল্লী ঋণের আবেদন ফরম সম্ভাব্য ঋণগ্রহীতা কৃষকদের জন্য আরো সহজলভ্য করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

৫.০৪ । আবেদনপত্র গ্রহণ, প্রাপ্তিস্বীকার ও বিবেচনা

সংশ্লিষ্ট ব্যাংক শাখা নির্ধারিত ঋণ নিয়মাচার অনুযায়ী আবেদনকারীর বার্ষিক প্রয়োজনীয় ফসল ঋণ ও অন্যান্য ঋণ এককালীন মঞ্জুর করবে । তবে, সংশ্লিষ্ট ফসল উৎপাদনের মৌসুম শুরু হবার অন্ততঃ ১৫ দিন পূর্বে ঋণ বিতরণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে । এ লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক শাখাসমূহ কৃষকদের বার্ষিক ফসল উৎপাদন পরিকল্পনাসহ আবেদনপত্র গ্রহণ করবে । প্রয়োজনবোধে, পরবর্তীতে কৃষকদের বার্ষিক উৎপাদন পরিকল্পনায় যুক্তিযুক্ত পরিবর্তনের সুযোগ দেয়া যাবে ।

গ্রাহকের আবেদনপত্রের প্রাপ্তি স্বীকার করতে হবে । আবেদনপত্র প্রাপ্তির পর ঋণ মঞ্জুরি ও বিতরণের মধ্যে সময়ের ব্যবধান যৌক্তিকীকরণ এবং গ্রাহকের কোনো অভিযোগ থাকলে তা দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করতে হবে । বিশেষ করে, শস্য ও ফসল চাষের জন্য ঋণের আবেদন দ্রুততম সময়ে নিষ্পত্তি করতে হবে । এ ক্ষেত্রে ঋণের আবেদন নিষ্পত্তিকরণের সময়সীমা হবে আবেদনপত্র জমার দিন হতে সর্বোচ্চ ১০ কর্মদিবস ।

বাতিলকৃত আবেদনপত্রগুলো বাতিলের কারণ উল্লেখপূর্বক একটি ফাইলে সংরক্ষণ করতে হবে । বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিদর্শন দল এবং স্ব-স্ব ব্যাংকের নিরীক্ষা দলের যাচাইয়ের জন্য ফাইলটি সংরক্ষণ করতে হবে ।

৫.০৫ । আবেদনপত্র প্রক্রিয়াকরণ ফি/চার্জ

শস্য/ফসল ঋণের আবেদনপত্র প্রক্রিয়াকরণের ক্ষেত্রে ব্যাংকসমূহ/ব্যাংকের সাথে পার্টনারশিপের ভিত্তিতে কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণকারী ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক আবেদনপত্র প্রক্রিয়াকরণ বাবদ কোনো ধরনের ফি/চার্জ ধার্য করা যাবে না ।

৫.০৬ । ঋণের সর্বোচ্চ সীমা

ফসল উৎপাদনের জন্য একজন কৃষককে সর্বোচ্চ ১৫ বিঘা (৫ একর বা ২ হেক্টর) জমি চাষাবাদের জন্য নিয়মাচারে নির্ধারিত হারে ঋণ প্রদান করা যাবে । তবে ইক্ষু ও আলু চাষের জন্য ঋণের সর্বোচ্চ সীমা ২.৫ একর পর্যন্ত নির্ধারণ করতে হবে । উল্লিখিত পরিমাণের চেয়ে বৃহদাকার জমিতে কৃষি ঋণের আবেদন ব্যাংকসমূহ তাদের প্রচলিত শর্তে বিবেচনা করতে পারবে ।

৫.০৭ । সিআইবি রিপোর্টিং ও সিআইবি ইনক্যোয়ারি

শুধুমাত্র শস্য/ফসল চাষের জন্য সর্বোচ্চ ১.৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত স্বল্প মেয়াদি কৃষি ঋণের ক্ষেত্রে সিআইবি রিপোর্টিং ও সিআইবি ইনক্যোয়ারির প্রয়োজন পড়বে না । তবে খেলাপি ঋণগ্রহীতা যাতে কৃষি ঋণ না পান সে ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট ঋণ বিতরণকারী ব্যাংককে নিশ্চিত হতে হবে ।

৫.০৮ । জামানত

সাধারণভাবে ৫ একর (ইক্ষু ও আলু চাষের জন্য ২.৫ একর) পর্যন্ত জমিতে চাষাবাদের জন্য ফসল ঋণের ক্ষেত্রে শুধু সংশ্লিষ্ট ফসল দায়বন্ধন (Crop Hypothecation)-এর বিপরীতে ঋণ প্রদান করা যাবে । তবে ৫ একর (ইক্ষু ও আলু চাষের জন্য ২.৫ একর)-এর বেশি জমি চাষাবাদের জন্য ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে জামানত গ্রহণ করা/না করার বিষয়টি ব্যাংক/অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ নিজেরাই প্রচলিত শর্তে ব্যাংক-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে নির্ধারণ করবে । কৃষি ও পল্লী ঋণ কর্মসূচির আওতায় আয়-উৎসারী কর্মকান্ডে ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে গ্রুপ/ব্যক্তিগত গ্যারান্টি গ্রহণের বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে ।

৫.০৯ । ঋণ বিতরণের জন্য বরাদ্দকৃত এলাকা

'লীড ব্যাংক' পদ্ধতির আওতায় সংশ্লিষ্ট ব্যাংক শাখাসমূহ তাদের অনুকূলে বরাদ্দকৃত ইউনিয়নসমূহে ফসলসহ কৃষির বিভিন্ন খাতে ঋণ প্রদান করবে । তবে, অন্য ব্যাংক শাখার নামে বরাদ্দকৃত পার্শ্ববর্তী ইউনিয়নের কোন আগ্রহী আবেদনকারীকে সংশ্লিষ্ট শাখার অনাপত্তিপত্র দাখিল সাপেক্ষে ঋণ প্রদান করা যাবে । এজন্য পার্শ্ববর্তী ব্যাংক শাখাসমূহের মধ্যে ঋণ গ্রহীতাদের তালিকা বিনিময় করতে হবে । এছাড়া, বর্তমানে বেসরকারি ও বিদেশী ব্যাংকসহ বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলী ব্যাংকের জন্য কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ বাধ্যতামূলক হওয়ায় লীড ব্যাংক পদ্ধতির আওতায় যে ইউনিয়ন যে ব্যাংক শাখার অনুকূলে বরাদ্দকৃত সেই ব্যাংক শাখা হতে অনাপত্তিপত্র নিয়ে উক্ত এলাকায় বেসরকারি ও বিদেশী ব্যাংকসমূহ কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ করবে ।

৫.১০ । কৃষি ঋণ পাশ বই

কৃষি ঋণ কর্মসূচির আওতায় ঋণ প্রদানের জন্য 'পাশ বই' আবশ্যক এবং এতদ্‌সংক্রান্ত বিদ্যমান সকল নিয়মকানুন যথাযথভাবে পালন করতে হবে । নতুন ঋণ গ্রহীতাদের ক্ষেত্রে অবশ্যই পাশ বই ইস্যুর মাধ্যমে ঋণ বিতরণ করতে হবে । উল্লেখ থাকে যে, পাশ বইয়ের বিকল্প হিসেবে ব্যাংক স্টেটমেন্ট গ্রহণযোগ্য হবে ।

৫.১১। ফসল উৎপাদন পঞ্জিকা মোতাবেক যথাসময়ে ঋণ বিতরণ

ব্যাংক শাখা কর্তৃক যথাসময়ে সুষ্ঠুভাবে ঋণ বিতরণ, তদারকি ও আদায় কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে একটি ফসল উৎপাদন পঞ্জিকা পরিশিষ্ট "ঙ" তে সন্নিবেশিত হ'ল। তবে সংশ্লিষ্ট ফসলের জন্য ঋণ বিতরণকাল ও পরিশোধসূচি স্থানীয় অবস্থার প্রেক্ষিতে ব্যাংকসমূহ নিজেরাই পরিবর্তন করতে পারবে। অঞ্চলভেদে শস্য বপন/রোপণের আদর্শ সময়কালের তারতম্য ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে শস্য বপন/রোপণ বিলম্বিত হলে বা পুনঃরোপণের প্রয়োজন হলে তার জন্য যৌক্তিক সময় পর্যন্ত ঋণ বিতরণ করা যাবে।

৫.১২। মিশ্র ফসল/সাথী ফসল/ রিলে চাষ

যেসব অঞ্চলে মূল ফসলের পাশাপাশি একই সময়ে একই জমিতে অন্য একটি সাথী ফসল উৎপাদন সম্ভব সেসব এলাকায় আগ্রহী কৃষকদের মূল ফসলের জন্য প্রদত্ত ঋণের সাথে সাথী ফসল চাষের জন্য অতিরিক্ত ঋণ প্রদান করা যাবে। এ জন্য পরিশিষ্ট 'ছ' তে সাথী ফসলের ঋণ নিয়মাচার অনুসরণযোগ্য। উক্ত পরিশিষ্টে উল্লেখ নেই এমন মিশ্র ফসল/সাথী ফসল/রিলে চাষের ক্ষেত্রে স্থানীয় উপসহকারী কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তার সাথে পরামর্শক্রমে ব্যাংক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৫.১৩। শস্য বহুমুখীকরণ (Crop Diversification)

দেশকে খাদ্য উৎপাদনে দ্রুত স্বয়ম্ভর করা এবং জনগণের জন্য সুষম ও পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে আলু, ডাল, তৈলবীজজাত খাদ্য, ভুট্টা ইত্যাদির বহুমুখী ব্যবহার জনগণের মধ্যে জনপ্রিয় করার জন্য "শস্য বহুমুখীকরণ কর্মসূচির" মাধ্যমে উক্ত ফসলসমূহের উৎপাদন বৃদ্ধি করা একান্ত প্রয়োজন। ব্যাংক/অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের সাধারণ ঋণ কার্যক্রমের পাশাপাশি উক্ত লাভজনক ফসলসমূহে ঋণ প্রদানে অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করবে।

৫.১৪। এরিয়া এ্যাপ্রোচ পদ্ধতির ব্যবহার

অঞ্চলভিত্তিক ফসল উৎপাদন, ফসলের ধরণ অর্থাৎ যে এলাকায় যে ফসল ভালো উৎপাদন হয় সেগুলোকে গুরুত্ব দিয়ে এরিয়া এ্যাপ্রোচ পদ্ধতিতে বাস্তবভিত্তিক কৃষি ঋণ বিতরণ করতে হবে। যে সকল এলাকায় পর্যাপ্ত শাক-সবজি, পেঁয়াজ, আদা, রসুন, ডালজাতীয় শস্য, কলা, বাউকুল, স্ট্রবেরি, পাম, কমলা, আগর, পান-বরজ, মরিচ, আলু ইত্যাদি ফসল উৎপাদন হয়, সে সকল এলাকায় ঐসব ফসলের জন্য পর্যাপ্ত ঋণ বিতরণ করতে হবে। এ বিষয়ে প্রয়োজনে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর থেকে এ সংক্রান্ত তালিকা সংগ্রহপূর্বক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। তাছাড়া, সংশ্লিষ্ট এলাকায় বসবাসের মাধ্যমে অর্জিত প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকেও এ ক্ষেত্রে কাজে লাগাতে হবে।

৫.১৫। কৃষি ঋণের প্রধান (core) খাতে ঋণ বিতরণ

কৃষির প্রধান (core) ৩টি খাতে (যথা-শস্য, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ) অন্যান্য খাতের চেয়ে ঋণ বিতরণে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

৫.১৬। স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় কৃষি ঋণ বিতরণের ব্যবস্থা গ্রহণ

প্রকৃত ক্ষুদ্র কৃষক এবং বর্গাচাষিরা যাতে সহজে এবং সময়মত স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় কৃষি ঋণ বিশেষ করে শস্য ও ফসল ঋণ পান তা নিশ্চিত করার জন্য যতদূর সম্ভব ইউনিয়ন পর্যায়ে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, কৃষি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, শিক্ষক এবং অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে কৃষি ঋণ বিতরণ করতে হবে। প্রয়োজনে স্থানীয় হাটের দিন সংশ্লিষ্ট ব্যাংক শাখার কর্মকর্তারা ক্যাম্প করে কৃষি ঋণ সংক্রান্ত তথ্য প্রচার ও ঋণ বিতরণ করতে পারেন।

৫.১৭। ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশনের অংশ হিসেবে ১০ টাকায় খোলা কৃষক একাউন্টধারীদেরকে একাউন্ট এর মাধ্যমে ঋণ বিতরণ এবং একাউন্ট সচল রাখতে উৎসাহ প্রদান

ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশনের অংশ হিসেবে কৃষকদের অনুকূলে বিভিন্ন ব্যাংকে ১০ টাকায় খোলা হিসাবের মাধ্যমে ভর্তুকি জমা ছাড়াও ঋণ প্রদান, সঞ্চয় জমা ও উত্তোলন, রেমিট্যান্স জমা ইত্যাদি ব্যাংকিং কার্যক্রম উৎসাহিত করতে নিম্নোক্ত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা হয়েছে ঃ

- কৃষি ঋণ কার্যক্রমে স্বচ্ছতা বাড়াতে যে সকল কৃষকের এ ধরনের হিসাব রয়েছে তাদেরকে বিশেষ ব্যতিক্রম ছাড়া এসব হিসাবের মাধ্যমে কৃষি ঋণ বিতরণ করতে হবে।
- হিসাবসমূহের লেনদেন বৃদ্ধির লক্ষ্যে এসব হিসাবের ওপর সুদহার সাধারণ সঞ্চয়ী হিসাবের চেয়ে ১-২ শতাংশ বেশি হারে দেয়ার বিষয়টি ব্যাংকগুলো বিবেচনা করবে।

- সংশ্লিষ্ট ব্যাংকগুলোর প্রধান কার্যালয় তাদের শাখাগুলোর প্রধানগণকে কৃষকের এসব হিসাব সচল রাখার বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করবে।
- এ বিপুল পরিমাণ হিসাব সচল রাখার জন্য কৃষকের ফসল বিক্রির টাকা বা তাদের গচ্ছিত টাকা এসব হিসাবে জমা, রেমিট্যান্স আদান-প্রদান ইত্যাদি স্বাভাবিক ব্যাংকিং কার্যক্রমে তাদের উদ্বুদ্ধ করার মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলের un-tapped savings সংগ্রহ করতে পারে।
- ব্যাংক শাখাগুলো এ ধরনের হিসাবে রক্ষিত সঞ্চয়ের ৯০ শতাংশ পর্যন্ত স্বল্পসুদে ঋণ সুবিধা দেয়ার বিষয়টি বিবেচনা করতে পারে।
- এ হিসাবগুলোতে ন্যূনতম ব্যালেন্স রাখার কোন বাধ্যবাধকতা এবং কোনরূপ চার্জ বা ফি আরোপ করা যাবে না।
- এ ধরনের হিসাবে ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত স্থিতির ক্ষেত্রে আবগারী শুল্ক/লেভি কর্তন রহিত করা হয়েছে।
- কৃষকের হিসাবগুলোকে কখনোই ইনঅপারেটিভ বা ডরমেন্ট করা যাবে না।
- কৃষকদের শিক্ষার বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে তাদেরকে চেকের বদলে নগদ উত্তোলন ভাউচার দেয়া যাবে। তবে, যে সকল কৃষক চেক বই চায় তাদেরকে চেক বই দেয়া যাবে।

উল্লেখ্য, সময়মত সরকারের দেয়া ভর্তুকি জমা ছাড়াও স্বাভাবিক ব্যাংকিং কার্যক্রমে দশ টাকায় খোলা কৃষক হিসাবগুলো কিভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে সে ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকগুলো ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে বাংলাদেশ ব্যাংকে বিবরণী দাখিল করছে, যা অব্যাহত থাকবে।

৫.১৮। আবর্তনশীল শস্যঋণ সীমা পদ্ধতি

কৃষি ঋণ বিতরণের অবিরাম প্রবাহ নিশ্চিত করার জন্য ৩ বছর মেয়াদি একটি আবর্তনশীল শস্য ঋণসীমা পদ্ধতি (Revolving crop credit limit system) প্রচলন করা হয়েছে। অবিরাম ফসল উৎপাদনের সাথে সম্পৃক্ত কৃষকগণ এ পদ্ধতির আওতায় ঋণ সুবিধা পাবেন। এই ঋণ বিতরণের জন্য ইতোপূর্বে বিতরণকৃত সকল শস্য ঋণের সমুদয় অর্থ আদায় করে পুনঃডকুমেন্টেশন ব্যতিরেকেই ঋণ নবায়নপূর্বক পুনরায় ঋণ মঞ্জুরি ও বিতরণ করা যাবে। দলিলাদি সম্পাদন যথাসম্ভব সহজীকরণ করতে হবে। ঋণ মঞ্জুরির ক্ষেত্রে ব্যাংক সংশ্লিষ্ট শাখা ব্যবস্থাপকদের নিকট ক্ষমতা অর্পণ (Power delegate) করবে। ঋণ মঞ্জুরির পর উৎপাদন পরিকল্পনা পরিবর্তন করতে হলে এবং ঋণের চাহিদা বৃদ্ধি পেলে কৃষকগণ পুনরায় ব্যাংকের নিকট আবেদন করতে পারবেন। ঋণের জামানত, ঋণ সীমা, সুদের হার ইত্যাদি সম্বলিত এ স্কীম কৃষি ঋণ নীতিমালার আলোকে ব্যাংকসমূহ নিজেরাই প্রণয়ন করবে।

৫.১৯। চুক্তিবদ্ধ উৎপাদন বা কন্ট্রাক্ট ফার্মিং (Contract Farming)-এর সাথে সংশ্লিষ্ট কৃষকদের ঋণ প্রদান

উৎপাদনকারী কৃষক এবং বৃহদাকারে কৃষিজাত পণ্য প্রক্রিয়াকরণ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে চুক্তিবদ্ধ উৎপাদন বা কন্ট্রাক্ট ফার্মিং ব্যবস্থা বাজারজাতকরণের খরচ কমিয়ে আনার মাধ্যমে কৃষকদেরকে তাদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য (fair price) পেতে ভূমিকা রাখতে পারে। কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প, রপ্তানি এবং বাড়তি ভোগ চাহিদা সৃষ্টি হওয়ার কারণে কিছু কিছু কৃষি পণ্যের ক্ষেত্রে কন্ট্রাক্ট ফার্মিং ইতোমধ্যে বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। গুঁড়া মসলা, বোতলজাত তেল, জুস, চিপস, চানাচুর, পোলট্রি ফিড ইত্যাদি শিল্পের সাথে জড়িত উদ্যোক্তাগণকে গুণগত মান ঠিক রেখে সময়মত প্রয়োজনীয় পরিমাণ কাঁচামালের সরবরাহ নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে কৃষকদের সাথে চুক্তিবদ্ধ উৎপাদন ব্যবস্থায় ব্যাংক ঋণ প্রদান করা যাবে।

৫.১৯.১। চুক্তিতে যেসব বিষয় উল্লেখ থাকবে

চুক্তিবদ্ধ উৎপাদন ব্যবস্থার আওতায় প্রকৃত কৃষকের সঙ্গে একক বা গ্রুপ ভিত্তিতে ক্রেতার একটি বৈধ চুক্তি সম্পাদন করতে হবে। চুক্তিতে নিম্নোক্ত বিষয় অবশ্যই উল্লেখ থাকতে হবে ঃ

- চুক্তিটি অবশ্যই কৃষি পণ্য উৎপাদনের পূর্বে সম্পাদিত হতে হবে। চুক্তিতে মেয়াদকাল, উৎপাদিত পণ্যের বিবরণ, পণ্যের গুণগতমান, চাষ পদ্ধতি, শস্য সরবরাহ ব্যবস্থা, পণ্যের মূল্য, অর্থ পরিশোধ পদ্ধতি, বীমা ব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয় উল্লেখ থাকতে হবে।

- এ ধরনের চুক্তিতে কৃষককে কৃষি পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় উপকরণ (যেমন-বীজ, সার ইত্যাদি) সরবরাহে আর্থিক সহায়তা, ঋণ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সহায়তা, উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের সুবিধা, দক্ষতা বৃদ্ধির সুযোগ, ন্যায্যমূল্য এবং সঠিক সময়ে বিপণনের নিশ্চয়তা থাকতে হবে।

- প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ফসল নষ্ট হলে ক্ষতিপূরণ বা প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা সম্পর্কে কৃষকের অনুকূলে নির্দিষ্ট শর্ত উল্লেখ করতে হবে।

- কৃষকের ঋণ/অর্থ সহায়তা কিভাবে সমন্বয় করা হবে এবং ঋণের সর্বোচ্চ সুদহার কত হবে তা চুক্তিতে উল্লেখ থাকতে হবে।

৫.১৯.২। উদ্যোক্তা বা ক্রেতার যোগ্যতা

- রেজিস্ট্রার অব জয়েন্ট স্টক কোম্পানিজ এন্ড ফার্মস কর্তৃক রেজিস্ট্রিকৃত কোম্পানী হতে হবে।
- কৃষি পণ্য সংরক্ষণ, বিপণন ও প্রক্রিয়াজাতকরণে পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা সম্পন্ন হতে হবে।
- মাঠ পর্যায়ে কৃষকের সঙ্গে কাজ করার বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

উল্লেখ্য যে, কৃষিভিত্তিক শিল্পোদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে কৃষি পণ্য উৎপাদনকারী কৃষকের সঙ্গে একক বা গ্রুপ ভিত্তিতে সম্পাদিত চুক্তির একটি কপি বাংলাদেশ ব্যাংককে সরবরাহ করতে হবে এবং এ ধরনের প্রতিটি ঋণ প্রদানের পূর্বে বাংলাদেশ ব্যাংকের সম্মতি গ্রহণ করতে হবে। কন্ট্রাক্ট ফার্মিং-এর আওতায় প্রদত্ত ঋণের ক্ষেত্রে কৃষক পর্যায়ে প্রকৃত সুদহার (Reducing Balance পদ্ধতিতে) নির্ধারণে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক কৃষি ঋণের জন্য নির্ধারিত সর্বোচ্চ সীমা প্রযোজ্য হবে। শিল্পোদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে ব্যাংক-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে ঋণের সুদহার নির্ধারণ করা যাবে। এছাড়া, উপকারভোগী কৃষকদের প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী ও হিসাব বিবরণী সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সংরক্ষণ করতে হবে এবং চাহিদামত অর্থায়নকারী ব্যাংককে তা সরবরাহ করতে হবে।

৫.২০। মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি (এমআরএ) এর অনুমোদনপ্রাপ্ত ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের সাথে পার্টনারশিপের ভিত্তিতে কৃষি ও পল্লী ঋণ কার্যক্রম

বিগত ২০০৮-০৯ অর্থবছর থেকে বেসরকারি ও বিদেশী বাণিজ্যিক ব্যাংকসহ বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলী ব্যাংককে কৃষি ও পল্লী ঋণ কর্মসূচির আওতায় নিয়ে আসা হয়। যে সকল ব্যাংকের পল্লী অঞ্চলে শাখার সংখ্যা অপ্রতুল তারা মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি (এমআরএ)-এর অনুমোদনপ্রাপ্ত ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান (এমএফআই)-এর সাথে পার্টনারশিপের ভিত্তিতে কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে পারে। সে ক্ষেত্রে ব্যাংকগুলোকে নিম্নরূপ কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে ঃ

ক) এমআরএ'র অনুমোদনপ্রাপ্ত ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের সাথে পার্টনারশিপের মাধ্যমে কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণকারী সংশ্লিষ্ট ব্যাংককেই গ্রাহক পর্যায়ে ঋণ পৌঁছানোর বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। আংশিক বা সম্পূর্ণরূপে ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠানের সাথে পার্টনারশিপের মাধ্যমে কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণকারী উভয় ধরণের ব্যাংকের ক্ষেত্রেই এ রীতি প্রযোজ্য হবে। এ লক্ষ্যে কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক এবং ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠানের সুনির্দিষ্ট কর্ম পরিকল্পনা এবং মনিটরিং পদ্ধতি থাকতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট ব্যাংককেই এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় তথ্য/বিবরণী বাংলাদেশ ব্যাংককে সরবরাহ করতে হবে।

খ) এমএফআই হতে ঋণের পরিমাণ, গ্রাহক পর্যায়ে ঋণের সম্ভাব্য আকার এবং ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা, মেয়াদকাল, ব্যবহার (খাত-উপখাত), কৃষক/গ্রাহক পর্যায়ে প্রযোজ্য সুদহার, প্রকল্প এলাকা (জেলা, উপজেলা) ইত্যাদির উল্লেখসহ একটি সুনির্দিষ্ট ঋণ প্রস্তাবনার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক তাদেরকে অর্থায়নের বিষয়ে বিবেচনা করবে এবং সংশ্লিষ্ট মঞ্জুরিপত্র/চুক্তিপত্রে এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট উল্লেখ থাকতে হবে।

গ) সংশ্লিষ্ট ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের সাথে পার্টনারশিপের ভিত্তিতে কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে প্রথমবার অর্থ ছাড়ের আবেদনের সময় অর্থায়ন সংশ্লিষ্ট তথ্য যথা-ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা, মেয়াদকাল, ব্যবহার (খাত-উপখাত), কৃষক/গ্রাহক পর্যায়ে প্রযোজ্য সুদহার, প্রকল্প এলাকা (জেলা, উপজেলা) ইত্যাদির সমন্বিত তথ্য সংশ্লিষ্ট ব্যাংককে সরবরাহ করবে এবং পরবর্তীতে প্রতিবার পুনরায় অর্থ ছাড়ের আবেদনের ক্ষেত্রে পূর্বে গৃহীত অর্থায়ন প্রকৃতই কৃষি ও পল্লী ঋণ কার্যক্রমে ব্যবহৃত হয়েছে মর্মে একটি প্রত্যয়নপত্র সংশ্লিষ্ট ব্যাংককে সরবরাহ করবে।

ঘ) ব্যাংক কর্তৃক ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানকে অর্থ ছাড় করার পর উক্ত অর্থ কৃষক/গ্রাহক পর্যায়ে বিতরণ হবার পরই কেবলমাত্র তা সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট বিবেচিত হবে।

ঙ) কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রার ৬০ শতাংশ শস্য/ফসল খাতে বিতরণের ব্যাপারে যে নির্দেশনা দেওয়া রয়েছে তা অর্জনে আংশিক বা সম্পূর্ণরূপে ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের সাথে পার্টনারশিপের মাধ্যমে কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণকারী ব্যাংকসমূহসহ সংশ্লিষ্ট ব্যাংককে সচেষ্ট থাকতে হবে। এ ক্ষেত্রে প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানকে দারিদ্র্য বিমোচন ও আয় উৎসারী কর্মকান্ডে ঋণ বিতরণের পাশাপাশি শস্য/ফসল খাতেও ঋণ বিতরণে অংশগ্রহণ করতে হবে।

৫.২১। কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ ও আদায় কার্যক্রম পরিচালনায় প্রয়োজনীয় লোকবল নিয়োগ

কৃষি ঋণ বিতরণ ও আদায় কার্যক্রম নিবিড় তদারকিধর্মী। প্রায়ই অভিযোগ পাওয়া যায় যে, ব্যাংকগুলোতে জনবলের অভাবে কৃষি ঋণ বিতরণ ও আদায়ে বিঘ্ন ঘটছে; প্রদত্ত ঋণের সদ্ব্যবহার যাচাই করতেও সমস্যা হচ্ছে। এ সমস্যা নিরসনে শাখা পর্যায়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক লোকবল নিয়োগের জন্য ব্যাংকগুলো প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।

নিয়মিতভাবে নিয়োগ দেয়া সম্ভব না হলে 'কাজ নেই, বেতন নেই' (no work, no pay) ভিত্তিতে সাময়িকভাবে প্রয়োজনীয় লোকবল নিয়োগ করা যেতে পারে। এছাড়া, যে সকল ব্যাংকের শাখা/জনবলের সীমাবদ্ধতা রয়েছে সে সকল ব্যাংক তাদের কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ ও আদায় কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে গ্রাহক নির্বাচন, ঋণ প্রস্তাব তৈরিকরণ, মূল্যায়ন, মঞ্জুরি, ঋণ বিতরণ, মনিটরিং, আদায় ইত্যাদি সংক্রান্ত কাজে কোন কোম্পানী/প্রতিষ্ঠানকে এজেন্ট/ইন্টারমিডিয়ারি হিসেবে ব্যবহার করতে পারবে।

৬.০। কৃষি ও পল্লী ঋণ কর্মসূচি

কৃষি ও পল্লী ঋণ কর্মসূচির আওতায় ফসল উৎপাদনসহ পল্লী অঞ্চলের বিভিন্ন খাতে ঋণ প্রদানের জন্য নিম্নোক্ত নীতিমালা অনুসরণ করতে হবে ঃ

৬.০১। কর্মসূচির আওতাভুক্ত খাত/উপখাতসমূহ

কৃষি ও পল্লী ঋণ কর্মসূচির আওতাভুক্ত খাত/উপ-খাতসমূহ নিম্নরূপ ঃ

- শস্য/ফসল (ধান, গম, ডাল, তৈলবীজ ইত্যাদিসহ পরিশিষ্ট-ঙ তে উল্লিখিত সকল ফসল);
- মৎস্য সম্পদ;
- প্রাণিসম্পদ;
- কৃষি যন্ত্রপাতি (ব্যবহারকারী পর্যায়ে প্রদত্ত ঋণ);
- সেচ যন্ত্রপাতি (ব্যবহারকারী পর্যায়ে প্রদত্ত ঋণ);
- বীজ উৎপাদন (পৃথক ঋণ নিয়মাচার তৈরী সাপেক্ষে);
- শস্যগুদাম ও বাজারজাতকরণ (শুধুমাত্র নিজস্ব উৎপাদিত ফসল গুদামজাতকরণ ও বাজারজাতকরণ);
- দারিদ্র্য বিমোচন ও আয় উৎসারী কর্মকান্ড (পল্লী অঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আয় উৎসারী কর্মকান্ডে প্রদত্ত ঋণ);
- অন্যান্য (ঋণ নিয়মাচারে উল্লিখিত হয়নি এমন অপ্রচলিত ফসল চাষ/কৃষিতে প্রদত্ত ঋণ)।

স্বল্প ও মধ্য মেয়াদি ঋণের আওতায় বিভিন্ন খাতে সম্ভাব্য ফসল, মৎস্য, প্রাণিসম্পদ, কৃষি যন্ত্রপাতি ইত্যাদি পরিশিষ্ট-ক তে সন্নিবেশিত হলো। উল্লেখ্য, কৃষিভিত্তিক শিল্প খাত কৃষি ও পল্লী ঋণের অন্তর্ভুক্ত নয়।

৬.০২। ঋণ নিয়মাচার ও ঋণের পরিমাণ নির্ধারণ

কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালার সুষ্ঠু বাস্তবায়নে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর হতে প্রাপ্ত বিভিন্ন ফসলভিত্তিক কৃষি উপকরণ বাবদ খরচের ভিত্তিতে প্রণীত "ঋণ নিয়মাচার" অনুযায়ী একর প্রতি নির্ধারিত ঋণের পরিমাণ, "শ্রেণিবিন্যাস/মিশ্র ফসল/সাথী ফসল/রিলে চাষভিত্তিক বার্ষিক উৎপাদন পরিকল্পনা", ফসল বপন এবং সংগ্রহ মৌসুম অনুযায়ী "ফসল উৎপাদন পঞ্জিকা ও ঋণ পরিশোধসূচি" (যথাক্রমে পরিশিষ্ট-ঙ, চ, ছ) ব্যাংক ও অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের অনুসরণের জন্য এতদ্সঙ্গে সংযুক্ত করা হ'ল ।

উল্লেখ্য, কৃষকদের প্রকৃত চাহিদার নিরিখে ঋণ নিয়মাচারে ফসলভিত্তিক নির্ধারিত ঋণের পরিমাণ ১০ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি/হ্রাস করা যাবে। নিজস্ব মালিকানাধীন জমিতে চাষাবাদের জন্য নিয়মাচারে বর্ণিত জমির ভাড়া প্রযোজ্য হবে না।

৬.০৩। কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন

ব্যাংকগুলো তাদের শাখাসমূহের সাথে আলোচনার ভিত্তিতে কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণের খাতওয়ারী লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করবে। রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ও বিশেষায়িত ব্যাংকগুলো বরাবরই কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণে উল্লেখযোগ্য লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণপূর্বক এ খাতে ঋণ বিতরণে মুখ্য ভূমিকা পালন করে আসছে। কৃষি ও পল্লী ঋণের পরিমাণ ও আওতা বাড়াতে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যাংকসমূহের পাশাপাশি বেসরকারি ও বিদেশী ব্যাংকগুলোও উল্লেখযোগ্য মাত্রায় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে ।

কৃষি ও পল্লী খাতে বেসরকারি ও বিদেশী বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের অংশগ্রহণের ফলে এ খাতে ঋণ ও অগ্রিম সরবরাহের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে যা এ খাতে কাঙ্ক্ষিত প্রবৃদ্ধি অর্জনের পাশাপাশি দেশের খাদ্য নিরাপত্তা জোরদার এবং অভ্যন্তরীণ অর্থনীতিকে শক্তিশালী করতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। বেসরকারি ও বিদেশী ব্যাংকগুলোর কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ ও তা অর্জনের বিষয়ে নিম্নরূপ নীতিমালা অনুসরণ করতে হবে ঃ

ক) মাঠ পর্যায়ে কৃষি ও পল্লী ঋণের চাহিদা, এ খাতে ঋণ বিতরণে ব্যাংকের সামর্থ্য ও দক্ষতা, ব্যাংকের মোট ঋণ ও অগ্রিমের পরিমাণ এবং পূর্ববর্তী অর্থবছরে এ খাতে ব্যাংকের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন বিবেচনায় নিয়ে ব্যাংকগুলো প্রত্যেক অর্থবছরের কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণের একটি যুক্তিসঙ্গত লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করবে। তবে এই লক্ষ্যমাত্রা পূর্ববর্তী অর্থবছরের ৩১ মার্চ তারিখের অবস্থাভিত্তিক মোট ঋণ ও অগ্রিমের ২.৫ শতাংশের চেয়ে কম হবে না।

খ) কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা শতভাগ অর্জনের স্বার্থে প্রত্যেক ব্যাংক ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে স্ব-স্ব ব্যাংকের আনুপাতিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের অগ্রগতি পর্যালোচনা করবে। কোনো ত্রৈমাসিকে আনুপাতিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত না হলে, অনর্জিত অংশ পরবর্তী ত্রৈমাসিকে বিতরণ করবে।

গ) অর্থবছর শেষে কোনো ব্যাংকের কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে না পারলে অনর্জিত অংশের সমপরিমাণ অর্থ বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট এক বছরের জন্য জমা রাখতে হবে। তবে ব্যাংকের মোট কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা যাই হোক না কেন, তাদের মোট কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ পূর্ববর্তী অর্থবছরের ৩১ মার্চ তারিখের অবস্থা ভিত্তিক মোট ঋণ ও অগ্রিমের ২ শতাংশ বা তার বেশি হলে তাদের ক্ষেত্রে প্রতিকারমূলক এ ব্যবস্থা প্রযোজ্য হবে না।

ঘ) বাংলাদেশ ব্যাংক উপর্যুক্ত উপায়ে জমাকৃত অর্থের ওপর ব্যাংক হারে (বর্তমানে ৫%) সুদ প্রদান করবে।

ঙ) উপর্যুক্ত প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে ব্যাংকগুলো কর্তৃক বাংলাদেশ ব্যাংকে দাখিলকৃত কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণের বিবরণীর সঠিকতা যাচাই করে নেয়া হবে।

চ) কোনো ব্যাংকের ঋণ ও অগ্রিম প্রদানের ব্যাপারে বাংলাদেশ ব্যাংকের পৃথক নির্দেশনা থাকলে সেই ব্যাংকের বা বিশেষ কোনো কারণে কোনো নির্দিষ্ট ব্যাংকের ক্ষেত্রে অর্থ জমার উপরোক্ত বাধ্যবাধকতা শিথিল করা যেতে পারে।

৬.০৩.১। শস্য ও ফসল ঋণের জন্য অর্থ বরাদ্দ

২০১৩-১৪ অর্থবছরের কৃষি ও পল্লী ঋণ কর্মসূচির অধীনে ব্যাংকগুলো কর্তৃক প্রাক্কলিত মোট লক্ষ্যমাত্রার ন্যূনতম ৬০ শতাংশ শস্য ও ফসল ঋণ খাতে বিতরণ করতে হবে।

৬.০৪। মৎস্য সম্পদ খাতে ঋণ প্রদান

৬.০৪.১। মৎস্য চাষে ঋণ প্রদান

বর্তমানে মৎস্য চাষ একটি লাভজনক খাত হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি প্রাণিজ আমিষের ঘাটতি পূরণের লক্ষ্যে চিংড়ি চাষ ও মৎস্য চাষ সম্প্রসারণ একান্ত অপরিহার্য। মাছের রেণু উৎপাদন, প্রায় অবলুপ্ত দেশী মাছ (কৈ, মাগুর ও শিং), রুই জাতীয় মাছ, মনোসেক্স তেলাপিয়া, পাঙ্গাস, পাবদা ইত্যাদি চাষ, ঘেরে বাগদা চিংড়ি চাষ ইত্যাদির জন্য ঋণ প্রদান করতে হবে। সরকারের মৎস্য চাষ নীতিমালার আলোকে প্রাতিষ্ঠানিক উৎস থেকে ঋণ সরবরাহের উদ্দেশ্যে ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো নিজেরাই স্থানীয় পরিস্থিতিতে মৎস্য চাষের সম্ভাব্যতা যাচাই করবে এবং প্রয়োজনে স্থানীয় মৎস্য কর্মকর্তাদের সাথে পরামর্শ করে ঋণের পরিমাণ, বিতরণকাল, ঋণের মেয়াদ ও পরিশোধসূচি নির্ধারণ করবে। এ ক্ষেত্রে প্রয়োজনবোধে মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত মাছ চাষের পরামর্শপত্র অনুসারে ঋণের পরিমাণ, বিতরণকাল, ঋণের মেয়াদ ও পরিশোধসূচি নির্ধারণ করা যাবে। ইজারা পুকুরে মাছ চাষের ক্ষেত্রে পুকুর বন্ধকীর পরিবর্তে ইজারা মূল্যকে গুরুত্ব দিয়ে মৎস্য চাষ খাতে ঋণ প্রদান করা যেতে পারে।

৬.০৪.২ । উপকূলীয় মৎস্যজীবীদের মাছ ধরার সরঞ্জাম ক্রয়ে ঋণ প্রদান

দেশের উপকূলীয় অঞ্চলে স্থায়ীভাবে বসবাসরত উপকূলীয় মৎস্যজীবীদের মাছ ধরার ট্রলার, নৌকা, জাল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি ক্রয়/সংগ্রহের জন্য তাদের অনুকূলে অধিকতর সহজ শর্তে স্বল্প/দীর্ঘমেয়াদি ঋণ বিতরণে ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এছাড়া ছোট ছোট ব্যবসা, বিশেষ করে-মাছ ধরা, মৎস্য চাষ, শুঁটকি মাছ উৎপাদন এর সাথে জড়িতদের প্রয়োজন অনুযায়ী পুঁজি সরবরাহ করা যেতে পারে। উপকূলীয় মৎস্যজীবীদের প্রয়োজনে গ্রুপভিত্তিতে ঋণ সুবিধা প্রদান করা যেতে পারে।

৬.০৪.৩ । জলাশয়/জলমহাল/হাওরে মৎস্যচাষে ঋণ প্রদান

ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো জলাশয়/জলমহাল/হাওরে দলভিত্তিতে মৎস্য চাষের জন্য মৎস্যজীবীদের ঋণ প্রদান করতে পারবে। সরকার কর্তৃক মৎস্য চাষের ওপর অধিক গুরুত্ব আরোপের প্রেক্ষিতে মৎস্য চাষের জন্য ঋণ প্রদান বৃদ্ধির লক্ষ্যে ব্যাংকগুলো প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে এবং ব্যাপক প্রচারণার মাধ্যমে বিষয়টি জনগণকে অবহিত করবে। মৎস্যজীবীরা যাতে ঋণ প্রাপ্তির মাধ্যমে স্বাবলম্বী হতে পারেন সে বিষয়ে তাদের উপযোগী প্রোডাক্ট উদ্ভাবন করে ঋণ বিতরণ করতে হবে।

৬.০৪.৪ । খাঁচায় মাছ চাষে ঋণ প্রদান

সাম্প্রতিক সময়ে প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতার কারণে খাঁচায় মাছ চাষ পদ্ধতি আমাদের দেশে জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। বিভিন্ন ধরনের জলাশয়ে নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে উপযোগী আকারের খাঁচা স্থাপন করে অধিক ঘনত্বে বাণিজ্যিকভাবে মাছ উৎপাদনের প্রযুক্তি হলো খাঁচায় মাছ চাষ। সম্প্রতি চাঁদপুর জেলার ডাকাতিয়া নদীতে থাইল্যান্ডের প্রযুক্তি অনুকরণে খাঁচায় মাছ চাষ সর্বসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোনা, সুনামগঞ্জের হাওর এলাকা এবং নাটোরের চলনবিলে খাঁচায় মাছ চাষের ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে।

মৎস্য সম্পদ খাতের উপখাত হিসেবে 'খাঁচায় মাছ চাষ' কর্মসূচিতে ব্যাংকগুলো ঋণ প্রদান করতে পারে। এক্ষেত্রে স্থানীয় মৎস্য চাষি, মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের সাথে পরামর্শ করে ঋণের পরিমাণ, বিতরণকাল, মেয়াদ, পরিশোধসূচি ও জামানত বিষয়ে ব্যাংকগুলো নিজেরাই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

৬.০৪.৫ । উপকূলীয় একোয়াকালচার খাতে ঋণ প্রদান

বাংলাদেশের উপকূলীয় মৎস্য চাষ শুধুমাত্র চিংড়ি চাষে সীমাবদ্ধ রয়েছে। তবে, উপকূলীয় অঞ্চলে সম্ভাবনাময় আরো অনেক মাৎস্য প্রজাতিকে একোয়াকালচার এর আওতায় এনে দেশের প্রোটিন ঘাটতি পূরণসহ রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব। এক্ষেত্রে কাদামাটির কাঁকড়া চাষ, কাঁকড়া মোটাতাজাকরণ (crab fattening), ভেটকি ও বাটা জাতীয় মাছ চাষের সম্ভাবনাকে কাজে লাগানো যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে বিনিয়োগ খুবই অল্প হওয়ায় উপকূলীয় অঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে যথাযথ প্রশিক্ষণ ও মূলধনী সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে যথাযথ উদ্যোগ নেয়া হলে সমুদ্রে অপ্রচলিত মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি করে দেশের রপ্তানি আয় বাড়ানো সম্ভব।

উপকূলীয় এলাকার ব্যাংক শাখাসমূহ স্থানীয় মৎস্য চাষি ও মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের সাথে পরামর্শ করে ঋণের পরিমাণ, বিতরণকাল, মেয়াদ, পরিশোধসূচি ও জামানত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণপূর্বক এখাতে ঋণ প্রদান করতে পারে।

৬.০৫ । প্রাণিসম্পদ খাতে ঋণ প্রদান

বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনীতিতে প্রাণিসম্পদ খাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কিন্তু বর্তমানে দেশে প্রয়োজনের তুলনায় মাংস ও দুগ্ধ সরবরাহের পরিমাণ অপ্রতুল। প্রাণিসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারের প্রাণিসম্পদ নীতিমালার বাস্তবায়ন ও উদ্দেশ্য অর্জনে ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রাণিসম্পদের প্রচলিত নিম্নবর্ণিত খাত/উপখাতসমূহে ঋণ বিতরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে ঃ

৬.০৫.১ । গবাদি পশু

ক) হালের বলদ ক্রয়, দুগ্ধ খামার স্থাপন, ছাগল/ভেড়ার খামার স্থাপন, গরু মোটাতাজাকরণ ইত্যাদিতে ঋণ প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা ব্যাংক গ্রহণ করবে।

খ) গরুর পাশাপাশি মহিষ পালন একটি লাভজনক খাত। গরুর মতো মহিষ হতেও দুধ ও মাংস পাওয়া যায়। পাশাপাশি হালচাষ এবং গ্রামীণ পরিবহণেও মহিষের যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। পরিবেশগত এবং প্রথাগত কারণে বাংলাদেশের চরাঞ্চলসহ যে সকল এলাকায় মহিষ পালন লাভজনক সে সকল এলাকায় মহিষ পালনের জন্য প্রয়োজনীয় ঋণ প্রদান করা যেতে পারে।

গ) ব্যাংকের নিজস্ব প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত অফিসার বা একজন ভেটেরিনারি চিকিৎসক কর্তৃক সময়ে সময়ে গরু/ছাগলের খামার পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। উক্ত পরিদর্শন প্রতিবেদনের আলোকে দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য গ্রাহকদের ব্যাংক শাখার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেয়া যেতে পারে।

উপর্যুক্ত খাতসমূহে ঋণ প্রদানের জন্য ঋণের পরিমাণ ও মেয়াদ নিরূপণ এবং পরিশোধসূচি প্রণয়নের ক্ষেত্রে ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো নিজেরাই এবং প্রয়োজনবোধে স্থানীয় প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তাদের সাথে পরামর্শ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৬.০৫.২। পোলট্রি খাত

ডিম ও মাংস সরবরাহের মাধ্যমে দেশের প্রোটিন ঘাটতি পূরণে পোলট্রি খাত একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ইতোমধ্যে নিজের একটি অবস্থান তৈরি করে নেয়া পোলট্রি শিল্পের ব্যাকওয়ার্ড এবং ফরওয়ার্ড লিঙ্কেজ কর্মকান্ড কর্মসংস্থান সৃষ্টির পাশাপাশি বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বর্তমানে দেশে ডিম ও মাংসের চাহিদার তুলনায় সরবরাহের পরিমাণ অপ্রতুল। পোলট্রি খাতের উন্নয়নের মাধ্যমে সরকারের প্রাণিসম্পদ নীতিমালার বাস্তবায়ন ও উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রাণিসম্পদের প্রচলিত নিম্নবর্ণিত খাত/উপখাতসমূহে ঋণ বিতরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে ঃ

ক) হাঁস-মুরগির খামার স্থাপন এবং হাঁস-মুরগির খাদ্য, টিকা, ঔষধপত্র ক্রয় ইত্যাদি খাতে ঋণ প্রদান করা যেতে পারে। এছাড়া কোয়েল, খরগোশ, গিনিপিগ ইত্যাদির বিভিন্ন লাভজনক খামার স্থাপনের জন্য ঋণ প্রদান করা যেতে পারে। পোলট্রি খাতে ঋণ প্রদানের কার্যক্রম একটি নির্দিষ্ট এলাকায় কেন্দ্রীভূত না রেখে ভৌগোলিক অবস্থান নির্বিশেষে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এ খাতে ঋণ প্রদানের প্রচেষ্টা গ্রহণ করা যেতে পারে।

খ) পরিবেশগত এবং প্রথাগত কারণে বাংলাদেশের বিল এবং জলা এলাকাসহ যে সকল এলাকায় পারিবারিক উদ্যোগে হাঁস পালন লাভজনক সে সকল এলাকায় হাঁস পালনের জন্য প্রয়োজনীয় ঋণ প্রদান করা যেতে পারে।

গ) পোলট্রি বর্জ্য থেকে বায়োগ্যাস ও বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যেতে পারে।

উপর্যুক্ত খাতসমূহে ঋণ প্রদানের জন্য ঋণের পরিমাণ ও মেয়াদ নিরূপণ এবং পরিশোধসূচি প্রণয়নের ক্ষেত্রে ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো নিজেরাই এবং প্রয়োজনবোধে স্থানীয় প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তাদের সাথে পরামর্শ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৬.০৬। সেচ যন্ত্রপাতি ও কৃষি যন্ত্রপাতি খাতে ঋণ প্রদান

দেশের বিভিন্ন এলাকায় পানির অভাবে এবং হালের বলদের স্বল্পতার কারণে চাষাবাদ ব্যাহত হচ্ছে। এ প্রেক্ষিতে দেশে চাষাবাদ পদ্ধতি যান্ত্রিকীকরণের উদ্দেশ্যে এবং প্রাকৃতিক উৎস হতে প্রাপ্ত পানির ওপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে সময়মত ফসল উৎপাদন নিশ্চিতকরণের জন্য গভীর/অগভীর/হস্তচালিত নলকূপ, ট্রেডল পাম্প ইত্যাদির জন্য ব্যবহারকারী পর্যায়ে ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

বিজ্ঞানসম্মত চাষাবাদ পদ্ধতির মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষি যন্ত্রপাতি যেমন-ট্রাক্টর, পাওয়ার টিলার, বারি সিডার (বীজ বপন যন্ত্র), বারি উইডার (আগাছা নিড়ানি যন্ত্র), অটোমেটিক সিডলিং নার্সারি মেশিন ইত্যাদি উপখাতে ব্যবহারকারী পর্যায়ে প্রয়োজনীয় ঋণের সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। এতদ্‌ভিন্ন, সারের অপচয় রোধ, উৎপাদন খরচ হ্রাস এবং এর বিপরীতে উৎপাদন বৃদ্ধির স্বার্থে ব্যাংকসমূহ দানাদার/গুটি ইউরিয়া তৈরির মেশিন প্রস্তুতকারীদের ঋণ প্রদান বিবেচনা করতে পারবে এবং তেমন ক্ষেত্রে ব্যাংকগুলো কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের কর্মকর্তাদের পরামর্শ গ্রহণ করতে পারে।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, শুধুমাত্র ব্যবহারকারী পর্যায়ে সেচ যন্ত্রপাতি ও কৃষি যন্ত্রপাতি খাতে প্রদত্ত ঋণ কৃষি ঋণ হিসাবে গণ্য হবে।

৬.০৬.১। ফসল কাটা/মাড়াইয়ের যন্ত্র (Harvester) খাতে ঋণ প্রদান

প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং অন্যান্য কারণে পাকা ফসল ঘরে উঠাতে দেরি হলে অনেক সময় কৃষকগণ ক্ষতির সম্মুখীন হন। ফসল কাটা/মাড়াইয়ের যন্ত্র (Harvester) এ সমস্যা মোকাবিলায় কৃষককে বহুলাংশে সাহায্য করতে পারে। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট এই ধরনের বেশ কিছু যন্ত্র উদ্ভাবন করেছে (যেমন-পাওয়ার থ্রেসার, পাওয়ার ইউনোনেয়ার ও ড্রায়ার ইত্যাদি)। কৃষি যন্ত্র হিসেবে ফসল কাটা/মাড়াইয়ের যন্ত্র বাবদ কৃষি ঋণ বিতরণ করতে হবে। কৃষকের স্বার্থে প্রত্যেক ব্যাংক হতে ফসল কাটা/মাড়াইয়ের যন্ত্র (Harvester) খাতে ঋণ বিতরণের উদ্যোগ নিতে হবে।

৬.০৬.২ । সৌরশক্তি চালিত সেচ যন্ত্র ক্রয়ে ঋণ প্রদান

সেচযন্ত্র চালাতে সাধারণত বিদ্যুৎ ব্যবহৃত হয়ে থাকে । যে সকল এলাকায় বিদ্যুৎ নেই সেখানে সাধারণত ডিজেলচালিত সেচ যন্ত্র ব্যবহার করা হয়ে থাকে । অথচ সৌরশক্তি ব্যবহার করেই সেচের কাজ করা সম্ভব । শুকনো মৌসুমে, যখন প্রচুর রোদ উঠে এবং ক্ষেতে শুষ্কতা/খরা দেখা দেয় তখনই সাধারণত সেচের প্রয়োজন পড়ে । সেই সময়ে সৌরশক্তি চালিত সেচ যন্ত্রের মাধ্যমে জমিতে সেচ প্রদান করা সম্ভব । বর্ষা মৌসুমে বা মেঘলা আবহাওয়ায় সেচের প্রয়োজন পড়ে না বললেই চলে । সৌরশক্তি চালিত সেচ যন্ত্র প্রায় ২০ বছর ব্যবহার করা যায়, ফলে প্রাথমিক ব্যয় কিছুটা বেশি হলেও প্রকৃত অর্থে তা সাশ্রয়ী । ব্যাংকগুলো এ ধরনের সেচ যন্ত্র ক্রয়ে কিছুটা দীর্ঘমেয়াদে কৃষি ঋণ প্রদান করতে পারে ।

৬.০৭ । কৃষি খাতে গ্রীন অর্থায়ন

৬.০৭.১ । সমন্বিত গরু পালন (গাভী পালন/গরু মোটাতাজাকরণ) ও বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপন

বাংলাদেশের গ্রামীণ পারিবারিক পরিবেশে ৪টি গরু এবং একটি বায়ো-ডাইজেস্টার সমন্বয়ে ছোট আকারের গরুর খামার অত্যন্ত কার্যকর এবং বাণিজ্যিকভাবে লাভজনক মডেল হিসেবে বিবেচিত হতে পারে । এর মাধ্যমে গ্রামীণ অঞ্চলে অনেক দরিদ্র নারী পুরুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টির পাশাপাশি প্রতিদিন গড়ে প্রায় ১৭ লিটার দুধ (গাভী পালনের ক্ষেত্রে), ১০০ ঘনফুট বায়োগ্যাস ও ১০০ কেজি জৈবসার পাওয়া সম্ভব । সমন্বিত গরু পালনের (গাভী পালন/গরু মোটাতাজাকরণ) এ মডেলকে জনপ্রিয় করতে এ খাতে ব্যাংক/অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠানগুলো ঋণ নিয়মাচার অনুসরণ ও ঝুঁকি বিশ্লেষণপূর্বক ঋণ প্রদান করবে ।

পল্লী বা শহরাঞ্চলের যে কোন এলাকায় বায়োগ্যাস উৎপাদন ও ব্যবহারের জন্য বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপনে ব্যাংকসমূহের অর্থায়নের বিপরীতে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রদেয় হবে । বিদ্যমান ডেইরি/পোলট্রি খামারে বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপনে এবং বায়োগ্যাস প্ল্যান্টসহ সমন্বিত গরুর খামার স্থাপনের জন্য এই পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রদেয় হবে ।

উল্লেখ্য, ২০০ কোটি টাকার নবায়নযোগ্য তহবিলের আওতায় পুনঃঅর্থায়ন সুবিধাপ্রাপ্ত সোলার প্যানেল, বায়োগ্যাস উৎপাদন, সমন্বিত বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট, বায়ো-ফার্টিলাইজার ইত্যাদি কৃষিখাতের ঋণসীমা ও সুদহার পরিবর্তন করে বিনিয়োগ বান্ধব করা হয়েছে ।

৬.০৭.২ । সৌর শক্তি

শহর ও পল্লী এলাকায় একক/যৌথভাবে এপার্টমেন্ট, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, সমবায় সমিতি বা পারিবারিক ব্যবহারের উদ্দেশ্যে ব্যক্তি পর্যায়ে সৌর প্যানেল স্থাপনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সুবিধা প্রদানের জন্য ব্যাংকসমূহের অর্থায়নের বিপরীতে নবায়নযোগ্য জ্বালানি ও পরিবেশবান্ধব অর্থায়নযোগ্য খাতে পুনঃঅর্থায়ন স্কীমের আওতায় পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রদেয় হবে । তবে অনগ্রসর এবং বিদ্যুৎ সংযোগবিহীন এলাকার জন্য এ সুবিধা অগ্রাধিকার পাবে । নিম্নবর্ণিত উপখাতসমূহ এ পুনঃঅর্থায়ন সুবিধার আওতায় আসবে ঃ

ক) সোলার হোম সিস্টেম

খ) সোলার মিনি গ্রিড

গ) সোলার ইরিগেশন পাম্পিং সিস্টেম

ঘ) সৌর ফটোভোল্টাইক সংযোজন প্ল্যান্ট

তবে উপরিল্লিখিত উপখাতসমূহের মধ্যে কেবলমাত্র সোলার হোম সিস্টেম, সোলার ইরিগেশন পাম্পিং সিস্টেম খাতে বিতরণকৃত ঋণসমূহ কৃষি ঋণ হিসেবে বিবেচিত হবে ।

৬.০৭.৩ । কেঁচো কম্পোস্ট সার উৎপাদনে ঋণ প্রদান

ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপ, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যা, কৃষি খাতে সঠিক পরিকল্পনা ও যান্ত্রিকীকরণের অভাব, অপরিকল্পিতভাবে সার ও কীটনাশকের ব্যবহার প্রভৃতি প্রতিনিয়ত আমাদের কৃষিখাতকে হুমকির সম্মুখীন করে তুলছে । কৃষি খাতে ব্যাপকভাবে রাসায়নিক সারের ব্যবহার সাময়িকভাবে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা করলেও তা পর্যায়ক্রমে জমির উর্বরতা শক্তি ক্ষয় করছে, যা ভবিষ্যৎ কৃষির জন্য একটি ঝুঁকি হিসেবে আবির্ভূত হতে পারে । এ সমস্যা উত্তরণের লক্ষ্যে কৃষিবিদ এবং বিজ্ঞানীরা পরিবেশবান্ধব জৈব সার ব্যবহারের ওপর গুরুত্বারোপ করছেন । রাসায়নিক সারের পরিবর্তক হিসেবে কেঁচো কম্পোস্ট সার একটি ভাল, সস্তা এবং সহজলভ্য বিকল্প হিসেবে বিবেচিত হতে পারে । কেঁচো কম্পোষ্ট সার (Vermicompost) এক ধরনের জৈব সার, যা ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি ও মাটির উর্বরতা শক্তি অক্ষুন্ন রাখতে সহায়তা করে । পচনশীল গাছ-গাছড়া ও গৃহপালিত প্রাণীর গোবরের মিশ্রণে কেঁচো ছেড়ে দিলে কেঁচো এই মিশ্রণ খেয়ে যে বিষ্ঠা ত্যাগ করে তা কেঁচো কম্পোস্ট সার হিসেবে পরিচিত ।

কেঁচো কম্পোস্ট সার উৎপাদনকে জনপ্রিয় করতে এ খাতে ব্যাংক/অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠানগুলো পরিশিষ্ট-গ এর ঋণ নিয়মাচার অনুযায়ী ঋণ প্রদান করবে। কেঁচো কম্পোস্ট সারের বাণিজ্যিক উৎপাদনকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে এ খাতে ব্যাংকগুলোর অর্থায়নের বিপরীতে ২০০ কোটি টাকার নবায়নযোগ্য জ্বালানি তহবিল হতে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রদান করা হবে।

৬.০৭.৪ পরিবেশবান্ধব ইটভাটা খাতে এডিবি'র বিশেষ তহবিল

দেশের ইটভাটাগুলোতে কার্বন নির্গমন হ্রাস এবং জ্বালানির যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে ইটভাটার চুল্লির দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে পরিবেশবান্ধব ইটভাটা স্থাপনের লক্ষ্যে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের আর্থিক সহযোগিতায় বাংলাদেশ ব্যাংকে একটি পুনঃঅর্থায়ন তহবিল গঠন করা হয়েছে। উক্ত তহবিলে এডিবি'র আর্থিক সহায়তার পরিমাণ প্রায় ৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার/সমমূল্যের বাংলাদেশী মুদ্রা। এই প্রকল্পের আওতায় Fixed Chimney Kiln (FCK) হতে Improved Zigzag Kiln এ রূপান্তর/উন্নয়ন এবং নতুনভাবে Vertical Shaft Brick Kiln (VSBK), Hybrid Hoffman Kiln (HHK) ও Tunnel Kiln নির্মাণ খাতে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রদান করা হবে।

গ্রীন অর্থায়ন সংক্রান্ত পুনঃঅর্থায়ন স্কীমসমূহ বর্তমানে বাংলাদেশ ব্যাংকের গ্রীন ব্যাংকিং ও সিএসআর ডিপার্টমেন্ট কর্তৃক পরিচালনা করা হচ্ছে।

৬.০৮। শস্য/ফসল গুদাম ও বাজারজাতকরণ খাতে প্রকৃত কৃষকদেরকে ঋণ প্রদান

শস্য/ফসল ওঠা/কাটার মৌসুমে কৃষি পণ্যের দাম অনেক সময় হঠাৎ কমে যায়, ফলে উৎপাদনকারী কৃষক ন্যায্যমূল্য হতে বঞ্চিত হন। পক্ষান্তরে, মুনাফালোভী ব্যবসায়ী/ফড়িয়ারা লাভবান হয়। এ অবস্থা এড়িয়ে কৃষক পর্যায়ে (সাধারণভাবে সর্বোচ্চ ৫ একর এবং আলুর ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ২.৫ একর জমিতে) উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করতে গুদামজাতকৃত কৃষি পণ্যের বিপরীতে প্রকৃত কৃষককে ঋণ প্রদান করতে হবে, যাতে সুবিধামত সময়ে পণ্য বিক্রি করে উৎপাদনকারী কৃষক পণ্যের ন্যায্যমূল্য পেতে পারেন।

সরকার/সরকারি প্রতিষ্ঠানের মালিকানাধীন পরিত্যক্ত/অব্যবহৃত গুদাম প্রয়োজনে জেলা/উপজেলা কৃষিঋণ কমিটির উদ্যোগে সংস্কার করে স্থানীয় ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে শস্য গুদাম হিসেবে ব্যবহার করা হলে উক্ত গুদামে গুদামজাতকৃত শস্যের বিপরীতে শস্য গুদাম ও বাজারজাতকরণ খাতে ঋণ প্রদান করা যেতে পারে।

৬.০৯। উচ্চমূল্য ফসল (High Value Crops) খাতে ঋণ প্রদান

এশিয়ান উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) কর্তৃক প্রদত্ত বর্ণনানুযায়ী উচ্চমূল্য ফসল বলতে একর প্রতি উৎপাদিত গতানুগতিক বোরো (শীতকালীন) ধানের তুলনায় অধিক লাভজনক এবং অধিক বাজার সম্ভাবনাময় ফসলকে বুঝায়। উচ্চমূল্য ফসল বলতে সাধারণত ফলমূল, রকমারি ফুল, সৌন্দর্যবর্ধক ও ঔষধি গুণসম্পন্ন গাছগাছড়া, ডাল, তৈলবীজ ও মসলা জাতীয় ফসল ইত্যাদিকে বুঝায়। উচ্চমূল্য ফসল খাতে ঋণ প্রদানের জন্য ব্যাংকগুলো প্রয়োজনীয় বরাদ্দ রাখবে এবং ঋণ বিতরণ করবে।

বিশেষ বিশেষ সবজি (করল্লা, লাউ, বেগুন, বাঁধাকপি, গাজর, ফুলকপি, বরবটি, সীম, মটরশুটি, ঢেঁড়শ, পটল, আলু, মিষ্টি কুমড়া, টমেটো), ফল (কলা, লেবু, পেয়ারা, বরই, লিচু, আম, পেপে, তরমুজ, লটকন, মাল্টা, সফেদা, বাউকুল, স্ট্রবেরী, কমলা, আমড়া), মসলা (আদা, রসুন, পেঁয়াজ, মরিচ, হলুদ), তৈলবীজ (উফশী সূর্যমুখী ও চিনাবাদাম, ওয়েলপাম) এবং পোলাউ'র (সুগন্ধি) চাল, উফশী ভুট্টা, মুগ ডাল ইত্যাদি উচ্চমূল্য ফসল হিসেবে বিবেচিত।

৬.১০। টিস্যু কালচার খাতে ঋণ প্রদান

টিস্যু কালচার প্রযুক্তি ব্যবহার করে দেশেই স্বল্প ব্যয়ে আলু, স্ট্রবেরি ও ইক্ষুসহ কিছু কিছু ফল ও ফুল গাছের উন্নতমানের বীজ/চারা উৎপাদন করা সম্ভব। টিস্যু কালচার খাতে বিনিয়োগ মূলত পুঁজিঘন হলেও তা কিছুটা সাশ্রয়ী মূল্যে উন্নতমানের বীজ/চারা সরবরাহের মাধ্যমে কৃষকের উপকারে আসতে পারে। বিনিয়োগ ঝুঁকি পর্যালোচনাপূর্বক কৃষি ঋণের আওতায় টিস্যু কালচার খাতে ব্যাংকগুলো ঋণ প্রদান করতে পারে।

৬.১১। পাট চাষ খাতে ঋণ প্রদান

পাট চাষে বাংলাদেশের রয়েছে দীর্ঘদিনের ঐতিহ্য। সম্প্রতি পাটের জীবন রহস্য (genome sequence) আবিষ্কৃত হয়েছে, যার ফলে পাট বীজের গুণগত মান, পুষ্টি, আঁশ উৎপাদন, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা, বেড়ে উঠার অবস্থা ইত্যাদি তথ্য জানা সম্ভব হয়েছে। এটি পাট চাষের ক্ষেত্রে যুগান্তকারী ভূমিকা রাখবে। এর মাধ্যমে কম পানিতে পাট পঁচানো, রোগ ও আগাছা

প্রতিরোধী, লবণাক্ততা সহনশীল এবং উন্নত আঁশ উৎপাদনকারী জাত উদ্ভাবন করে তা অল্প খরচে কৃষকের নিকট সরবরাহ করা যাবে বলে বিজ্ঞানীরা আশা করছেন। বাংলাদেশের আবহাওয়া পাট চাষের উপযোগী হওয়ায় পৃথিবী জুড়ে বাংলাদেশী পাটের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। পাট চাষের ক্ষেত্রে যে নতুন সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে তাকে কাজে লাগানো প্রয়োজন। সঙ্গতকারণে, বাংলাদেশের যে সব অঞ্চলে পাট চাষ হয় সে সব অঞ্চলে পাট চাষ, চাষের সরঞ্জাম ক্রয় খাতে ব্যাংকগুলো সহজ শর্তে ঋণ প্রদান করতে পারে।

৬.১২। ওয়েলপাম চাষে ঋণ প্রদান

ওয়েলপাম বাংলাদেশের তরল সোনা হিসেবে আবির্ভূত হওয়ার ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে। আমদানি নির্ভর ভোজ্য তেলের চাহিদা মেটানো এবং বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়ে নতুন কৃষিপণ্য হিসেবে বাংলাদেশে ওয়েলপাম চাষ বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারে। দেশের পাহাড়ি এলাকাসহ ২৭টি কৃষি অঞ্চল ওয়েলপাম চাষের জন্য খুবই উপযোগী। বর্তমানে ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও সিলেট বিভাগের বেশকিছু এলাকায় সীমিত আকারে ওয়েলপাম চাষ শুরু হলেও বাণিজ্যিক ভিত্তিতে এখনও ওয়েলপাম চাষ হচ্ছে না। চারা রোপণের সাড়ে তিন থেকে চার বছরের মধ্যে ওয়েলপাম গাছ থেকে তেল উৎপাদনের জন্য পরিপক্ক ফল পাওয়া যায় এবং বাণিজ্যিকভাবে ওয়েলপামের চাষ করলে তা থেকে প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর পর্যন্ত ফল পাওয়া যায়। বর্তমানে বাংলাদেশে যে ওয়েলপামের বীজ উৎপাদিত হয় তা থেকে ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে তেল উৎপাদন করা হয়, যা বাণিজ্যিকভাবে খুব একটা লাভজনক নয়। কিন্তু ক্রাশার মেশিনের মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে পাম তেল উৎপাদন করা খুবই লাভজনক। তাই সমগ্র দেশে পরিকল্পিতভাবে ওয়েলপাম চাষ ছড়িয়ে দেয়া এবং উৎপাদিত ওয়েলপাম আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে প্রক্রিয়াকরণ করা সম্ভব হলে তা ভোজ্য তেলের অভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটিয়ে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়ের পাশাপাশি কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে ব্যাপক ভূমিকা রাখবে।

বাণিজ্যিকভাবে ওয়েলপাম চাষে সফলতা লাভের জন্য এ খাতে ব্যাংক ঋণের প্রয়োজন রয়েছে। ব্যাংক থেকে আর্থিক সহায়তা পেলে কৃষকগণ বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ওয়েলপাম চাষে আগ্রহী হবেন। তাই ওয়েলপাম চাষে আগ্রহীদেরকে ব্যাংকগুলো ঋণ নিয়মাচার অনুসরণ করে মধ্য/দীর্ঘমেয়াদি ঋণ প্রদান করতে পারে।

৬.১৩। নার্সারি স্থাপনের জন্য ঋণ

দেশে মরুকরণ প্রক্রিয়া রোধ করে সার্বিক পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য সরকারের ব্যাপক বৃক্ষ রোপণ কর্মসূচি এবং গ্রামীণ ও সামাজিক বনায়ন কর্মসূচির প্রেক্ষিতে গাছের চারার বিপুল চাহিদা পূরণের নিমিত্তে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে বেসরকারি খাতে নার্সারী স্থাপন করার জন্য প্রয়োজনীয় ঋণ সরবরাহ করার লক্ষ্যে ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। বাণিজ্যিকভাবে ফুল ও ফল চাষ এবং এদের বীজ উৎপাদন এবং বাহারী উদ্ভিদ, ক্যাকটাস ও অর্কিড চাষের জন্যও চাহিদা অনুযায়ী ঋণ প্রদান করা যাবে। এসব খাতে ঋণ প্রদানের জন্য প্রয়োজনে উদ্যানতত্ত্ববিদ ও বন বিভাগের কর্মকর্তাদের সাথে পরামর্শ করে ব্যাংকগুলো নিজেরাই ঋণের পরিমাণ, মেয়াদ ও পরিশোধসূচি নির্ধারণ করতে পারবে।

৬.১৪। বিশেষ/অগ্রাধিকার খাতসমূহ

৬.১৪.১। নির্দিষ্ট ফসলের জন্য রেয়াতি সুদহারে ঋণ বিতরণ

দেশে ডাল, তৈলবীজ, মসলা জাতীয় ফসল ও ভুট্টার প্রচুর চাহিদা থাকা সত্ত্বেও উৎপাদন সে অনুযায়ী যথেষ্ট নয় বিধায় এসব পণ্য আমদানি বাবদ প্রতি বছর প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় হয়। এ ধরনের ফসল চাষকে উৎসাহ দিতে এবং এ খাতে ঋণ বিতরণে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ও বিশেষায়িত ব্যাংকগুলোর পাশাপাশি বেসরকারি বাণিজ্যিক ও বিদেশী ব্যাংকগুলোকে উৎসাহ দিতে সরকারের সুদক্ষতি পূরণ সুবিধার আওতায় ২০১০-১১ অর্থবছরের ০১ জুলাই থেকে ডাল, তৈলবীজ, মসলা জাতীয় ফসল ও ভুট্টা চাষের জন্য প্রদত্ত কৃষি ঋণের ওপর কৃষক পর্যায়ে বিদ্যমান সুদহার ৪ শতাংশে নির্ধারণ করা হয়।

রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যাংকগুলোর পাশাপাশি বেসরকারি ও বিদেশী বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো তাদের বার্ষিক কৃষি ও পল্লী ঋণ লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে বাংলাদেশ ব্যাংকের মাধ্যমে সরকারের ৬ শতাংশ হারে সুদক্ষতি পূরণ সুবিধার আওতায় ডাল, তৈলবীজ, মসলা জাতীয় ফসল ও ভুট্টা চাষের জন্য ঋণ বিতরণ করতে পারবে। সে ক্ষেত্রে সুদক্ষতি বাবদ প্রদত্ত ৬ শতাংশ হিসাবে নেয়ার পরও কোনো ব্যাংকের কিছুটা সুদ ক্ষতি হলে উক্ত অংশটি সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের সামাজিক দায়বদ্ধতা (সিএসআর)-এর আওতায় গণ্য করা হবে।

সরকারের সুদক্ষতি পূরণ সুবিধার আওতায় ডাল, তৈলবীজ, মসলা জাতীয় ফসল ও ভুট্টা চাষের জন্য ৪ শতাংশ রেয়াতি সুদহারে কৃষি ঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের সুবিধার্থে মূল অনুসরণীয় বিষয়গুলো নিম্নে দেওয়া হলো ঃ

ঋণ বিতরণ ও আদায়

(১) নিম্নোক্ত ফসলসমূহের ক্ষেত্রে ৪ শতাংশ হার সুদে অর্থায়ন সুবিধা প্রযোজ্য হবেঃ

ক) ডাল জাতীয় ফসল ঃ মুগ, মশুর, খেসারি, ছোলা, মটর, মাষকলাই ও অড়হর ।

খ) তৈলবীজ জাতীয় ফসল ঃ সরিষা, তিল, তিসি, চীনাবাদাম, সূর্যমুখী ও সয়াবিন ।

গ) মসলা জাতীয় ফসল ঃ আদা, রসুন, পেঁয়াজ, মরিচ, হলুদ ও জিরা ।

ঘ) ভুট্টা ।

(২) উল্লিখিত ফসল চাষের জন্য রেয়াতি সুদে ঋণ বিতরণ ও আদায়ের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত নিয়মাবলী অনুসরণ করতে হবে ঃ

ক) একর প্রতি উৎপাদন খরচের ভিত্তিতে ঋণের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন পরিমাণ, ঋণ বিতরণের মওসুম ইত্যাদি নির্ধারণের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রতি অর্থবছরের শুরুতে জারীকৃত কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচিতে উল্লিখিত ঋণ নিয়মাচার প্রযোজ্য হবে ।

খ) প্রকৃত ঋণ চাহিদার আলোকে ব্যাংকসমূহ রেয়াতি সুদের জন্য উল্লিখিত ফসল চাষের উদ্দেশ্যে প্রদেয় ঋণের বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে বছরের শুরুতেই সংশ্লিষ্ট শাখাসমূহকে যথাযথ নির্দেশনা জারি করবে এবং লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ঋণ বিতরণ নিশ্চিত করার জন্য শাখাসমূহের ঋণ বিতরণ অগ্রগতির তদারকি ব্যবস্থা প্রবর্তন করবে ।

গ) কৃষি ঋণের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারিকৃত বর্তমানে অনুসৃত অন্যান্য নীতিমালা যেমন কৃষক প্রতি ঋণের সর্বোচ্চ সীমা, জামানত, আবেদনপত্র গ্রহণ ও প্রক্রিয়াকরণের সময়কাল, ঋণ গ্রহীতার যোগ্যতা নিরূপণ, পাস বইয়ের ব্যবহার, ঋণ বিতরণ, ঋণের সদ্ব্যবহার, তদারকি ও আদায় ইত্যাদি এ সব ফসলের ক্ষেত্রেও যথারীতি অনুসৃত হবে ।

রেয়াতি সুদে বিতরণকৃত ঋণের বিপরীতে ব্যাংকগুলোর আর্থিক ক্ষতিপূরণ

(১) ব্যাংকগুলো রেয়াতি সুদে বিতরণকৃত ঋণের আদায়কৃত/সমন্বয়কৃত ঋণ হিসাবসমূহের বিপরীতে সংশ্লিষ্ট বছর সমাপ্তির এক মাসের মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট ৬ শতাংশ হারে সুদক্ষতি পূরণের আবেদন পেশ করবে । উক্ত আবেদনের সঙ্গে তাদের বিতরণকৃত ঋণের বিস্তারিত তথ্য যেমন-মোট ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা, ঋণ মঞ্জুরির সময়কাল, বিতরণকৃত ঋণের মোট পরিমাণ, রেয়াতি সুদ আরোপের ফলে মোট আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ ইত্যাদি সম্বলিত একটি বিবরণী দাখিল করবে । সুদক্ষতি পূরণের আবেদন প্রাপ্তির এক মাসের মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক তা যাচাইপূর্বক সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের অনুকূলে তা পূরণের ব্যবস্থা করবে ।

(২) বাংলাদেশ ব্যাংক দৈবচয়ন (random sampling) ভিত্তিতে রেয়াতি হারে যোগ্য বলে দাবিকৃত ঋণের ন্যূনপক্ষে ১০ শতাংশ ঋণ সরেজমিনে যাচাই করবে এবং যাচাইকৃত ঋণের মধ্যে যে পরিমাণ ঋণ নিয়মানুযায়ী প্রদেয় হয়নি বলে প্রমাণিত হবে তার শতকরা হার নির্ণয় করে তা পুরো দাবিকৃত ঋণের ওপর কার্যকরপূর্বক প্রকৃত ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ করবে । এই হিসাবের ভিত্তিতে বাংলাদেশ ব্যাংক তার নিজস্ব তহবিল হতে ব্যাংকগুলোর সুদক্ষতির অর্থ পরিশোধ করে অর্থ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে তা পুনর্ভরণের ব্যবস্থা করবে ।

(৩) ঋণ বিতরণকারী শাখাসমূহ রেয়াতি সুদে বিতরণকৃত ঋণ গ্রহীতাদের তালিকাসহ এতদসংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য যেমন মোট ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা, ঋণ গ্রহীতার ঠিকানা, জমির পরিমাণ, ঋণ মঞ্জুরী ও বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ, ঋণের মেয়াদ, সমন্বয়ের তারিখ ইত্যাদি সংরক্ষণ করবে যাতে করে প্রয়োজনবোধে ক্ষতিপূরণের অর্থ পুনর্ভরণের পূর্বে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক তার যথার্থতা যাচাই করা সম্ভব হয় । এছাড়া ঋণ বিতরণকারী শাখাসমূহ এতদ্‌সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য বিবরণী আকারে স্ব স্ব ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে স্থাপিত বিশেষ ঋণ মনিটরিং সেল-এর নিকটও প্রেরণ করবে ।

(৪) নির্ধারিত ফসল চাষে প্রকৃত চাষিদের অনুকূলে রেয়াতি সুদে প্রদত্ত ঋণের সদ্ব্যবহার নিশ্চিতকরণার্থে আলোচ্য ঋণ বিতরণে অংশগ্রহণকারী ব্যাংকগুলো ফলপ্রসূ তদারকির যাবতীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে ।

(৫) মঞ্জুরির সময় নির্ধারিত মেয়াদের সাথে গ্রেস পিরিয়ড ৬ মাস বৃদ্ধি করে প্রদত্ত ঋণের ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নিরূপিত হবে। নির্ধারিত মেয়াদ শেষে কোন ঋণ সম্পূর্ণ বা আংশিক অনাদায়ী থাকলে তার ওপর রেয়াতি সুদ প্রযোজ্য হবে না। মেয়াদোত্তীর্ণ বকেয়ার ওপর ব্যাংকের নির্ধারিত স্বাভাবিক সুদ হারই ঋণ বিতরণের তারিখ হতে প্রযোজ্য হবে।

(৬) উপর্যুক্ত ব্যবস্থার অধীনে ঋণ বিতরণ এবং সুদসহ যথানিয়মে আদায় করার জন্য তদারকি জোরদার করতে হবে।

(৭) ৪ শতাংশ হারে বিতরণকৃত ঋণের সদ্ব্যবহার যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে এ খাতে ঋণ গ্রহণকারী কৃষকদের তালিকা ব্যাংক স্থানীয় কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা/উপ-সহকারী কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তাকে সরবরাহ করবে। ঋণের সদ্ব্যবহার হয়নি বলে কোন কৃষক সম্পর্কে কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা/উপ-সহকারী কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা হতে তথ্য পাওয়া গেলে সংশ্লিষ্ট ঋণের ক্ষেত্রে রেয়াতি ৪ শতাংশ হারের পরিবর্তে স্বাভাবিক সুদহার প্রযোজ্য হবে ।

(৮) একজন কৃষক অন্য কোনো ফসল চাষের জন্য ঋণ গ্রহণ করে খেলাপি না হলে একই কৃষককে উপর্যুক্ত রেয়াতি সুদহারে ডাল, তৈলবীজ, মসলা জাতীয় ফসল এবং ভুট্টা চাষ খাতে ৪ শতাংশ রেয়াতি সুদ হারে ঋণ দেওয়া যাবে।

৬.১৪.২। রেয়াতি সুদহারে লবণ চাষিদেরকে ঋণ প্রদান

বাংলাদেশে খাবার এবং শিল্প ক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্য লবণের প্রচুর চাহিদা রয়েছে। দেশের সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলে লবণ চাষের অনুকূল পরিবেশও বিদ্যমান। উপকূলীয় এলাকায় লবণ চাষের সাথে প্রচুর ক্ষুদ্র, প্রান্তিক ও বর্গাচাষি জড়িত। তারা প্রায়ই ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকারের ফলে আর্থিকভাবে দুর্বল হওয়ায় তাদেরকে সহজ শর্তে ও স্বল্প সুদে লবণ চাষের জন্য প্রয়োজনীয় কৃষি ঋণ প্রদান করা প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে এরিয়া এপ্রোচ ভিত্তিতে উপকূলীয় এলাকার ব্যাংক শাখাসমূহকে লবণ চাষের জন্য কৃষকদেরকে প্রয়োজনীয় পরিমাণ ঋণ বিতরণ করবে।

প্রকৃত লবণ চাষিদেরকে জনপ্রতি ০.৫ বিঘা হতে ২.৫ একর পর্যন্ত এলাকায় লবণ চাষের জন্য সরকারি ভর্তুকি ব্যবস্থায় ৪ শতাংশ রেয়াতি সুদহারে একক/গ্রুপ ভিত্তিতে ঋণ প্রদান করতে হবে। তবে শর্ত থাকে যে, লবণ চাষিগণ কর্তৃক গৃহীত ঋণের অর্থ পরিশোধের জন্য নির্ধারিত সর্বশেষ তারিখের মধ্যে পরিশোধিত হতে হবে।

জমির ভাড়া, পলিথিন ক্রয়, বাঁধ নির্মাণ ইত্যাদি ব্যয় বিবেচনায় নিয়ে একটি ঋণ নিয়মাচার প্রণয়ন ও জারি (এসিডি সার্কুলার নং-০১/২০১১) করা হয়েছে। যে সকল লবণ চাষির নিজস্ব জমি রয়েছে তাদের ঋণের পরিমাণ নির্ধারণের জন্য জমির ভাড়া বাদ দিতে হবে। তবে, সংশ্লিষ্ট ব্যাংকগুলো প্রয়োজনে স্থানীয় অবস্থাভেদে একর প্রতি লবণ চাষের জন্য ঋণের পরিমাণ নিজস্ব নীতিমালা অনুযায়ী নির্ধারণ করতে পারবে।

৬.১৪.৩। পান চাষের জন্য ঋণ বিতরণ

পান চাষ তুলনামূলকভাবে লাভজনক হওয়ায় জীবিকা নির্বাহের জন্য অনেক কৃষক পান চাষের সাথে জড়িত। উৎপাদিত পান অভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণ করে বিদেশে রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনেও সহায়তা করছে। দেশে সাধারণভাবে বরজে পান চাষ করা হয়ে থাকে। সিলেট অঞ্চলে আদিবাসীরা অন্য গাছের গায়ে লতানো পদ্ধতিতে পান চাষ করে জীবিকা নির্বাহ করে থাকেন। বরিশাল, খুলনা, রাজশাহী এবং চট্টগ্রাম অঞ্চলেও যথেষ্ট পরিমাণ পান চাষ হয়ে থাকে। পান চাষের ক্ষেত্রে ঋণ বিতরণের জন্য বিদ্যমান ঋণ নিয়মাচার অনুসরণ করতে হবে। বরজে পান চাষের জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ ঋণ সরবরাহের পাশাপাশি প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে পান চাষিদেরকে একক/দলভিত্তিতে ঋণ প্রদান করবে।

৬.১৪.৪। মধু চাষের জন্য ঋণ বিতরণ

মধু প্রকৃতির একটি অনন্য দান। মধু পুষ্টিকর ও সুস্বাদু। বাজারে খাঁটি মধুর যথেষ্ট চাহিদা রয়েছে। ঔষধি গুণের কারণেও মধুর চাহিদা ব্যাপক। ক্ষেতে অন্যান্য ফল/ফুল/ফসল চাষের পাশাপাশি খাঁচায় মৌমাছির চাক সৃষ্টি করে মধু চাষ একটি লাভজনক খাত। যেসব এলাকায় মধু চাষ করা হয়ে থাকে অথবা মধু চাষের সম্ভাবনা রয়েছে, সেসব এলাকায় মৌচাষিদের অনুকূলে প্রয়োজনীয় ঋণ নিয়মাচার ("পরিশিষ্ট- ঙ", ক্রমিক নং- ১১০) অনুসরণে ঋণ বিতরণ করতে হবে। ছোট আকারে মৌমাছি পালন ও মধু চাষিদেরকে একক/ গ্রুপভিত্তিতে ঋণ প্রদান করতে হবে। একক ব্যক্তিকে ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে ব্যাংকের নিকট গ্রহণযোগ্য তৃতীয় পক্ষের ব্যক্তিগত গ্যারান্টি এবং গ্রুপভিত্তিতে ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে গ্রুপ গ্যারান্টি ও প্রয়োজনে তৃতীয় পক্ষের ব্যক্তিগত গ্যারান্টি গ্রহণ করে সর্বোপরি ব্যাংক-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে ব্যাংকগুলো এ খাতে ঋণ বিতরণ করতে পারে।

৬.১৪.৫ । অনগ্রসর এবং উপেক্ষিত এলাকায় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ঋণ প্রদান

কৃষি ও পল্লী ঋণ সুবিধা বর্গাচাষিসহ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক পর্যায়ের কৃষকদের কাছে পৌঁছানোর পাশাপাশি আয় উৎসারী কর্মকান্ড ও দারিদ্র্য বিমোচন খাতে ঋণ প্রদানের মাধ্যমে স্ব-কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য লাঘবকরণ কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালার অন্যতম উদ্দেশ্য । এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর এবং উপেক্ষিত এলাকায় (যেমন চর, হাওর, উপকূলীয় এলাকা ইত্যাদি) কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে । অনগ্রসর এলাকার কৃষকদের ঋণের ওপর সুদের হার তুলনামূলকভাবে কিছুটা কম ধার্য করা যেতে পারে ।

৬.১৪.৬ । প্রান্তিক, ক্ষুদ্র কৃষক ও বর্গাচাষিদের অনুকূলে ঋণ প্রদান

ভূমিহীন কৃষক (যাদের জমির পরিমাণ ০.৪৯৪ একরের কম) এবং ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক (যাদের জমির পরিমাণ ০.৪৯৪ একর থেকে ২.৪৭ একর) এবং বর্গাচাষিদের (যেসব কৃষক অন্যের জমি বর্গা চাষ করে এবং নিজস্ব মালিকানায় জমির পরিমাণ সর্বোচ্চ ১ একর) ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দিতে হবে । কৃষি উৎপাদনের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত বর্গাচাষিরা এ নীতিমালার আওতায় কৃষি ঋণ গ্রহণ করতে পারবেন । এক্ষেত্রে বর্গাচাষির জাতীয় পরিচয়পত্র থাকতে হবে । কৃষি ঋণ বিতরণকারী ব্যাংক শাখার আওতাধীন এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা কোনো প্রকৃত কৃষক জমির মালিকের কাছ থেকে একটি প্রত্যয়নপত্র সংগ্রহপূর্বক তা ব্যাংকে জমা দিয়ে কৃষি ঋণ নিতে পারবেন । কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত 'কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড' থাকলে এক্ষেত্রে তাও প্রযোজ্য হবে । সম্প্রতি ১০ টাকা জমা গ্রহণপূর্বক খোলা একাউন্টধারী কৃষকদেরকে সনাক্তকরণের জন্য উক্ত একাউন্ট/কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড ব্যতীত পৃথক কোনো কাগজপত্রের প্রয়োজন হবে না । জমির মালিকের প্রত্যয়নপত্র পাওয়া না গেলে স্থানীয় এলাকার দায়িত্বশীল ও গণ্যমান্য ব্যক্তির কাছ থেকে সংগৃহীত প্রত্যয়নপত্রের বিপরীতেও ব্যাংক বর্গাচাষিদেরকে কৃষি ঋণ দিতে পারবে । জাতীয় পরিচয়পত্র আছে কিন্তু কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড নেই সে ক্ষেত্রে প্রয়োজনে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বা স্থানীয় স্কুল/কলেজের প্রধান শিক্ষক অথবা ব্যাংকের কাছে গ্রহণযোগ্য ব্যক্তির দেওয়া প্রত্যয়নপত্রও প্রকৃত কৃষক সনাক্তকরণের কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে ।

প্রকৃত বর্গাচাষি সনাক্তকরণের পর বার্ষিক শস্য ঋণ নিয়মাচার অনুযায়ী তাদের অনুকূলে ঋণ বিতরণ করতে হবে । বর্গাচাষি যদি সংশ্লিষ্ট জমি ভাড়ার ভিত্তিতে চাষ করে থাকে সে ক্ষেত্রে জমির ভাড়াসহ ঋণের পরিমাণ নির্ধারিত হবে । বর্গাচাষিদের অনুকূলে ঋণ বিতরণকারী ব্যাংকের প্রচলিত নীতিমালায় পাশ বই ইস্যু করা যেতে পারে । প্রান্তিক, ক্ষুদ্র ও বর্গাচাষিদের অনুকূলে ব্যাংক ঋণ সুবিধা নিশ্চিত করতে একক/গ্রুপভিত্তিতে কৃষি ঋণ প্রদান করতে হবে ।

কোনো বর্গাচাষি যদি একই মালিকের জমি পর পর তিন বছর চাষাবাদ করে, সেক্ষেত্রে 'আবর্তনশীল শস্য ঋণসীমা পদ্ধতি' নীতিমালা তাদের বেলায়ও প্রযোজ্য হবে । বর্গাচাষির নামে যাতে কোন অ-কৃষক ঋণ গ্রহণ করতে না পারে সেজন্য ব্যাংকের শাখা ব্যবস্থাপক নিবিড় মনিটরিং এর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন ।

৬.১৪.৭ । সফল কৃষকদের অনুকূলে ঋণ প্রদান

সফল কৃষকদের প্রয়োজনীয় পরিমাণ কৃষি ঋণ প্রদানের জন্য বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে । এতে করে তাদের সাফল্যে অন্যান্য কৃষকরাও উৎসাহিত হবেন । দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের সফল কৃষকদের তালিকা কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর হতে সংগ্রহ করা হয়েছে । পরবর্তীতে তা বিভিন্ন ব্যাংকে সরবরাহ করা হবে । তবে অনেক সফল কৃষকের নাম তালিকায় অন্তর্ভুক্ত না-ও থাকতে পারে; তালিকার বাইরে থাকা অনেক কৃষক সম্প্রতি সাফল্য লাভ করে থাকতে পারেন । সে প্রেক্ষিতে তালিকায় না থাকা সফল কৃষকদেরকেও ব্যাংক প্রয়োজনীয় পরিমাণ কৃষি ঋণ প্রদান করবে ।

৬.১৪.৮ । মাশরুম চাষের জন্য ঋণ বিতরণ

চাহিদা, পুষ্টিগত দিক ও বাংলাদেশের আবহাওয়ায় চাষোপযোগিতা বিবেচনায় এবং বেকারত্ব নিরসনে ক্ষুদ্র উদ্যোগে মাশরুম চাষ উৎসাহিত করা প্রয়োজন । বাণিজ্যিকভাবে মাশরুম চাষে সফলতা লাভের জন্য এ খাতে ব্যাংক ঋণের প্রয়োজন রয়েছে । সে লক্ষ্যে মাশরুম চাষে ঋণ প্রদান করতে হবে । ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে জাতীয় মাশরুম উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ কেন্দ্র অথবা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত প্রতিষ্ঠান থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত উদ্যোক্তাদের অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে । মাশরুম চাষে আগ্রহী কৃষকগণকে ব্যাংকসমূহ ঋণ নিয়মাচার অনুসরণ করে ঋণ প্রদান করতে পারবে ।

৬.১৪.৯ । রেশম চাষে ঋণ প্রদান

রেশম জাতীয় বস্ত্রের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য রেশম চাষ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে রাজশাহীসহ যে সব অঞ্চলে রেশম চাষের সম্ভাবনা রয়েছে সেসব এলাকায় ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ রেশম চাষ/রেশম কীট উৎপাদন, তুঁত গাছের চাষ ইত্যাদি কর্মকান্ডে ঋণ প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। রেশম চাষ সম্প্রসারণ কর্তৃপক্ষের সাথে পরামর্শ করে উপর্যুক্ত কর্মকান্ডে ঋণের পরিমাণ, মেয়াদ ও পরিশোধসূচি নির্ধারণ করা যেতে পারে। এছাড়া, বাণিজ্যিকভাবে রেশম উৎপাদনের জন্য সংযুক্ত ঋণ নিয়মাচার অনুসরণ করে ঋণ প্রদান করতে পারবে।

৬.১৪.১০ । তুলা চাষে ঋণ প্রদান

তুলা একটি অর্থকরী ফসল। এটি বাংলাদেশের বস্ত্র খাতের অপরিহার্য কাঁচামাল। দেশে চাহিদার তুলনায় উৎপাদনের বিপুল ঘাটতি মেটাতে তুলা আমদানিতে প্রচুর পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় করতে হয়। চাহিদার প্রায় পুরোটাই গুটিকয়েক দেশ থেকে আমদানি করতে হয় বিধায় তা আমাদের বস্ত্র শিল্পে বড় ধরনের ঝুঁকি তৈরি করছে। ভবিষ্যতে তুলা রপ্তানিকারক দেশগুলো কর্তৃক যে কোনো ধরনের সংকোচনমূলক নীতি গ্রহণের ফলে সৃষ্ট সংকট মোকাবিলায় দেশে তুলা উৎপাদনের ওপর জোর দিতে হবে। এ লক্ষ্যে ব্যাংকগুলোকে প্রয়োজনীয় ঋণ সরবরাহের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এ খাতে ঋণ প্রদানের জন্য স্থানীয় তুলা উন্নয়ন কর্মকর্তার সাথে পরামর্শ করে ব্যাংকগুলো নিজেরাই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে অথবা সংযুক্ত নিয়মাচার অনুসরণ করে ঋণ প্রদান করতে পারবে।

৬.১৪.১১ । গ্রামীণ অর্থায়ন

কৃষি ঋণ ছাড়াও গ্রামীণ অর্থনীতিতে গতিসঞ্চার করে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কৃষি এবং অকৃষি নানাবিধ আত্ম-কর্মসংস্থানমূলক আয়-উৎসারী কর্মকান্ডে ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ একক/দলীয় ভিত্তিতে ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। ছোট ছোট ব্যবসা, বিশেষ করে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প যেমন-বাঁশ ও বেতের কাজ, ধান ভাঙ্গানো, চিড়া/মুড়ি তৈরি, কামার ও কুমারের কাজ, নৌকা ক্রয়, মৌমাছি পালন, সেলাই মেশিন/দর্জি, কৃত্রিম গহনা তৈরি, মোমবাতি তৈরি, কাঠের কাজ, মুদি দোকান, শারীরিক প্রতিবন্ধী, দরিদ্র মহিলাদের কর্মসংস্থান ইত্যাদি'র সাথে জড়িতদের প্রয়োজন অনুযায়ী পুঁজি সরবরাহ করা যেতে পারে।

৬.১৪.১২ । তাঁত শিল্পে ঋণ প্রদান

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ও রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক তাঁত ঋণের জন্য পৃথক লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণপূর্বক বার্ষিক কৃষি ও পল্লী ঋণ লক্ষ্যমাত্রায় অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে ঋণ বিতরণ করে থাকে। অন্যান্য রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন/বেসরকারি মালিকানাধীন ব্যাংকসমূহও অনুরূপভাবে কৃষি ঋণের পাশাপাশি গ্রামীণ তাঁত শিল্পে ঋণ প্রদান করতে পারে।

৬.১৪.১৩ । কৃষি ও কৃষি বিষয়ক কর্মকান্ডের সাথে সম্পৃক্ত নারীদের ঋণ প্রদান

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেকই নারী। জনসংখ্যার এ কাঠামোর কারণে টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল স্রোতে নারীদের সক্রিয় ও অর্থপূর্ণ অংশগ্রহণ একান্তভাবে অপরিহার্য।

কৃষি ও কৃষির সাথে সম্পর্কিত আয় উৎসারী কর্মকান্ডে নারীদের অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে তাদেরকে মানব সম্পদে রূপান্তরিত করতে হবে। গ্রামের দরিদ্র মহিলারা যাতে অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন করতে পারেন সে জন্য তাদেরকে শস্য/ফসল উৎপাদন, ছোট আকারে কৃষি পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং কৃষি সম্পর্কিত ক্ষুদ্র ব্যবসা কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের জন্য ঋণ প্রদানের মাধ্যমে উৎসাহ প্রদান করতে হবে। কৃষি কর্মকান্ড যেমন বাগান করা, নার্সারি, শস্য উত্তোলন পরবর্তী কর্মকান্ড, বীজ উৎপাদন ও সংরক্ষণ, মৌমাছি পালন ও মধু চাষ, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, মৎস্য, প্রাণিসম্পদ ইত্যাদি খাতে নারীদেরকে ঋণ প্রদান করা যেতে পারে।

৬.১৪.১৪ । শারীরিক প্রতিবন্ধীদের ঋণ প্রদান

প্রতিবন্ধীরা যাতে মর্যাদার সাথে সমাজে অর্থবহ, ফলপ্রসূ ও অবদানমূলক জীবনযাপন করতে পারেন তার জন্য প্রতিবন্ধকতার ধরন বিবেচনা করে কৃষি/অকৃষি নানাবিধ আত্মকর্মসংস্থানমূলক আয়-উৎসারী কর্মকান্ডে ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ঋণের ব্যবস্থা করবে। প্রতিবন্ধীদের অর্থনৈতিক অগ্রগতির লক্ষ্যে তাদেরকে ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে ব্যাংকসমূহ প্রচলিত শর্তসমূহ কিছুটা শিথিল করতে পারে। কৃষি ঋণ প্রদান ছাড়াও বাঁশ ও বেতের কাজ, ধান ভাঙ্গানো, নার্সারি, মৌমাছি পালন, মধু চাষ, ক্ষুদ্র মুদি দোকান ইত্যাদি খাতসহ সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের জন্য সুবিধাজনক খাতে শারীরিক প্রতিবন্ধীদের ঋণ প্রদান করা যেতে পারে।

৭.০ । কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন সহায়ক বিশেষ ঋণ কর্মসূচি

৭.০১ । বর্গাচাষিদের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের বিশেষ কৃষি ঋণ কর্মসূচি

প্রচলিত ব্যাংকিং চ্যানেলে কৃষি ঋণ সুবিধাবঞ্চিত বর্গাচাষিদের দোরগোড়ায় সময়মত, হয়রানিমুক্ত, জামানতবিহীন ও স্বল্প সুদে কৃষি ঋণ সুবিধা পৌঁছে দিতে বিগত ২০০৯-১০ অর্থবছরে 'বর্গাচাষীদের জন্য কৃষি ঋণ কর্মসূচি' নামে একটি বিশেষ কৃষি ঋণ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয় যা দেশের শীর্ষস্থানীয় ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান (এমএফআই) ব্র্যাকের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের বিশেষ পুনঃঅর্থায়ন স্কীমের আওতায় ৫০০ কোটি টাকার আবর্তনশীল তহবিল নিয়ে ২০০৯-২০১০ অর্থবছর থেকে এ কর্মসূচি পরিচালিত হচ্ছে। প্রাথমিক পর্যায়ে দেশের ৩৭টি জেলার ১৭২টি উপজেলায় ব্যাংক ঋণ সুবিধার আওতার বাইরে থাকা ৩ লক্ষ বর্গাচাষিকে ৩ বছরের জন্য শস্য/ফসল চাষ এবং কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য মাত্র ১০ শতাংশ (ফ্ল্যাট) সুদহারে এ ঋণ সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়। এ স্কীমের আওতায় প্রথমবারের মতো জামানতবিহীন এবং স্বল্প সুদে কৃষি ঋণ পাওয়ায় বর্গাচাষিরা প্রকৃতই উপকৃত হচ্ছেন এবং তাদের জীবন মানের ওপর ইতিবাচক প্রভাব পড়ছে। এ ঋণ বর্গাচাষিদের দারিদ্র্য বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে বিধায় জুন, ২০১২ এ কর্মসূচির মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার পর জুলাই, ২০১২ হতে জুন, ২০১৫ পর্যন্ত আরো ৩ বছরের জন্য এ কর্মসূচির মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছে। এ পর্যায়ে দেশের ৪৮টি জেলার ২৫০টি উপজেলায় ব্যাংক ঋণের আওতার বাইরে থাকা ৫ (পাঁচ) লক্ষ বর্গাচাষিকে শস্য/ফসল চাষ এবং কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য ঋণ সুবিধা প্রদান করা হবে। কর্মসূচির শুরু থেকে ৩০ জুন, ২০১৩ পর্যন্ত ব্র্যাকের মাধ্যমে দেশের ৪৮টি জেলার ২৫০টি উপজেলায় ব্যাংক ঋণের আওতার বাইরে থাকা প্রায় ৭ লক্ষ বর্গাচাষিকে শস্য ও ফসল ঋণ বাবদ প্রায় ৯৬১.৮০ কোটি টাকা কৃষি ঋণ প্রদান করা হয়েছে।

৮.০ । এডিবি'র অর্থায়নে পরিচালিত কৃষি ও গ্রামীন সহায়ক কার্যক্রম

৮.০১ । উত্তর পশ্চিম শস্য বহুমুখীকরণ প্রকল্প/North-West Crop Diversification Project (NCDP)

বাংলাদেশের দরিদ্রতম উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের কৃষকদের বেশিরভাগই ধান উৎপাদন করে থাকে যার বাজার মূল্য তুলনামুলকভাবে কম। উর্বর জমি থাকা সত্ত্বেও দারিদ্র্যক্লিষ্ট উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের দারিদ্র্য নিরসনে সনাতনী কৃষির পরিবর্তে উচ্চমূল্য ফসল/সবজি/ফল (অনুচ্ছেদ ৬.০৯-এ বর্ণিত) উৎপাদনের জন্য এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের অর্থায়নে সরকারের কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়িত উত্তর-পশ্চিম শস্য বহুমুখীকরণ প্রকল্প (NCDP)-এর মেয়াদ ৩০ জুন, ২০০৯ তারিখে শেষ হয়েছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে প্রাথমিকভাবে ৪০ হাজার হেক্টর জমিতে উচ্চমূল্য ফসল উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত থাকলেও বর্তমানে প্রায় ১ লক্ষ ৫৩ হাজার হেক্টরেরও বেশি জমিতে এসব ফসল চাষ করা হচ্ছে। ১ লক্ষ ৬০ হাজার কৃষককে এ প্রকল্পের মাধ্যমে ঋণের আওতায় এনে স্বাবলম্বী করার লক্ষ্যমাত্রা থাকলেও বর্তমানে প্রায় ২ লক্ষ ৪০ হাজার কৃষককে এ ঋণের আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে। এই প্রকল্পের সফলতার প্রেক্ষিতে ঋণ চুক্তির শর্তানুযায়ী বাংলাদেশ ব্যাংকের ব্যবস্থাপনায় ১৭৪ কোটি টাকা একটি রিভলভিং ফান্ড গঠন করা হয়েছে যার আওতায় রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকের হোলসেলিং- ব্যবস্থাপনায় ৪টি এমএফআই'র মাধ্যমে (ব্র্যাক, প্রশিকা, আরডিআরএস এবং জিকেএফ) রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের ১৬টি জেলার ৬১টি উপজেলায় ০.২ থেকে ১.২ হেক্টর জমির অধিকারী ১.৮৬ লক্ষ কৃষকের (যাদের ৬০ শতাংশই নারী) মাঝে ঋণ প্রদান করা হচ্ছে, যা বর্তমান অর্থবছরেও অব্যাহত থাকবে।

৮.০২ । দ্বিতীয় শস্য বহুমুখীকরণ প্রকল্প/Second Crop Diversification Project (SCDP)

উত্তর-পশ্চিম শস্য বহুমুখীকরণ প্রকল্প (NCDP)-এর সফলতা বিবেচনায় বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের অর্থায়নে দ্বিতীয় শস্য বহুমুখীকরণ প্রকল্প (SCDP) নামে একটি প্রকল্প গৃহীত হয়েছে। সরকারের কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন এ প্রকল্পটির ক্রেডিট কম্পোনেন্ট এর বাস্তবায়নকারী সংস্থা বাংলাদেশ ব্যাংক। প্রকল্পটির আওতায় রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের পাশাপাশি খুলনা, বরিশাল ও ঢাকা বিভাগের ২৫ টি জেলার ৪৮টি উপজেলায় ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। মোট দুই লক্ষ চল্লিশ হাজার কৃষক এ ঋণ সুবিধা পাবেন। এ প্রকল্পটির ক্রেডিট কম্পোনেন্ট বাস্তবায়ন করার জন্য বেসিক ব্যাংক লিঃ এবং ইস্টার্ন ব্যাংক লিঃ কে হোলসেলিং এর দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। এ ছাড়া মাঠ পর্যায়ে কৃষকদের ঋণ প্রদানের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানে অভিজ্ঞ এমএফআই ব্র্যাক কে নির্বাচন করা হয়েছে ।

NCDP এর ন্যায় এ প্রকল্পেও উচ্চমূল্য ফসল (অনুচ্ছেদ ৬.০৯ এ বর্ণিত) চাষের জন্য ঋণ প্রদান করা হবে সেই সাথে উচ্চমূল্য বৃক্ষরোপণের জন্যও এ প্রকল্প হতে ঋণ প্রদান করা হবে। প্রকল্পটির ক্রেডিট কম্পোনেন্ট ২৬ মিলিয়ন ডলারের সমপরিমাণ প্রায় ১৭৫ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। ইতোমধ্যে এ প্রকল্পে ঋণ সুবিধা প্রদান করা শুরু হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক হতে প্রকল্পে অংশগ্রহণকারী দুটি হোলসেল ব্যাংককে বাষট্টি কোটি আটান্ন লক্ষ বাহাত্তর হাজার টাকা বিতরণ করা হয়েছে। ৩০ জুন, ২০১৩ তারিখ পর্যন্ত এ প্রকল্পে ৫০,২৫০ জন কৃষককে ঋণ প্রদান করা হয়েছে ।

৯. ০ । কৃষি ঋণের সুদ

কৃষি ও পল্লী ঋণের খাত/উপখাতে ঋণের সুদের হার ব্যাংকসমূহ নিজেরাই নির্ধারণ করবে। তবে, কৃষি খাতের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত সুদহারের সর্বোচ্চ সীমা যথারীতি প্রযোজ্য হবে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচির আওতায় বিতরণকৃত ঋণে সুদের হারের সর্বোচ্চ সীমা ১৩ শতাংশ। শস্য/ফসল ঋণের ক্ষেত্রে শর্ত সাপেক্ষে সরল হারে সুদ আরোপের প্রচলিত বিধান বহাল থাকবে। কৃষক/গ্রাহক পর্যায়ে প্রযোজ্য কৃষি ও পল্লী ঋণের খাত/উপখাতওয়ারী সুদের হার সংশ্লিষ্ট ব্যাংকসমূহ অনতিবিলম্বে বাংলাদেশ ব্যাংককে অবহিত করবে।

১০.০ । কৃষি ঋণ ব্যবস্থায় তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার

তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার সর্বস্তরের মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারে। যতদূর সম্ভব সকল কৃষি ও পল্লী ঋণ গ্রহীতার মোবাইল নম্বর শাখা পর্যায়ে ব্যাংকসমূহকে সংরক্ষণ করতে হবে। যে সকল কৃষি ও পল্লী ঋণ গ্রহীতার নিজস্ব মোবাইল ফোন রয়েছে, তাদের মোবাইল ফোন নম্বর ব্যাংক শাখায় সংরক্ষণ করতে হবে। কৃষকের নিজের মোবাইল ফোন না থাকলে আত্মীয়/প্রতিবেশীর মোবাইল ফোন নম্বরও সংরক্ষণ করা যাবে। তবে, মোবাইল ফোন নম্বর না থাকার অজুহাতে কোনো কৃষককে কৃষি ঋণ প্রদান হতে বঞ্চিত করা যাবে না। ব্যাংক শাখা/সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময় সময় ফোন করে কৃষকদের ঋণ প্রাপ্তি ও আদায়ের ব্যাপারে খবরাখবর নিতে হবে। কৃষি ঋণ প্রাপ্তি ও আদায় সংক্রান্ত সমস্যা সম্পর্কে জানতে বাংলাদেশ ব্যাংক হতেও অনুরূপভাবে মাঝে মাঝে মোবাইল ফোনে কৃষকদের খোঁজ খবর নেওয়া হবে।

এছাড়া, কৃষকের সুবিধার্থে কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ ও আদায় ব্যবস্থায় মোবাইল ফোন এবং ইন্টারনেটসহ তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারকে নীতিগতভাবে সমর্থন প্রদান করা হবে।

১১.০ । কৃষি ও পল্লী ঋণ কার্যক্রম মনিটরিং

১১.০১ । ব্যাংক পর্যায়ে মনিটরিং

কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি অনুযায়ী প্রকৃত কৃষকরাই যাতে সময়মত কৃষি ঋণ পান, কৃষি ঋণ পেতে যাতে কোনো হয়রানির শিকার হতে না হয় এবং কৃষি ঋণের নির্ধারিত বিতরণ লক্ষ্যমাত্রার পাশাপাশি আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা যাতে পুরোপুরি অর্জন করা সম্ভব হয় সে জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যাংকসমূহকে কার্যকর মনিটরিং ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

কৃষি ও পল্লী ঋণ মনিটরিং-এর মুখ্য উদ্দেশ্যাবলী নিম্নরূপ ঃ

ক) সামগ্রিকভাবে কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন;
খ) মোট কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণের ৬০ শতাংশ শস্য/ফসল খাতে বিতরণ;
গ) মৎস্য ও প্রাণিসম্পদসহ কৃষির অন্য দুটি প্রধান খাতে ঋণ প্রদানে গুরুত্ব আরোপ;
ঘ) ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে এরিয়া এ্যাপ্রোচ পদ্ধতির ব্যবহার অর্থাৎ যে এলাকায় যে ফসল ভাল হয় সেদিকে গুরুত্ব আরোপ;
ঙ) চর, হাওর, উপকূলীয় এলাকাসহ অনগ্রসর এলাকা এবং অনগ্রসর জনগোষ্ঠীকে ঋণ প্রদান;
চ) প্রকৃত কৃষকদের স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় ঋণদান নিশ্চিতকরণ এবং
ছ) বিতরণকৃত ঋণ আদায়ের লক্ষ্যে ঋণের সদ্ব্যবহার নিশ্চিতকরণ।

ব্যাংক শাখা কর্তৃক মঞ্জুরিকৃত ঋণ যথাসময়ে বিতরণ এবং সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিতকরণের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়/আঞ্চলিক কার্যালয় নিয়মিত পর্যালোচনাপূর্বক প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। মাঠ পর্যায়ে ঋণের চাহিদার নিরিখে ব্যাংক শাখা কর্তৃক ঋণ প্রদানের ব্যাপারে প্রধান কার্যালয়/আঞ্চলিক কার্যালয় হতে তদারকির ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে ঋণ সরবরাহের স্বল্পতার কারণে শস্য উৎপাদন কোন ক্রমেই ব্যাহত না হয়। সার্বিক কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ ও আদায়ের ব্যাপারে প্রধান কার্যালয় পাক্ষিক/মাসিক ভিত্তিতে পর্যালোচনার ব্যবস্থা গ্রহণ করে শাখা/আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান করবে এবং সময়ে সময়ে সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

১১.০২ । কেন্দ্রীয় ব্যাংক পর্যায়ে মনিটরিং

কৃষি নির্ভর বাংলাদেশের প্রকৃত কৃষকদের স্বার্থে গৃহীত কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা বাস্তবায়নে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মনিটরিং কার্যক্রমকে আরও কার্যকর করতে বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের কৃষি ঋণ বিভাগে মনিটরিং উপবিভাগ এবং শাখা অফিসসমূহে মনিটরিং ইউনিট কাজ করছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের কৃষি ঋণ মনিটরিং কার্যক্রমের মূল দিকগুলো নিম্নরূপ ঃ

- তফসিলী ব্যাংকসমূহ থেকে কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ ও আদায়ের প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সম্বলিত মাসিক বিবরণী সংগ্রহের মাধ্যমে অফ-সাইট মনিটরিং সম্পন্ন করা হয়।

- বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় ও শাখা অফিসের ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ (ডিবিআই) কর্তৃক তফসিলী ব্যাংকসমূহের অন্যান্য ঋণ কার্যক্রমের পাশাপাশি কৃষি ও পল্লী ঋণ কার্যক্রমের অন-সাইট মনিটরিং সম্পন্ন করা হয়। পাশাপাশি কৃষি ঋণ ও আর্থিক সেবাভুক্তি বিভাগ কর্তৃকও সময় সময় নমুনা ভিত্তিতে কৃষি ও পল্লী ঋণের সদ্ব্যবহার যাচাই করা হচ্ছে।

- কৃষি ও পল্লী ঋণ কার্যক্রমের অগ্রগতি নিয়মিতভাবে পর্যালোচনা করার জন্য রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ও বিশেষায়িত ব্যাংকগুলোর সাথে মাসিক ভিত্তিতে এবং বেসরকারি ও বিদেশী ব্যাংকগুলোর সাথে দ্বিমাসিক ভিত্তিতে ঋণ বিতরণের অগ্রগতি, লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা, ঋণ বিতরণে স্বচ্ছতা, তার গুণগত মান নিশ্চিতকরণ, ঋণ আদায় ইত্যাদি বিষয়ে সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

- অনেক বেসরকারি ব্যাংক শাখা স্বল্পতার কারণে এমএফআই'র মাধ্যমে কৃষি ঋণ বিতরণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করছে বিধায় এমএফআই-এর মাধ্যমে বেসরকারি ও বিদেশী ব্যাংকসমূহের বিতরণকৃত কৃষি ও পল্লী ঋণ কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের মাধ্যমে ঋণ গ্রহীতা পর্যায়ে সরেজমিনে যাচাই করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়। তাদের দাখিলকৃত রিপোর্ট/প্রতিবেদনসমূহ যাচাই-বাছাইসহ বাংলাদেশ ব্যাংক নিজেও নমুনা ভিত্তিতে সরেজমিনে পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। জেলা কৃষি ঋণ কমিটির সভায় বর্তমানে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যাংকগুলোর পাশাপাশি প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বেসরকারি ব্যাংক অথবা উক্ত অঞ্চলে কর্মরত তাদের মনোনীত এমএফআই'র প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করে কৃষি ও পল্লী ঋণ কার্যক্রমে তাদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করছে। উল্লেখ্য যে, উক্ত সভাসমূহে বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিনিধিও উপস্থিত থাকেন।

- ঋণ বিতরণে স্বচ্ছতা বাড়ানোর জন্য স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে প্রকাশ্যে ঋণ বিতরণের জন্য ব্যাংকসমূহকে ব্যাপকভাবে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। গত তিন বছরে ব্যাংকসমূহ এ ধরণের প্রকাশ্যে ঋণ বিতরণ কার্যক্রমে ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ করেছে এবং এ ধরণের অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় ও শাখা অফিসের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত থাকছেন।

- নির্দিষ্ট কিছু ফসলে (ডাল, তৈলবীজ, মসলা জাতীয় ফসল এবং ভুট্টা) ৪ শতাংশ রেয়াতি সুদ হারে কৃষি ঋণ বিতরণ কার্যক্রমে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ব্যাপক প্রচারণার ফলে কৃষকদের মাঝে এ জাতীয় ফসল চাষ করার বিষয়ে আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে। পাশাপাশি এই ঋণ বিতরণ কার্যক্রম নিবিড়ভাবে মনিটরিং করার ফলে এই খাতে ব্যাংকসমূহের ঋণ বিতরণ বৃদ্ধি পাচ্ছে ।

- বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ব্যাংকগুলো হতে কৃষি ঋণ গ্রহীতার মোবাইল ফোন নম্বর সংগ্রহ করে ঋণ প্রাপ্তিতে স্বচ্ছতা, ঋণের ব্যবহার, ব্যাংক শাখার সহযোগিতা প্রভৃতি বিষয়ে সরাসরি ঋণ গ্রহীতা কৃষকদের সাথে সময় সময় যোগাযোগ করে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। গভর্নর মহোদয়ও সরাসরি কৃষকদের সাথে মোবাইল ফোনে কথা বলেছেন। মোবাইল ফোনের মাধ্যমে কৃষি ঋণ মনিটরিং এর এ ব্যবস্থা অব্যাহত থাকবে।

- কৃষি ও পল্লী ঋণ সংক্রান্ত যে কোন অভিযোগ লিখিত অথবা ফোনের মাধ্যমে জানানো হলে সে বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে ।

১১.০৩। কেন্দ্রীয় ব্যাংকে স্থাপিত 'গ্রাহক স্বার্থ সংরক্ষণ কেন্দ্র'-এর সহায়তা গ্রহণ

কৃষি ও পল্লী ঋণসহ ব্যাংকিং ও আর্থিক খাতে সেবা পেতে গ্রাহকগণকে হয়রানির হাত থেকে রক্ষা করা কিংবা তাদের অভিযোগ দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকে গ্রাহক স্বার্থ সংরক্ষণ কেন্দ্র (সিআইপিসি) স্থাপন করা হয়েছে। কৃষকগণ যে কোনো ফোন থেকে ১৬২৩৬ হটলাইন নম্বরে ফোন করে সরাসরি তাদের অভিযোগ জানাতে পারবেন। গ্রাহকের অভিযোগের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ব্যাংক যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে ।

এছাড়া, জনসাধারণ ও সংশ্লিষ্টদের সুবিধার্থে বাংলাদেশ ব্যাংকের শাখা অফিসসমূহের গ্রাহক স্বার্থ সংরক্ষণ কেন্দ্রের ফোন নম্বর, মোবাইল ও ফ্যাক্স নম্বর নিম্নে দেওয়া হলো ঃ

কার্যালয়	ফোন	মোবাইল	ফ্যাক্স
চট্টগ্রাম অফিস	০৩১-৬১৬৮০০	০১৫৫৭৩৪৭০৮৯	০৩১-৬৩৪৭৭৬
খুলনা অফিস	০৪১-৭৩২৫৩৯	০১৭৫৫৫০৪৫৬১	০৪১-৭২৫৫৭৭
রাজশাহী অফিস	০৭২১-৭৭২৮৭১	০১৭২০৪৬৪৯৭৬	০৭২১-৭৭৫৭৯২
সিলেট অফিস	০৮২১-৭২৫৪৫৯	০১৭৫৫৫৩৪২৯৭	০৮২১-৭১৫৬৮৭
বরিশাল অফিস	০৪৩১-২১৭৪৫০৫	০১৭৫৭৪৩৬৬৬৭	০৪৩১-৬৪২৭১
বগুড়া অফিস	০৫১-৫১৬১৭	০১৭১০৪৩৭৪৭৯	০৫১-৫১১৯০
রংপুর অফিস	০৫২১-৬১০৩৭	০১৭৫৫৫০৭৫৪৭	০৫২১-৬৪৮২৯

১১.০৪ । জেলা কৃষি ঋণ কমিটি কর্তৃক মনিটরিং

মাঠ পর্যায়ে কৃষি ও পল্লী ঋণ কার্যক্রমের সফল বাস্তবায়ন ও সমন্বয়ের উদ্দেশ্যে লীড ব্যাংক পদ্ধতির আওতায় জেলা কৃষি ঋণ কমিটি কার্যকর ভূমিকা পালন করে আসছে । এ পদ্ধতির আওতায় কোন ইউনিয়নে কোন রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক বা বিশেষায়িত ব্যাংক শাখা কৃষি ঋণ বিতরণ করবে তা নির্দিষ্ট করে দেয়া আছে । পাশাপাশি স্থানীয় পর্যায়ে কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ ও আদায় কার্যক্রম তদারকি এবং সমন্বয়ের উদ্দেশ্যে স্থানীয় প্রশাসনের সহায়তায় রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ও বিশেষায়িত ব্যাংকসমূহ এবং কৃষির সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নিয়ে কৃষি ঋণ কমিটি গঠন ও সভা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে একটি কার্যকর ব্যবস্থাও এই পদ্ধতির আওতায় চালু আছে । প্রত্যেক জেলার জেলা প্রশাসক হচ্ছেন সংশ্লিষ্ট জেলার কৃষি ঋণ কমিটির সভাপতি এবং প্রত্যেক জেলায় সুনির্দিষ্ট একটি ব্যাংক লীড ব্যাংক হিসেবে স্ব-স্ব জেলার কৃষি ঋণ কমিটির সাচিবিক দায়িত্ব পালন করে থাকে । জেলা কৃষি ঋণ কমিটি মাসিক ভিত্তিতে সভা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে স্ব-স্ব জেলার কৃষি ও পল্লী ঋণ সংক্রান্ত তদারকি এবং সমন্বয়ের এ কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে ।

বর্তমানে বেসরকারি ও বিদেশী ব্যাংকসহ বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলী ব্যাংকের জন্য কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ বাধ্যতামূলক । জেলা পর্যায়ে বেসরকারি ব্যাংকসমূহের অনেকের শাখা থাকলেও অনেক বেসরকারি ব্যাংকের অনেক জেলাতে শাখা নেই । বিদেশী ব্যাংকসমূহের শাখা নেটওয়ার্ক আরও সীমিত । বর্তমানে বেসরকারি ও বিদেশী ব্যাংকসমূহ তাদের শাখার মাধ্যমে এবং/অথবা মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটির (এমআরএ) অনুমোদনপ্রাপ্ত ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে পার্টনারশিপের মাধ্যমে কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ করছে ।

সকল ব্যাংকের অংশগ্রহণে কৃষি ঋণ কার্যক্রম পরিচালিত হওয়ার বর্তমান প্রেক্ষাপটে কৃষি ঋণ কার্যক্রমকে আরও সমন্বিত ও কার্যকর করার লক্ষ্যে জেলা কৃষি ঋণ কমিটিতে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ও বিশেষায়িত ব্যাংকসমূহের পাশাপাশি বেসরকারি ও বিদেশী ব্যাংকসমূহের প্রতিনিধিত্ব থাকা প্রয়োজন ।

লীড ব্যাংক পদ্ধতির লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং বিদ্যমান কাঠামোর অন্যান্য সকল দিক অপরিবর্তিত রেখে জেলা কৃষি ঋণ কমিটিতে বেসরকারি ও বিদেশী ব্যাংকসমূহের প্রতিনিধিত্ব নিম্নোক্তভাবে নির্ধারিত হবে ঃ

	কোনো জেলায় সংশ্লিষ্ট বেসরকারি ও বিদেশী ব্যাংকের শাখার অবস্থা	**উক্ত জেলায় সংশ্লিষ্ট বেসরকারি ও বিদেশী ব্যাংকের কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণের অবস্থা**	**উক্ত জেলার কৃষি ঋণ কমিটিতে সংশ্লিষ্ট বেসরকারি ও বিদেশী ব্যাংকের প্রতিনিধিত্ব**
ক	সংশ্লিষ্ট জেলায় যে ব্যাংকের শাখা রয়েছে	সংশ্লিষ্ট জেলায় শুধুমাত্র নিজস্ব শাখার মাধ্যমে কৃষি ও পল্লী ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয় ।	সংশ্লিষ্ট জেলায় ব্যাংকের শাখা/জোনের প্রধান উক্ত জেলার 'জেলা কৃষি ঋণ কমিটি'-তে প্রতিনিধিত্ব করবেন ।
		নিজস্ব শাখার পাশাপাশি ব্যাংকটির উদ্যোগে Credit Wholesaling এর আওতায় ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান (MFIs)-এর সাথে পার্টনারশিপের মাধ্যমেও সংশ্লিষ্ট জেলায় কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ করা হয় ।	সংশ্লিষ্ট জেলায় ব্যাংকের শাখা/জোনের প্রধান নিজস্ব শাখা/জোনের পাশাপাশি উক্ত জেলায় MFIs পার্টনারশিপ সংশ্লিষ্ট কৃষি ও পল্লী ঋণের তথ্যসহ 'জেলা কৃষি ঋণ কমিটি'-তে প্রতিনিধিত্ব করবেন ।

		নিজস্ব শাখার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট জেলায় কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ করা হয় না তবে, ব্যাংকটির উদ্যোগে Credit Wholesaling এর আওতায় ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান (MFIs)-এর সাথে পার্টনারশিপের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট জেলায় কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ করা হয়।	সংশ্লিষ্ট জেলায় ব্যাংকের শাখা/জোনের প্রধান উক্ত জেলায় MFIs পার্টনারশিপ সংশ্লিষ্ট কৃষি ও পল্লী ঋণের তথ্যসহ 'জেলা কৃষি ঋণ কমিটি'-তে প্রতিনিধিত্ব করবেন।
খ	সংশ্লিষ্ট জেলায় যে ব্যাংকের কোনো শাখা নেই	সংশ্লিষ্ট জেলায় নিজস্ব শাখা না থাকলেও ব্যাংকটির উদ্যোগে Credit Wholesaling এর আওতায় ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান (MFIs)-এর সাথে পার্টনারশিপের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট জেলায় কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ করা হয়।	ব্যাংক কর্তৃক মনোনীত সংশ্লিষ্ট ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান (MFIs)-এর স্থানীয় সমন্বয়কারী ব্যাংকটির পক্ষে 'জেলা কৃষি ঋণ কমিটি'-তে প্রতিনিধিত্ব করবেন।

১২.০। কৃষি ও পল্লী ঋণ আদায়

১২.০১। কৃষি ও পল্লী ঋণ আদায়ের গুরুত্ব

ঋণ পরিশোধের জন্য কিস্তি এবং সময়সীমা সংশ্লিষ্ট শাখা/আঞ্চলিক কর্মকর্তাগণ এসঙ্গে সংযুক্ত ঋণ পরিশোধসূচির আলোকে নিজেরাই নির্ধারণ করবেন। ফসল তোলার মৌসুম শুরু হওয়ার পর তথা বিপণনের সময় ব্যাংক শাখা ঋণ আদায়ের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করবে। কৃষি ঋণের সার্বিক আদায়ের হার গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে আনয়ন করতে হবে। স্মরণ রাখতে হবে, ঋণ আদায় না হলে বিতরণ ব্যবস্থা ব্যাহত হবে। ঋণ মওকুফের মানসিকতা যথাসম্ভব পরিহার করতে হবে; কারণ ঋণ মওকুফ করা হলে পরবর্তীতে গ্রাহকদের মধ্যে ঋণ পরিশোধে অনাগ্রহ দেখা দেয়। তবে দুর্যোগ ও দুর্বিপাকের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের ঋণ আদায় বাংলাদেশ ব্যাংকের পরামর্শক্রমে সাময়িকভাবে স্থগিত/বিলম্বিত করা যাবে। ব্যাংকসমূহকে ঋণ শ্রেণীবিন্যাসকরণের আর্থিক ক্ষতি এড়ানোর লক্ষ্যে ঋণ আদায় কার্যক্রম জোরদার করতে হবে, যাতে কৃষি ও পল্লী ঋণের জন্য তারল্য সংকট সৃষ্টি না হয় এবং তহবিলের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা যায়।

১২.০২। কৃষি ও পল্লী ঋণ আদায় সংক্রান্ত সচেতনতা

কৃষি ঋণ আদায়ের গুরুত্ব উল্লেখ করে সংশ্লিষ্টদের মাঝে সচেতনতামূলক প্রচার প্রচারণার উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।

১২.০৩। কৃষি ও পল্লী ঋণ আদায়ে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ

কৃষি ও পল্লী ঋণ আদায় কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার জন্য নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে ঃ

ক) ঋণ আদায়ে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মধ্যে উৎসাহ/আগ্রহ সৃষ্টির লক্ষ্যে ব্যাংকসমূহ নিজস্ব নীতিমালার আলোকে আর্থিক বা অন্য যে কোন প্রকার প্রশংসাপত্র/পুরস্কারের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।

খ) সময়মত সম্পূর্ণ ঋণ পরিশোধ করলে ব্যাংক সংশ্লিষ্ট গ্রাহককে সুদের ক্ষেত্রে ছাড় প্রদানের ব্যবস্থা করতে পারে।

গ) দীর্ঘদিন অনিষ্পন্ন থাকা সার্টিফিকেট মামলাসমূহ নিষ্পত্তির কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। এ জন্য প্রয়োজনে এককালীন পরিশোধের জন্য প্রণোদনার ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

ঘ) শ্রেণীকৃত ঋণসমূহ প্রয়োজনে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে পরামর্শক্রমে পুনঃতফসিলের উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।

ঙ) যে সমস্ত শাখার মেয়াদোত্তীর্ণ/খেলাপি ঋণের পরিমাণ ৫০ শতাংশের বেশি সেসব শাখার ঋণ আদায়ের উদ্দেশ্যে পৃথক 'আদায় সেল' গঠন করা যেতে পারে।

চ) কৃষি ঋণ আদায়ের উদ্দেশ্যে কৃষক সমাগম হয় এমন এলাকায় পূর্ব হতে প্রচার চালিয়ে 'কৃষি ঋণ আদায় ক্যাম্প'-এর আয়োজন করা যেতে পারে।

ছ) কৃষি ঋণ আদায়ে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার উৎসাহিত করা যেতে পারে।

১৩.০ । কৃষি ও পল্লী ঋণ সংক্রান্ত তথ্যের সহজলভ্যতা

কৃষি ঋণ সংক্রান্ত প্রোডাক্ট এবং সুবিধাসমূহ জনসাধারণের কাছে সহজে পৌঁছানোর স্বার্থে তা ব্যাংকসমূহের স্ব-স্ব ওয়েবসাইটসহ সহজে দৃষ্টিগোচর হয় এমন স্থানে প্রদর্শন করতে হবে। কৃষি ঋণ বিতরণে অধিকতর স্বচ্ছতা আনয়নের উদ্দেশ্যে কৃষি ঋণ বিতরণ সংক্রান্ত তথ্য শাখার নোটিশবোর্ডে সংরক্ষণ ও নিয়মিত আপডেট করতে হবে।

১৪.০ । জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব মোকাবেলা

পৃথিবী জুড়ে শিল্প ক্ষেত্রে অতি মাত্রায় কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাসসহ বিভিন্ন গ্রিন হাউজ গ্যাস নিঃসরণ ও বনভূমি ধ্বংসের কারণে বায়ুমন্ডলের তাপমাত্রা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ বৈশ্বিক উষ্ণায়নই জলবায়ু পরিবর্তনের মূল কারণ। মূলতঃ ভৌগোলিক কারণেই জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে সামান্য উঁচু দেশগুলোর বেশিরভাগই দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার অন্তর্গত। জলবায়ু পরিবর্তন সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধিই শুধু নয় 'পৃথিবীর ধানের ঝুড়ি' হিসেবে পরিচিত এই দেশগুলোতে প্রাকৃতিক দুর্যোগের মাত্রা ও পরিমাণ আরো বাড়িয়ে দেবে বলেই আশঙ্কা করা হচ্ছে। সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে সাইক্লোন, বন্যা, জলোচ্ছ্বাস ও লবণাক্ততা সৃষ্টি হচ্ছে। পাশাপাশি জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ঋতু পরিবর্তনের স্বাভাবিক নিয়মে বৈচিত্র্য দেখা দিচ্ছে। দেশের মধ্যাঞ্চলের বন্যা ও জলাবদ্ধতা, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের আকস্মিক বন্যা, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল এবং দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের খরা এবং লবণাক্ততা এবং উপকূলীয় অঞ্চলের জলোচ্ছ্বাস ভবিষ্যতে বাংলাদেশের কৃষির জন্য প্রকট সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে।

যেহেতু ফসলের ক্ষতি হলে প্রদত্ত কৃষি ঋণ আদায় ঝুঁকির সম্মুখীন হয় সেহেতু ব্যাংকগুলো কৃষিতে প্রাকৃতিক দুর্যোগ তথা জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলার জন্য নিজেরা সচেতন হওয়ার পাশাপাশি কৃষকদেরকে নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণে উৎসাহিত করবে ঃ

ক) এলাকাভেদে প্রয়োজনে ঋণ বিতরণ ও আদায়ের সময়সীমায় পরিবর্তন আনতে হতে পারে;
খ) লবণাক্ত এলাকায় লবণাক্ততা-সহিষ্ণু ফসল চাষ;
গ) জলাবদ্ধ ও বন্যা প্রবণ এলাকায় পানি-সহিষ্ণু ফসল চাষ;
ঘ) খরা প্রবণ এলাকায় খরা-সহিষ্ণু ফসল চাষ;
ঙ) বিপুল ফলন হ্রাস ও ফসল হানি এড়াতে খরার সময় সম্পূরক সেচ প্রদান;
চ) সেচ কাজের জন্য ভূ-নিম্নস্থ পানির পরিবর্তে ভূ-উপরিস্থিত পানির ব্যবহার উৎসাহিতকরণ;
ছ) রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের পরিবর্তে জৈব সার ও প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে বালাই/কীট নাশকরণ;
জ) বৃক্ষ নিধন করে বা পাহাড় কেটে প্রস্তুতকৃত জমিতে ঋণ প্রদানে ব্যাংকগুলো রক্ষণশীল ভূমিকা গ্রহণ করবে;
ঝ) স্বাভাবিকভাবে বন্যামুক্ত বছরে বাড়ির ভিটায় ফলমূল, শাক-সবজি চাষ, সামাজিক বনায়ন, পশুপালন এবং বসতবাড়িতে হাঁস-মুরগি পালন ও বাগান উন্নয়ন কার্যক্রমে ঋণ সহায়তা অব্যাহত রাখতে হবে;
ঞ) জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যা মোকাবেলার জন্য বিকল্প এবং কৌশলগত চাষাবাদের বিভিন্ন পদ্ধতি (যেমন-লবনাক্ত এলাকায় ধানের পর মুগ ডালের চাষ, পাহাড়ের পাদদেশে সরিষার পর খরিপ-১ মৌসুমে বারিমুগ-৫ চাষ, রোপা আমন ধানের সাথে মসুরের সাথী ফসল চাষ (রিলে ক্রপ), শুষ্ক ভূমি অঞ্চলে প্রাইম পদ্ধতিতে মসুর চাষ অনুসরণ করার জন্য কৃষকগণকে উৎসাহিতকরণ।

জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব মোকাবেলা সম্পন্ন কতিপয় ফসলের একটি নমুনা তালিকা নিম্নরূপ ঃ

ক্রমিক নং	ফসল	জলবায়ু পরিবর্তনে অভিযোজনের সামর্থ্য/সুবিধা
১।	বারিগম-২১ (শতাব্দী)	পাতার দাগ রোগ সহনশীল, মরিচা রোগ প্রতিরোধী এবং তাপ সহনশীল।
২।	বারিগম-২৩ (বিজয়)	পাতার দাগ রোগ সহনশীল, মরিচা রোগ প্রতিরোধী এবং তাপ সহনশীল।
৩।	বারিগম-২৫	পাতার দাগ রোগ সহনশীল এবং মরিচা রোগ প্রতিরোধী। লবণাক্ততা সহিষ্ণু।
৪।	বারিগম-২৬	পাতার রোগ সহনশীল, মরিচা রোগ প্রতিরোধী এবং তাপ সহনশীল।
৫।	বারিগম ট্রিটিক্যালি-১	খরা সহিষ্ণু এবং প্রতিকূল আবহাওয়া সহনশীল।
৬।	বারি বার্লি-৪	লবণাক্ততা সহনশীল এবং রোগ বালাই কম।

ক্রমিক নং	ফসল	জলবায়ু পরিবর্তনে অভিযোজনের সামর্থ্য/সুবিধা
৭।	রাই-৫ (সরিষা)	খরা ও কিছুটা লবণাক্ততা সহনশীল।
৮।	বারি সরিষা-৭	অলটারনেরিয়া ব্লাইট রোগ এবং সাময়িক জলাবদ্ধতা সহনশীল।
৯।	বারি সরিষা-৮	অলটারনেরিয়া ব্লাইট রোগ এবং সাময়িক জলাবদ্ধতা সহনশীল।
১০।	বারি সরিষা-১১	আমন ধান কাটার পর এ জাতটি নাবি জাত হিসাবে সহজে চাষ করা যায়। খরা ও লবণাক্ততা সহনশীল।
১১।	বারি সরিষা-১৬	খরা ও লবণাক্ততা সহিষ্ণু। অলটারনেরিয়া রোগ ও অরোবাংকি পরজীবী সহনশীল।
১২।	বারি আলু-১ (হীরা)	তাপ সহিষ্ণু। পরিবেশের প্রতিকূল অবস্থা কিছুটা সহ্য করতে পারে। জাতটি ভাইরাস রোগ সহনশীল।
১৩।	বারি আলু-২২ (সৈকত)	লবণাক্ত এলাকার জন্য উপযোগী। ভাইরাস রোগ সহনশীল।
১৪।	বারি টমেটো-৪	উচ্চ তাপ সহনশীল।
১৫।	বারি টমেটো-৬ (চৈতী)	উচ্চ তাপ সহ্য করতে পারে। ব্যাক্টেরিয়াজনিত ঢলে পড়া রোগ সহনশীল।
১৬।	বারি টমেটো-১০ (অনুপমা)	উচ্চ তাপ ও ব্যাক্টেরিয়াজনিত ঢলে পড়া রোগ সহনশীল।
১৭।	বারি হাইব্রিড টমেটো-৩ (গ্রীষ্মকালীন)	উচ্চ তাপ সহিষ্ণু গ্রীষ্মকালীন সংকর জাত। ব্যাক্টেরিয়াজনিত ঢলে পড়া রোগ সহনশীল।
১৮।	পাট কেনাফ-৩ (বট কেনাফ) ও ৪	জলাবদ্ধতা সহিষ্ণু।
১৯।	ইক্ষু-৩৯	খরা, জলাবদ্ধতা, বন্যা এবং লবণাক্ততা সহিষ্ণু।
২০।	ইক্ষু-৪০	খরা, জলাবদ্ধতা, বন্যা এবং লবণাক্ততা সহিষ্ণু।
২১।	বারি চিনাবাদাম -৯	উচ্চ ফলনশীল ও স্বল্প মেয়াদী।
২২।	বারি আম-৫	উচ্চ ফলনশীল ও আগাম জাত।
২৩।	বারি আম-৬	উচ্চ ফলনশীল ও মৌসুমী জাত।
২৪।	বারি আম-৭	উচ্চ ফলনশীল ও মৌসুমী জাত।
২৫।	বারি আম-৮	উচ্চ ফলনশীল ও নাবী জাত।
২৬।	বারি লাউ-৩	বাংলাদেশের সর্বত্র চাষযোগ্য।
২৭।	বারি লাউ-৪	বাংলাদেশের সর্বত্র চাষযোগ্য।
২৮।	বারি রাম্বুটান	বাংলাদেশের সর্বত্র চাষযোগ্য।

উপরোক্ত ফসলসমূহের মধ্যে যেগুলো কৃষি ঋণ নিয়মাচারে নেই সেগুলোতে ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কৃষি বিশেষজ্ঞ/কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তাদের সাথে পরামর্শক্রমে এবং ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে ঋণ নিয়মাচার নির্ধারণ করা যেতে পারে।

১৫.০। সচেতনতা ও প্রশিক্ষণ

কৃষি ঋণ বিতরণ বর্তমানে সকল ব্যাংকের জন্য বাধ্যতামূলক। কিন্তু, নীতিমালায় অনেক নতুন বিষয় সংযোজন এবং বেসরকারি ও বিদেশি ব্যাংকসমূহের জন্য কৃষি ঋণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণের বিষয়টি নতুন হওয়ার কারণে কৃষি ঋণ সংক্রান্ত নীতিমালা এবং অগ্রাধিকার খাতসমূহসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোর ব্যাপারে মাঠ পর্যায়সহ বিভিন্ন পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট ব্যাংকারদের মাঝে আরো বেশি সচেতনতা সৃষ্টির উদ্যোগ নিতে হবে। সংশ্লিষ্ট ব্যাংকসমূহ স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মাঝে কৃষি ও পল্লী ঋণ বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে প্রশিক্ষণ, কর্মশালার আয়োজনসহ প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবে। এ ব্যাপারে বাংলাদেশ ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট বিভাগ হতে প্রয়োজনীয় টেকনিক্যাল সহযোগিতা প্রদান করা হবে।

১৬.০। তথ্য বিবরণী সরবরাহ

বার্ষিক কৃষি ও পল্লী ঋণ কর্মসূচি বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা করার জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যাংক/অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ব্যাংকের চাহিদা মোতাবেক কৃষি ও পল্লী ঋণ সংক্রান্ত নির্ভুল তথ্য/বিবরণী মাসিক ভিত্তিতে সময়মত সরবরাহ করবে। দ্বৈত-গণনা

(double-counting) এড়াতে এসএমই খাতে প্রদর্শিত কোনো ঋণ কৃষি খাতে প্রদর্শন করা যাবে না। এছাড়া, সময় সময় যাচিত কৃষি ঋণ সংক্রান্ত তথ্য দ্রুততম সময়ে প্রদান করতে হবে।

১৭.০। কৃষি ও পল্লী ঋণ কার্যক্রমে সাফল্যের ক্ষেত্রে প্রণোদনা

কৃষি ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনকে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের সাফল্য হিসেবেও দেখা হবে। ফলে এ অর্জনকে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের নতুন শাখা খোলা, অনুমোদিত ডিলার শাখা, বিদেশে এক্সচেঞ্জ হাউজ খোলার অনুমোদনের ক্ষেত্রে অন্যতম ইতিবাচক মাপকাঠি হিসেবে বিবেচনা করা হবে। এছাড়া, বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক CAMELS Rating এর ক্ষেত্রে অন্যান্য বিষয়ের সাথে কৃষি ঋণ বিতরণে ব্যাংকগুলোর সাফল্যকেও বিবেচনা করা হবে। বিশেষ তারল্য সমর্থনের ক্ষেত্রেও কৃষি ঋণ কার্যক্রমে পারদর্শী ব্যাংকগুলো অগ্রাধিকার পাবে।

১৮.০। ব্যাংকসমূহের স্ব-স্ব কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি প্রণয়ন

উপরোক্ত নীতিমালা ও কর্মসূচির আলোকে প্রত্যেক ব্যাংক তাদের নির্ধারিত কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ২০১৩-১৪ অর্থবছরের জন্য একটি নিজস্ব বার্ষিক কৃষি ও পল্লী ঋণ কর্মসূচির বিস্তারিত প্রণয়নপূর্বক তা বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশাবলী জারি করবে।

১৯.০। বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক পরিচালিত কৃষি সহায়ক অন্যান্য বিশেষ কর্মসূচি

১৯.১। কৃষিজাত পণ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প স্থাপনে বিশেষ ঋণ কর্মসূচি

দেশের গ্রামাঞ্চলে কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে কৃষিজাত পণ্য প্রক্রিয়াকরণের জন্যে বাংলাদেশ ব্যাংক তার নিজস্ব উৎস থেকে 'কৃষিজাত পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্যে মফস্বলভিত্তিক শিল্প স্থাপনে পুনঃঅর্থায়ন স্কীম' নামে একটি বিশেষ ঋণ কর্মসূচি প্রবর্তন করেছে। প্রাথমিকভাবে ১০০ কোটি টাকার একটি আবর্তনশীল তহবিল নিয়ে ২০০১ সালে চালু হওয়া এ স্কীমের প্রতি খাতের মাঠ পর্যায়ের উদ্যোক্তাদের ব্যাপক আগ্রহ ও ব্যাংকগুলোর ক্রমবর্ধমান পুনঃঅর্থায়ন আবেদনের প্রেক্ষিতে ডিসেম্বর ২০১২ মাসে এ তহবিল ২০০ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস ডিপার্টমেন্ট কর্তৃক এই তহবিলটি পরিচালনা করা হচ্ছে।

এ ঋণ কর্মসূচির আওতাভুক্ত খাতগুলো হচ্ছে ফলজাত খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ (যেমন জ্যাম, জেলি, জুস, আচার, শরবত, সিরাপ, সস ইত্যাদি); ফল (যেমন আম, পেয়ারা, কাঁঠাল, লিচু, আনারস, নারিকেল ইত্যাদি), শাক-সবজি (যেমন টমেটো ইত্যাদি), ডাল, ইক্ষু, মাশরুম, দুগ্ধ, লবণ প্রক্রিয়াকরণ; ব্রেড, বিস্কুট, চানাচুর, চিপস, পটেটো ফ্লেক্স, সেমাই, লাচ্ছা, নুডুলস্, আটা, ময়দা, সুজি, চাল, মুড়ি, চিড়া, খৈ প্রস্তুতকরণ; বিভিন্ন প্রকার গুড়া মসলা উৎপাদন, চিংড়ি ও অন্যান্য মাছ প্রক্রিয়াকরণ ও হিমায়িতকরণ; মাংস প্রক্রিয়াকরণ; হাঁস, মুরগি, গবাদি পশু ও মাছের জন্যে খাদ্য প্রস্তুতকরণ, পাটজাত দ্রব্য (যেমন দড়ি, সুতা, চট, থলে, কার্পেট, পাটের সেন্ডেল ইত্যাদি) প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান, কোল্ড স্টোরেজ, ফুল সংরক্ষণ ও রপ্তানি, পার্টিকেল বোর্ড নির্মাণসহ, রেশম বস্ত্র উৎপাদন; ভোজ্যতেল পরিশোধন; চালের কুঁড়া থেকে ভোজ্যতেল উৎপাদন; মৌমাছি চাষ/মধু তৈরিসহ কৃষিজাত পণ্য প্রক্রিয়াকরণের ৩৭টি উপখাতে এ ঋণ সুবিধা দেয়া হচ্ছে **(তালিকা পরিশিষ্ট-ঘ দ্রষ্টব্য)**।

১৯.২ । সম-মূলধন উন্নয়ন তহবিল (ইইএফ)

সম্ভাবনাময় খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও কৃষিভিত্তিক শিল্প এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) খাতে বিনিয়োগ উৎসাহিত করার লক্ষ্যে ২০০০-০১ অর্থবছরের বাজেটে ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দের মাধ্যমে সম-মূলধন উন্নয়ন তহবিল (ইইএফ) এর যাত্রা শুরু হয়। কৃষিভিত্তিক শিল্প এবং আইসিটি খাতের উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি তথা দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ইইএফ-এর মূল লক্ষ্য।

ইইএফ এর আওতায় অধিক সংখ্যক উদ্যোক্তার অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি ও ইইএফ তহবিলকে আরো উদ্যোক্তা-বান্ধব করার জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে নীতিমালা সহজ করা হয়েছে। কৃষি এবং আইসিটি উভয় খাতেই মোট প্রকল্প ব্যয়ের সর্বনিম্ন পরিমাণ আগের ৫০ লক্ষ টাকা থেকে কমিয়ে ২০ লক্ষ টাকায় নির্ধারণ করা হয়েছে। এর ফলে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের জন্য ইইএফ সহায়তা পাওয়ার পথ প্রশস্ত হয়েছে। ইইএফ-এর কৃষিভিত্তিক খাতের তালিকায় নতুন করে জৈবসার উৎপাদন; সয়াফুড উৎপাদন ও সয়াবিন প্রসেসিং; ফলমূল ও শাকসবজি প্রক্রিয়াকরণ ও সংরক্ষণ; মৌচাষ ও মধু প্রক্রিয়াজাতকরণ; স্থানীয় ও রপ্তানি বাজারের জন্য জ্যাম, জেলি, আচার, সসেজ প্রস্তুতকরণ; সুপারি চাষ, উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ; কচ্ছপ-এর হ্যাচারি ও কচ্ছপ চাষ এবং পাম অয়েল মিল স্থাপন অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বর্তমানে অনিবাসী বাংলাদেশী উদ্যোক্তা, মুক্তিযোদ্ধা, নারী উদ্যোক্তা (যেসব প্রকল্পের ব্যবস্থাপনা পরিচালক নারী) ও উপজাতি উদ্যোক্তাদের প্রকল্প এবং পার্বত্য জেলা ও মঙ্গাপীড়িত এলাকার প্রকল্পসমূহকে ইইএফ সহায়তা মঞ্জুরির ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিবেচনা করা হচ্ছে। ইইএফ সহায়তাপ্রাপ্ত প্রকল্পসমূহে ব্যাপক কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে। এছাড়া কৃষিভিত্তিক প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের ফলে দেশের প্রোটিনের চাহিদা বিশেষ করে মাছ, মাংস ও ডিমের সরবরাহ বাড়াতে ইইএফ তহবিল গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

শুরু থেকে বাংলাদেশ ব্যাংক ইইএফ-এর কার্যক্রমের সাথে পুরোপুরি সম্পৃক্ত থাকলেও সরকারের অনুমোদনক্রমে ০১ জুন ২০০৯ থেকে ইইএফ-এর নীতি নির্ধারণ, তহবিল ব্যবস্থাপনা এবং কর্মকৃতি পরিবীক্ষণ সংক্রান্ত কাজ বাংলাদেশ ব্যাংকের কাছে রেখে অপারেশনাল কার্যাবলী ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি)-এর ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে।

বার্ষিক কৃষি ও পল্লী ঋণ কর্মসূচি ঃ খাত/উপখাত

১। স্বল্প মেয়াদি ঋণ

১.১। ফসল ঋণ (চা ব্যতীত)

(ক) রোপা আমন

(খ) রবি ফসল

১) বোরো

২) গম

৩) আলু

৪) আখ

৫) সরিষা/বাদাম

৬) অন্যান্য রবি ফসল (ডাল, শীতকালীন শাক-সবজি ইত্যাদি)।

গ) গ্রীষ্মকালীন ফসল

১) আউশ/বোনা আমন

২) পাট

৩) ভুট্টা

৪) অন্যান্য গ্রীষ্মকালীন ফসল (তিল, গ্রীষ্মকালীন শাক-সবজি ইত্যাদি)।

(ঘ) তুলা

(ঙ) অন্যান্য ফসল (আদা, কচু ইত্যাদি)।

১.২। মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন

(ক) মৎস্য চাষ

(খ) চিংড়ি চাষ

(গ) একোয়াকালচার

(ঘ) রেণু উৎপাদন

১.৩। লবণ চাষ।

১.৪। অন্যান্য স্বল্প মেয়াদি কর্মকান্ড (কলা চাষ ও বিবিধ)।

১.৫। শস্যগুদাম ও বাজারজাতকরণ।

২। মেয়াদি ঋণ

২.১। সেচ যন্ত্রপাতি

ক) গভীর নলকূপ

খ) অগভীর নলকূপ

গ) এল এল পি

ঘ) হস্তচালিত নলকূপ/ওয়াটার পাম্প/ট্রেডল পাম্প।

২.২। প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন

ক) হালের গরু/মহিষ

খ) প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন

১) গরু মোটাতাজাকরণ

২) দুগ্ধ খামার

৩) ছাগল/ভেড়ার খামার

গ) হাঁস/মুরগির খামার (পোলট্রি)

ঘ) কেঁচো কম্পোস্ট সার উৎপাদন।

২.৩। কৃষি যন্ত্রপাতি

ক) পাওয়ার টিলার

খ) ট্রাক্টর

গ) ফসল কাটা ও মাড়াইয়ের যন্ত্র

ঘ) অন্যান্য কৃষি যন্ত্রপাতি

২.৪। নার্সারী ও উদ্যানভিত্তিক ফসল (কলা, আনারস, বাউকুল, ওয়েলপাম ইত্যাদি)।

২.৫। পান বরজ।

২.৬। মাশরুম চাষ।

২.৭। আয় উৎপাদনক্ষম কর্মকান্ড।

২.৮। গ্রামীণ পরিবহন (নৌকা, রিক্সা, ভ্যান, গরুর গাড়ি ইত্যাদি)।

২.৯। জলমহাল ব্যবস্থাপনা।

২.১০। অন্যান্য মেয়াদি কর্মকান্ড (রেশমগুটি উৎপাদন, লাক্ষাগাছ, খয়েরগাছ উৎপাদন, রেশম চাষ, তুঁত গাছ চাষ ইত্যাদি)।

পরিশিষ্ট-খ

২০১৩-১৪ অর্থবছরে ব্যাংকসমূহের জন্য কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা

(কোটি টাকায়)

ক্রঃ নং	ব্যাংকের নাম	কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা
ক.	**রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বিশেষায়িত ব্যাংক ঃ**	
১	বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক	৪৬০০
২	রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক	১৪৫০
	উপ-সমষ্টি	**৬০৫০**
খ.	**রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক ঃ**	
১	সোনালী ব্যাংক লিঃ	১১৮০
২	জনতা ব্যাংক লিঃ	৭৫০
৩	অগ্রণী ব্যাংক লিঃ	৬৬০
৪	রূপালী ব্যাংক লিঃ	১৫০
	উপ-সমষ্টি	**২৭৪০**
গ.	**বিদেশী ব্যাংক ঃ**	
১	স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক	২২০
২	ব্যাংক আল-ফালাহ লিঃ	৯
৩	কমার্শিয়াল ব্যাংক অব সিলোন লিঃ	২৫
৪	সিটি ব্যাংক এন এ	২০
৫	হাবিব ব্যাংক লিঃ	৬
৬	এইচএসবিসি	১২০
৭	ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তান	২১
৮	স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়া	১০
৯	উরি ব্যাংক	২
	উপ-সমষ্টি	**৪৩৩**

ক্রঃ নং	ব্যাংকের নাম	কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা
ঘ.	**বেসরকারী বাণিজ্যিক ব্যাংক ঃ**	
১	প্রিমিয়ার ব্যাংক লিঃ	৯১
২	এবি ব্যাংক লিঃ	২০৫
৩	আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিঃ	১৯৮
৪	ব্যাংক এশিয়া লিঃ	১৫৭
৫	বেসিক ব্যাংক লিঃ	১৬০
৬	বাংলাদেশ কমার্স ব্যাংক লিঃ	১৯
৭	ব্র্যাক ব্যাংক লিঃ	১৮০
৮	ঢাকা ব্যাংক লিঃ	১৭০
৯	ডাচ্-বাংলা ব্যাংক লিঃ	১৭০
১০	ইস্টার্ন ব্যাংক লিঃ	১৬৫
১১	এক্সিম ব্যাংক লিঃ	২২৫
১২	ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিঃ	১৮০
১৩	আইএফআইসি ব্যাংক লিঃ	১২৫
১৪	ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ	৭৫৫
১৫	যমুনা ব্যাংক লিঃ	১০০
১৬	মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিঃ	১৬৫
১৭	মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক লিঃ	১০৫
১৮	ন্যাশনাল ব্যাংক লিঃ	২৩০
১৯	এনসিসিবি লিঃ	১৪০
২০	ওয়ান ব্যাংক লিঃ	১০৫
২১	প্রাইম ব্যাংক লিঃ	২৭৮
২২	পূবালী ব্যাংক লিঃ	২২০
২৩	শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিঃ	১৭৬
২৪	সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিঃ	১৪০
২৫	সাউথইস্ট ব্যাংক লিঃ	২১২
২৬	স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিঃ	১০৭
২৭	দি সিটি ব্যাংক লিঃ	১৪৫
২৮	ট্রাস্ট ব্যাংক লিঃ	১০৫
২৯	ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক লিঃ	২৪০
৩০	উত্তরা ব্যাংক লিঃ	১০৪
	উপ-সমষ্টি	**৫৩৭২**

সর্বমোট লক্ষ্যমাত্রা ১৪,৫৯৫ কোটি টাকা

- এছাড়াও উক্ত নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার বাইরে নতুন লাইসেন্সপ্রাপ্ত এবং ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু করা ৮টি ব্যাংক তাদের মোট ঋণ ও অগ্রিমের অন্তত ৫% কৃষি খাতে ঋণ বিতরণ করবে ।

কেঁচো কম্পোস্ট সার (Vermicompost) উৎপাদনে ঋণ নিয়মাচার

ক) নতুন প্রকল্প স্থাপনঃ

গরু ক্রয় (২টি)	মাটির চাড়ী ক্রয়/ হাউস নির্মাণ	কেঁচো ক্রয় (৩ কেজি)	ঘর তৈরি/ শেড নির্মাণ	অন্যান্য উপাদান ক্রয়	গরু ক্রয়সহ মোট খরচ	গরু ক্রয়ব্যতীত মোট খরচ
২,০০,০০০	৩০,০০০	১০,০০০	৪৯,০০০	১০০০	২,৯০,০০০.০০	৯০,০০০.০০

খ) পূর্ব হতেই গাভী পালন করছে ঃ

যে সকল ব্যক্তি আগে থেকেই গাভী পালন করে আসছে তাদেরকে মাটির চাড়ী/হাউস নির্মাণ, ঘর তৈরি/শেড নির্মাণ ও কেঁচো ক্রয়ের জন্য অর্থ প্রদান করলেই যথেষ্ট। এ ক্ষেত্রে ৯০,০০০.০০ টাকা পর্যন্ত ঋণ প্রদান করা যেতে পারে।

ঋণ প্রাপ্তির যোগ্যতা ঃ একক অথবা যৌথ ভিত্তিতে উৎপাদনকারী পরিবার/প্রতিষ্ঠান।

ঋণ পরিশোধের সময়কাল ঃ ঋণ গ্রহণের তারিখ হতে ০৬ মাস গ্রেস পিরিয়ডসহ অনধিক তিন (৩) বছরের মধ্যে পরিশোধযোগ্য ।

জামানতের পরিমাণ ঃ নতুন প্রকল্প স্থাপনে জামানত গ্রহণ/ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে জামানত নির্ধারণ করা যেতে পারে এবং পূর্ব হতেই গাভী পালন করছে এমন ঋণ গ্রহীতার অনুকূলে জামানত বিহীন ঋণ প্রদান করা যেতে পারে ।

কৃষিভিত্তিক শিল্পের অনুমোদিত তালিকা

০১) প্রক্রিয়াকরণ ফলজাত খাদ্য (জ্যাম,জেলী, জুস, আচার, শরবত, সিরাপ, সস ইত্যাদি) উৎপাদনকারী শিল্প;
০২) ফল (টমেটো, আম, পেয়ারা, ইক্ষু, কাঁঠাল, লিচু, আনারস, নারিকেল ইত্যাদি) শাক-সবজি, ডাল প্রক্রিয়াকরণ;
০৩) ব্রেড এন্ড বিস্কুট, সেমাই, লাচ্ছা, চানাচুর ইত্যাদি প্রস্তুতকরণ;
০৪) আটা, ময়দা, সুজি প্রক্রিয়াকরণ;
০৫) মাশরুম ও স্পিরোলিনা প্রক্রিয়াকরণ;
০৬) স্টার্চ, গ্লুকোজ, ডেক্সট্রোজ এবং অন্যান্য স্টার্চ পণ্য উৎপাদনকারী শিল্প;
০৭) দুগ্ধ প্রক্রিয়াকরণ (দুধ পাস্তুরিতকরণ, গুড়ো দুধ, আইসক্রিম, কনডেন্সড মিল্ক, মিষ্টি, পনির, ঘি, মাখন চকোলেট, দধি ইত্যাদি);
০৮) আলু থেকে প্রক্রিয়াজাত খাদ্য (চিপস, পটেটো ফ্লেক্স, স্টার্চ ইত্যাদি);
০৯) বিভিন্ন গুড়া মশলা উৎপাদনকারী শিল্প;
১০) ভোজ্য তেল পরিশোধন ও হাইড্রোজিনেশন শিল্প;
১১) লবণ প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প;
১২) চিংড়ি ও অন্যান্য মাছ প্রক্রিয়াজাতকরণ ও হিমায়িতকরণ;
১৩) হারবাল ও ভেষজ কসমেটিক্স প্রস্তুতকারী শিল্প;
১৪) ইউনানী আয়ুর্বেদিক ঔষধ প্রস্তুতকারী শিল্প;
১৫) হাঁস-মুরগি, গবাদি পশু ও মাছ এর জন্য সুষম খাদ্য প্রস্তুতকারী শিল্প;
১৬) বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ;
১৭) পাটজাত দ্রব্য প্রস্তুতকরণ (যেমন-দড়ি, সুতা, চট, থলে, কার্পেট, পাটের সেন্ডেল প্রভৃতি);
১৮) রেশম বস্ত্র উৎপাদনকারী শিল্প;
১৯) কৃষিজাত পণ্য উৎপাদনে সহায়ক যন্ত্র শিল্প স্থাপন, মেরামত প্রভৃতি;
২০) চাল, মুড়ি, চিড়া, খৈ ইত্যাদি;
২১) সুগন্ধি চাল;
২২) চা প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প;
২৩) নারিকেল তেল প্রস্তুতকারী শিল্প (যদি দেশীয় নারিকেল থেকে সংগৃহীত copra ব্যবহার করা হয়);
২৪) রাবার টেপ, লাক্ষ্যা প্রক্রিয়াজাতকরণ;
২৫) কোল্ড স্টোরেজ (কৃষকদের উৎপাদিত খাবার আলু ও বীজ আলু, ফলমূল, শাক-সবজি প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ;)
২৬) কাঠ, বাঁশ ও বেতের আসবাব তৈরি/উৎপাদন (কুটির শিল্প ছাড়া);
২৭) ফুল সংরক্ষণ ও রপ্তানীকারক প্রতিষ্ঠান;
২৮) মাংস প্রক্রিয়াজাতকারী প্রতিষ্ঠান;
২৯) জৈব সার, মিশ্র সার, গুটি ইউরিয়া ইত্যাদি তৈরি;
৩০) বায়োপেস্টিসাইড, নিম উৎপাদিত পেস্টিসাইড ইত্যাদি তৈরি;
৩১) মৌমাছি চাষ/মধু তৈরির প্রকল্প;
৩২) রাবারজাত দ্রব্যাদি তৈরির প্রকল্প;
৩৩) পার্টিকেল বোর্ড;
৩৪) সরিষার তেল প্রস্তুতকারী শিল্প;
৩৫) পোলট্রি ও ডেইরি শিল্প;
৩৬) ধানের তুষ ও গরুর গোবর থেকে বায়োগ্যাস ও বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্প ও
৩৭) চালের কুঁড়া থেকে ভোজ্য তেল উৎপাদন শিল্প ।

পরিশিষ্ট-ঙ

ফসল উৎপাদনের ঋণ নিয়মাচার ঃ ১৪২০-১৪২১ বাং/২০১৩-২০১৪ ইং

ক্রমিক নং	ফসলের নাম	একর প্রতি উৎপাদনের খরচ (টাকায়)											
		সুষম সার	বীজ	সেচ	মাচা/খুটি /বরজ	কীটনাশক	জমি তৈরী যান্ত্রিক/হাল	শ্রম	মৌসুমওয়ারী ফসল উৎপাদনে জমির ভাড়া	মোট	একর প্রতি ঋণের পরিমাণ	প্রতি ঋণ গ্রহীতার জন্য সর্বোচ্চ ৫ একর এবং আখ ও আলুর জন্য সর্বোচ্চ ২.৫ একর এর জন্য ঋণের পরিমণ	প্রতি ঋণ গ্রহীতার জন্য সর্বনিম্ন ০.৫০ বিঘার জন্য ঋণের পরিমাণ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
দানা শস্য ঃ													
১	আউশ (উফশী)	৪৮০০	৩৬০	১২০০	০	৭৫০	৩২০০	১৫০০০	৬০০০	৩১৩১০	৩১৩১০	১৫৬৫৫০	৫২১৮
২	আউশ (স্থানীয়)	২৮০০	৩৬০	৬০০	০	৫০০	৩২০০	১২৫০০	৬০০০	২৫৯৬০	২৫৯৬০	১২৯৮০০	৪৩২৭
৩	রোপা আমন (উফশী)	৫৮৫০	৫০০	১২০০	০	৭৫০	৩২০০	১৫০০০	৬০০০	৩২৫০০	৩২৫০০	১৬২৫০০	৫৪১৭
৪	রোপা আমন (স্থানীয়)	৩১৫০	৩৫০	০	০	৭৫০	৩২০০	১২৫০০	৬০০০	২৫৯৫০	২৫৯৫০	১২৯৭৫০	৪৩২৫
৫	বোনা আমন (স্থানীয়)	১৩০০	৩৫০	০	০	০	৩২০০	১২৫০০	৫০০০	২২৩৫০	২২৩৫০	১১১৭৫০	৩৭২৫
৬	বোরো (হাইব্রিড)	৭০০০	১২০০	৬০০০	০	১০০০	৩২০০	২০০০০	৬০০০	৪৪৪০০	৪৪৪০০	২২২০০০	৭৪০০
৭	বোরো (উফশী)	৬৩০০	৬৮০	৬০০০	০	৭৫০	৩২০০	২০০০০	৬০০০	৪২৯৩০	৪২৯৩০	২১৪৬৫০	৭১৫৫
৮	বোরো (স্থানীয়)	৩৬৫০	৫৫০	৩০০০	০	৫০০	৩২০০	১৫০০০	৬০০০	৩১৯০০	৩১৯০০	১৫৯৫০০	৫৩১৭
৯	গম (সেচসহ)	১০৭৫০	২১৬০	২৪০০	০	২০০	৩২০০	১২৫০০	৬০০০	৩৭২১০	৩৭২১০	১৮৬০৫০	৬২০২
১০	কাউন	২৪৫০	৫৪০	১২০০	০	৫০০	৩২০০	৬২৫০	৫০০০	১৯১৪০	১৯১৪০	৯৫৭০০	৩১৯০
১১	জোয়ার (সরগম)	৫০৫০	৫০০	১২০০	০	২০০	২৪০০	৬২৫০	৩০০০	১৮৬০০	১৮৬০০	৯৩০০০	৩১০০
১২	বাজরা (পালমিলেট)	২৪০০	৫০০	১২০০	০	২০০	২৪০০	৬২৫০	৩০০০	১৫৯৫০	১৫৯৫০	৭৯৭৫০	২৬৫৮
১৩	বার্লি বা যব	২৫০০	৫০০	১২০০	০	২০০	২৪০০	৬২৫০	৩০০০	১৬০৫০	১৬০৫০	৮০২৫০	২৬৭৫
১৪	চিনা	২৪০০	৪২০	১২০০	০	৩০০	২৪০০	৬২৫০	৫০০০	১৭৯৭০	১৭৯৭০	৮৯৮৫০	২৯৯৫
১৫	ভুট্টা (খরিপ)	৯৭৭৫	৯০০	১২০০	০	৫০০	৩২০০	৮৭৫০	৫০০০	২৯৩২৫	২৯৩২৫	১৪৬৬২৫	৪৮৮৮
১৬	ভুট্টা (রবি)	৯৭৭৫	৯০০	১২০০	০	৫০০	৩২০০	১২৫০০	৫০০০	৩৩০৭৫	৩৩০৭৫	১৬৫৩৭৫	৫৫১৩

বিঃ দ্রঃ একজন কৃষক কৃষির অপর কোন খাতে ঋণ গ্রহণ করে খেলাপি না হলে একই কৃষককে রেয়াতি ৪% সুদ হারে ডাল, তৈলবীজ, মসলা জাতীয় ফসল এবং ভুট্টা চাষ খাতে ঋণ দেওয়া যাবে।

ক্রমিক নং	ফসলের নাম	একর প্রতি উৎপাদনের খরচ (টাকায়)											
		সুষম সার	বীজ	সেচ	মাচা/খুটি /বরজ	কীটনাশক	জমি তৈরী যান্ত্রিক/হাল	শ্রম	মৌসুমওয়ারী ফসল উৎপাদনে জমির ভাড়া	মোট	একর প্রতি ঋণের পরিমাণ	প্রতি ঋণ গ্রহীতার জন্য সর্বোচ্চ ৫ একর এবং আখ ও আলুর জন্য সর্বোচ্চ ২.৫ একর এর জন্য ঋণের পরিমণ	প্রতি ঋণ গ্রহীতার জন্য সর্বনিম্ন ০.৫০ বিঘার জন্য ঋণের পরিমাণ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
অর্থকরী ফসল ঃ													
১৭	পাট	৮৪০০	৩০০	০	০	৫০০	৪০০০	১২৫০০	৩০০০	২৮৭০০	২৮৭০০	১৪৩৫০০	৪৭৮৩
১৮	শন পাট	৬২০০	৩০০	০	০	৫০০	৩২০০	৬২৫০	৩০০০	১৯৪৫০	১৯৪৫০	৯৭২৫০	৩২৪২
১৯	আখ	১৬৬০০	৩০০০	২৪০০	০	১৮০০	৩২০০	১২৫০০	৬০০০	৪৫৫০০	৪৫৫০০	১১৩৭৫০	৭৫৮৩
২০	পান	৯১৩৫০	৫০০০০	৫০০০	১৩০০০০	৫০০০	৪৮০০	৮৭৫০০	২০০০০	৩৯৩৬৫০	৩৯৩৬৫০	১৯৬৮২৫০	৬৫৬০৮
২১	তুলা (আমেরিকান)	১১০৫০	৪০০	১২০০	০	৭০০	৩২০০	১২৫০০	৬০০০	৩৫০৫০	৩৫০৫০	১৭৫২৫০	৫৮৪২
২২	তুলা (কুমিল্লা পাহাড়ী)	৯৬৫০	৪০০	১২০০	০	৭০০	৩২০০	১২৫০০	৬০০০	৩৩৬৫০	৩৩৬৫০	১৬৮২৫০	৫৬০৮
শাক সবজি ঃ													
২৩	সীম	৭৬০০	৬৬০	১২০০	১২০০০	৬০০	৩২০০	১০০০০	৫০০০	৪০২৬০	৪০২৬০	২০১৩০০	৬৭১০
২৪	লাল শাক	৭৩৫০	৩০০	৬০০	০	৩০০	৩২০০	৫০০০	৩০০০	১৯৭৫০	১৯৭৫০	৯৮৭৫০	৩২৯২
২৫	পালং শাক	৬৯৫০	১২৮	৬০০	০	৩০০	৩২০০	৫০০০	৩০০০	১৯১৭৮	১৯১৭৮	৯৫৮৯০	৩১৯৬
২৬	কলমি শাক	৮২০০	১৩৫	৬০০	০	৩০০	৩২০০	৫০০০	৩০০০	২০৪৩৫	২০৪৩৫	১০২১৭৫	৩৪০৬
২৭	লাউ	৮৫০০	১২৫	৬০০	১৮০০০	৩০০	৩২০০	৫০০০	৫০০০	৪০৭২৫	৪০৭২৫	২০৩৬২৫	৬৭৮৮
২৮	মুলা	৯৫০০	১৮৮	১২০০	০	৫০০	৩২০০	৫০০০	৫০০০	২৪৫৮৮	২৪৫৮৮	১২২৯৪০	৪০৯৮
২৯	ফুলকপি	১০১৫০	৭০০	২৪০০	০	৫০০	৩২০০	৮৭৫০	৫০০০	৩০৭০০	৩০৭০০	১৫৩৫০০	৫১১৭
৩০	বাঁধাকপি	১০২৫০	৭০০	২৪০০	০	৫০০	৩২০০	৮৭৫০	৫০০০	৩০৮০০	৩০৮০০	১৫৪০০০	৫১৩৩
৩১	ওলকপি	১২৯০০	৭০০	২৪০০	০	৫০০	৩২০০	৮৭৫০	৫০০০	৩৩৪৫০	৩৩৪৫০	১৬৭২৫০	৫৫৭৫
৩২	শালগম	১২৯০০	৭০০	২৪০০	০	৫০০	৩২০০	৮৭৫০	৫০০০	৩৩৪৫০	৩৩৪৫০	১৬৭২৫০	৫৫৭৫
৩৩	গাজর	৮৭০০	৪৫০০	১৮০০	০	৫০০	৩২০০	৫০০০	৫০০০	২৮৭০০	২৮৭০০	১৪৩৫০০	৪৭৮৩
৩৪	মটরসুটি	৭৪০০	৬৮০	৬০০	০	৫০০	৩২০০	৫০০০	৫০০০	২২৩৮০	২২৩৮০	১১১৯০০	৩৭৩০
৩৫	বরবটি	৭৪৫০	১২০০	৬০০	৪৫০০	৫০০	৩২০০	৬২৫০	৫০০০	২৮৭০০	২৮৭০০	১৪৩৫০০	৪৭৮৩
৩৬	লেটুস	৭৫৫০	৭০০	১৮০০	০	৫০০	৩২০০	৮৭৫০	৫০০০	২৭৫০০	২৭৫০০	১৩৭৫০০	৪৫৮৩
৩৭	বেগুন	৮৯৫০	১০০	১৮০০	০	১৫০০	৩২০০	৬২৫০	৫০০০	২৬৮০০	২৬৮০০	১৩৪০০০	৪৪৬৭

ক্রমিক নং	ফসলের নাম	একর প্রতি উৎপাদনের খরচ (টাকায়)											
		সুষম সার	বীজ	সেচ	মাচা/খুটি /বরজ	কীটনাশক	জমি তৈরী যান্ত্রিক/হাল	শ্রম	মৌসুমওয়ারী ফসল উৎপাদনে জমির ভাড়া	মোট	একর প্রতি ঋণের পরিমাণ	প্রতি ঋণ গ্রহীতার জন্য সর্বোচ্চ ৫ একর এবং আখ ও আলুর জন্য সর্বোচ্চ ২.৫ একর এর জন্য ঋণের পরিমাণ	প্রতি ঋণ গ্রহীতার জন্য সর্বনিম্ন ০.৫০ বিঘার জন্য ঋণের পরিমাণ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
৩৮	টমেটো (গ্রীষ্মকালীন)	৮৫১০	১০০	৬০০	৪৫০০	১০০০	৩২০০	১০০০০	৫০০০	৩২৯১০	৩২৯১০	১৬৪৫৫০	৫৪৮৫
৩৯	টমেটো (রবি)	৯২০০	১০০	১৮০০	৪৫০০	৫০০	৩২০০	১০০০০	৫০০০	৩৪৩০০	৩৪৩০০	১৭১৫০০	৫৭১৭
৪০	শশা	৭৯০০	১০০	৬০০	১২০০০	৫০০	৩২০০	৬২৫০	৫০০০	৩৫৫৫০	৩৫৫৫০	১৭৭৭৫০	৫৯২৫
৪১	উচ্ছে/করল্লা	৮০০০	১০৩০	২৪০০	১২০০০	৫০০	৩২০০	৬২৫০	৫০০০	৩৮৩৮০	৩৮৩৮০	১৯১৯০০	৬৩৯৭
৪২	পটল	৮০০০	২০০০	৬০০	১২০০০	৫০০	৩২০০	৬২৫০	৬০০০	৩৮৫৫০	৩৮৫৫০	১৯২৭৫০	৬৪২৫
৪৩	ঢেঁড়স	৮৫০০	২৪০	১২০০	০	৫০০	৩২০০	৫০০০	৩০০০	২১৬৪০	২১৬৪০	১০৮২০০	৩৬০৭
৪৪	মিষ্টিকুমড়া	৮৫০০	১০০	১২০০	০	৫০০	৩২০০	৫০০০	৩০০০	২১৫০০	২১৫০০	১০৭৫০০	৩৫৮৩
৪৫	চালকুমড়া	৮৫০০	১০০	১২০০	১৮০০০	৫০০	৩২০০	৫০০০	৩০০০	৩৯৫০০	৩৯৫০০	১৯৭৫০০	৬৫৮৩
৪৬	কাকরোল	৮০০০	১২০০	১২০০	১২০০০	৫০০	৩২০০	১০০০০	৫০০০	৪১১০০	৪১১০০	২০৫৫০০	৬৮৫০
৪৭	ঝিংগা	৮৫০০	১০০	১২০০	১২০০০	৫০০	৩২০০	৬২৫০	৫০০০	৩৬৭৫০	৩৬৭৫০	১৮৩৭৫০	৬১২৫
৪৮	চিচিঙ্গা	৮৫০০	১০০	১২০০	১২০০০	৫০০	৩২০০	৬২৫০	৫০০০	৩৬৭৫০	৩৬৭৫০	১৮৩৭৫০	৬১২৫
৪৯	ধুন্দুল	৮৫০০	১০০	১২০০	১২০০০	৫০০	৩২০০	৬২৫০	৫০০০	৩৬৭৫০	৩৬৭৫০	১৮৩৭৫০	৬১২৫
৫০	পুঁই	৭৭০০	৪০০	১২০০	০	৫০০	৩২০০	৬২৫০	৫০০০	২৪২৫০	২৪২৫০	১২১২৫০	৪০৪২
৫১	ফরাসী সীম	৮৩১০	২০০	১২০০	০	৫০০	৩২০০	৭৫০০	৫০০০	২৫৯১০	২৫৯১০	১২৯৫৫০	৪৩১৮
৫২	ডাটা	৮১০০	১০০	৬০০	০	৪০০	৩২০০	৬২৫০	৩০০০	২১৬৫০	২১৬৫০	১০৮২৫০	৩৬০৮
মসলা জাতীয় ফসলঃ													
৫৩	মরিচ	৯৩০০	১৯৫	১২০০	০	৬০০	৪০০০	১২৫০০	৫০০০	৩২৭৯৫	৩২৭৯৫	১৬৩৯৭৫	৫৪৬৬
৫৪	পেঁয়াজ	৯৪০০	১৮২৫০	১২০০	০	৫০০	৪৮০০	৬২৫০	৫০০০	৪৫৪০০	৪৫৪০০	২২৭০০০	৭৫৬৭
৫৫	রসুন	১০০০০	২৪০০০	১২০০	০	৫০০	৪৮০০	৬২৫০	৫০০০	৫১৭৫০	৫১৭৫০	২৫৮৭৫০	৮৬২৫
৫৬	আদা	৯৫০০	৬৪০০০	১২০০	০	৫০০	৩২০০	৭৫০০	৫০০০	৯০৯০০	৯০৯০০	৪৫৪৫০০	১৫১৫০
৫৭	হলুদ	৮৮৭০	৮০০০০	৬০০	০	৫০০	৩২০০	৬২৫০	৫০০০	১০৪৪২০	১০৪৪২০	৫২২১০০	১৭৪০৩
৫৮	ধনিয়া	৮৬৭০	১০০	১২০০	০	৫০০	৩২০০	৫০০০	৩০০০	২১৬৭০	২১৬৭০	১০৮৩৫০	৩৬১২

বিঃ দ্রঃ একজন কৃষক কৃষির অপর কোন খাতে ঋণ গ্রহণ করে খেলাপি না হলে একই কৃষককে রেয়াতি ৪% সুদ হারে ডাল, তৈলবীজ, মসলা জাতীয় ফসল এবং ভুট্টা চাষ খাতে ঋণ দেওয়া যাবে।

ক্রমিক নং	ফসলের নাম	একর প্রতি উৎপাদনের খরচ (টাকায়)											
		সুষম সার	বীজ	সেচ	মাচা/খুটি /বরজ	কীটনাশক	জমি তৈরী যান্ত্রিক/হাল	শ্রম	মৌসুমওয়ারী ফসল উৎপাদনে জমির ভাড়া	মোট	একর প্রতি ঋণের পরিমাণ	প্রতি ঋণ গ্রহীতার জন্য সর্বোচ্চ ৫ একর এবং আখ ও আলুর জন্য সর্বোচ্চ ২.৫ একর এর জন্য ঋণের পরিমণ	প্রতি ঋণ গ্রহীতার জন্য সর্বনিম্ন ০.৫০ বিঘার জন্য ঋণের পরিমাণ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
৫৯	পেঁয়াজ (বীজ উৎপাদন)	৯৫৪০	৪৭৫০০	২৪০০	০	৩০০০	৩২০০	১৮৭৫০	৬০০০	৯০৩৯০	৯০৩৯০	২২৫৯৭৫ (সর্বোচ্চ ঋণ ২.৫ একরের জন্য)	১৫০৬৫ (সর্বনিম্ন ঋণ)
৬০	জিরা	৮৮৭০	১১০০	১২০০	০	৫০০	৩২০০	৬২৫০	৫০০০	২৬১২০	২৬১২০	১৩০৬০০	৪৩৫৩
ফল ঃ													
৬১	কলা	২৪৯৬০	১৪২৫০	২৪০০	৪৭৫০০	১০০০	৩২০০	৮৭৫০	৯০০০	১১১০৬০	১১১০৬০	৫৫৫৩০০	১৮৫১০
৬২	পেঁপে	২৬২৮০	৯১৫০	১২০০	৫০০০০	৫০০	৩২০০	৮৭৫০	৯০০০	১০৮০৮০	১০৮০৮০	৫৪০৪০০	১৮০১৩
৬৩	আনারস	১১৬৫০	১৮০০০	১৮০০	০	৫০০	৩২০০	৮৭৫০	৯০০০	৫২৯০০	৫২৯০০	২৬৪৫০০	৮৮১৭
৬৪	তরমুজ	৮৭৭৫	৫০০০	২৪০০	০	১০০০	৩২০০	১০০০০	৫০০০	৩৫৩৭৫	৩৫৩৭৫	১৭৬৮৭৫	৫৮৯৬
৬৫	বাংগী	৯২৫০	৪০০	১২০০	০	৫০০	৩২০০	৭৫০০	৫০০০	২৭০৫০	২৭০৫০	১৩৫২৫০	৪৫০৮
৬৬	আম	২৭৪১০	৬৬০০	১২০০	০	৩০০০	৩২০০	৭৫০০	২০০০০	৬৮৯১০	৬৮৯১০	৩৪৪৫৫০	১১৪৮৫
৬৭	লেবু	১৩৮৯৫	৯০০০	৬০০	০	৫০০	৩২০০	৬২৫০	১২০০০	৪৫৪৪৫	৪৫৪৪৫	২২৭২২৫	৭৫৭৪
৬৮	লটকন	১৪৮৪০	৯০০০	৬০০	০	৫০০	৩২০০	৬২৫০	১২০০০	৪৬৩৯০	৪৬৩৯০	২৩১৯৫০	৭৭৩১
৬৯	পেয়ারা	১৫৭০০	৯০০০	৬০০	০	৫০০	৩২০০	১০০০০	১২০০০	৫১০০০	৫১০০০	২৫৫০০০	৮৫০০
৭০	স্ট্রবেরী	১৫৯৮০	১০০০০০	১২০০	০	১০০০	৩২০০	১২৫০০	১২০০০	১৪৫৮৮০	১৪৫৮৮০	৩৬৪৭০০ (সর্বোচ্চ ২.৫ একরের জন্য)	২৪৩১৩
৭১	লিচু	২২৩৪০	৪৯৫০	১২০০	০	৩০০০	৩২০০	৭৫০০	২০০০০	৬২১৯০	৬২১৯০	৩১০৯৫০	১০৩৬৫
৭২	কমলা লেবু (নতুন বাগান সৃজন)	১৭০১০	৫৬৭০	১২০০	০	১০০০	৩২০০	৮৭৫০	৯০০০	৪৫৮৩০	৪৫৮৩০	২২৯১৫০	৭৬৩৮
৭৩	কমলা লেবু (পুরাতন বাগানের উৎপাদন বৃদ্ধি)	৩৬৪০০	০	১২০০	০	১০০০	৩২০০	৮৭৫০	৯০০০	৫৯৫৫০	৫৯৫৫০	২৯৭৭৫০	৯৯২৫
৭৪	মাল্টা	৮২৩০	৮৭৫০	৩০০০	০	৫০০	৫৬০০	৭৫০০	৬০০০	৩৯৫৮০	৩৯৫৮০	১৯৭৯০০	৬৫৯৭
৭৫	সফেদা	৫৩০০	৩০০০	৩০০০	০	৫০০	৫৬০০	৭৫০০	৬০০০	৩০৯০০	৩০৯০০	১৫৪৫০০	৫১৫০

ক্রমিক নং	ফসলের নাম	একর প্রতি উৎপাদনের খরচ (টাকায়)											
		সুষম সার	বীজ	সেচ	মাচা/খুটি /বরজ	কীটনাশক	জমি তৈরী যান্ত্রিক/হাল	শ্রম	মৌসুমওয়ারী ফসল উৎপাদনে জমির ভাড়া	মোট	একর প্রতি ঋণের পরিমাণ	প্রতি ঋণ গ্রহীতার জন্য সর্বোচ্চ ৫ একর এবং আখ ও আলুর জন্য সর্বোচ্চ ২.৫ একর এর জন্য ঋণের পরিমণ	প্রতি ঋণ গ্রহীতার জন্য সর্বনিম্ন ০.৫০ বিঘার জন্য ঋণের পরিমাণ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
৭৬	আমড়া	৫৪০০	১৫০০	৩০০০	০	৫০০	৫৬০০	৬২৫০	৬০০০	২৮২৫০	২৮২৫০	১৪১২৫০	৪৭০৮
৭৭	বাউকুল/আপেলকুল	১৮৭৬০	১৫৭৫০	১২০০	০	৩০০০	৩২০০	২৫০০০	২০০০০	৮৬৯১০	৮৬৯১০	৪৩৪৫৫০	১৪৪৮৫
কন্দল ফসল ঃ													
৭৮	আলু (উফশী)	৯৪৩০	২৮৪০০	১৮০০	০	৩০০০	৩২০০	৮৭৫০	৫০০০	৫৯৫৮০	৫৯৫৮০	১৪৮৯৫০	৯৯৩০
৭৯	আলু (স্থানীয়)	৮৫৫০	১২০০০	১২০০	০	৫০০	৩২০০	৬২৫০	৫০০০	৩৬৭০০	৩৬৭০০	৯১৭৫০	৬১১৭
৮০	মিষ্টি আলু	৯১০০	৫০০০	১২০০	০	৫০০	৩২০০	৬২৫০	৩০০০	২৮২৫০	২৮২৫০	১৪১২৫০	৪৭০৮
৮১	কচু (মুখী কচু)	৮১৬০	৪০০০	১২০০	০	৫০০	৩২০০	৬২৫০	৩০০০	২৬৩১০	২৬৩১০	১৩১৫৫০	৪৩৮৫
৮২	পানি কচু	৮৩২০	১৫০০০	৬০০	০	৫০০	৩২০০	৬২৫০	৩০০০	৩৬৮৭০	৩৬৮৭০	১৮৪৩৫০	৬১৪৫
৮৩	ওলকচু	৯৬৭৫	৮০০০	১২০০	০	৫০০	৩২০০	৬২৫০	৩০০০	৩১৮২৫	৩১৮২৫	১৫৯১২৫	৫৩০৪
তৈল জাতীয় ঃ													
৮৪	সরিষা (উফশী)	৯১২০	২০০	৬০০	০	৫০০	৩২০০	৬২৫০	৩০০০	২২৮৭০	২২৮৭০	১১৪৩৫০	৩৮১২
৮৫	সরিষা (স্থানীয়)	৮৩৭০	২০০	৬০০	০	৫০০	৩২০০	৬২৫০	৩০০০	২২১২০	২২১২০	১১০৬০০	৩৬৮৭
৮৬	চিনাবাদাম (খরিপ)	২৫৯৫	২৮৬০	১২০০	০	৫০০	৩২০০	১০০০০	৩০০০	২৩৩৫৫	২৩৩৫৫	১১৬৭৭৫	৩৮৯৩
৮৭	চিনাবাদাম (রবি)	২৫৯৫	২৮৬০	১২০০	০	৫০০	৩২০০	১০০০০	৩০০০	২৩৩৫৫	২৩৩৫৫	১১৬৭৭৫	৩৮৯৩
৮৮	সূর্যমূখী	৯০৩০	৩০০	১২০০	০	৫০০	৩২০০	৩৭৫০	৩০০০	২০৯৮০	২০৯৮০	১০৪৯০০	৩৪৯৭
৮৯	তিল (খরিপ)	৮৩০০	২০০	৬০০	০	৫০০	৩২০০	৫০০০	৩০০০	২০৮০০	২০৮০০	১০৪০০০	৩৪৬৭
৯০	তিল (রবি)	৮৩০০	২০০	৬০০	০	৫০০	৩২০০	৫০০০	৩০০০	২০৮০০	২০৮০০	১০৪০০০	৩৪৬৭
৯১	কুসুম ফুল	৭০৬০	২০০	৬০০	০	৩০০	৩২০০	৩৭৫০	৩০০০	১৮১১০	১৮১১০	৯০৫৫০	৩০১৮
৯২	তিসি	৯৮০	২০০	৬০০	০	৩০০	৩২০০	৩৭৫০	৩০০০	১২০৩০	১২০৩০	৬০১৫০	২০০৫
৯৩	সয়াবিন (খরিপ)	২৩৮০	২১০০	০	০	৫০০	৩২০০	৫০০০	৩০০০	১৬১৮০	১৬১৮০	৮০৯০০	২৬৯৭
৯৪	সয়াবিন (রবি)	২৩৮০	২১০০	১২০০	০	৫০০	৩২০০	৫০০০	৩০০০	১৭৩৮০	১৭৩৮০	৮৬৯০০	২৮৯৭

বিঃ দ্রঃ একজন কৃষক কৃষির অপর কোন খাতে ঋণ গ্রহণ করে খেলাপি না হলে একই কৃষককে রেয়াতি ৪% সুদ হারে ডাল, তৈলবীজ, মসলা জাতীয় ফসল এবং ভুট্টা চাষ খাতে ঋণ দেওয়া যাবে।

ক্রমিক নং	ফসলের নাম	একর প্রতি উৎপাদনের খরচ (টাকায়)											
		সুষম সার	বীজ	সেচ	মাচা/খুটি /বরজ	কীটনাশক	জমি তৈরী যান্ত্রিক/হাল	শ্রম	মৌসুমওয়ারী ফসল উৎপাদনে জমির ভাড়া	মোট	একর প্রতি ঋণের পরিমাণ	প্রতি ঋণ গ্রহীতার জন্য সর্বোচ্চ ৫ একর এবং আখ ও আলুর জন্য সর্বোচ্চ ২.৫ একর এর জন্য ঋণের পরিমণ	প্রতি ঋণ গ্রহীতার জন্য সর্বনিম্ন ০.৫০ বিঘার জন্য ঋণের পরিমাণ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
ডাল জাতীয় ঃ													
৯৫	মুগডাল (খরিপ-১)	১৬৩০	৭২০	৬০০	০	৫০০	৩২০০	৬২৫০	৩০০০	১৫৯০০	১৫৯০০	৭৯৫০০	২৬৫০
৯৬	মুগডাল (রবি)	১৬৩০	৭২০	৬০০	০	৫০০	৩২০০	৬২৫০	৩০০০	১৫৯০০	১৫৯০০	৭৯৫০০	২৬৫০
৯৭	মাসকলাই (খরিপ)	৭২০	১০২০	৬০০	০	৫০০	৩২০০	৫০০০	৩০০০	১৪০৪০	১৪০৪০	৭০২০০	২৩৪০
৯৮	মাসকলাই (রবি)	৭২০	১০২০	৬০০	০	৫০০	৩২০০	৫০০০	৩০০০	১৪০৪০	১৪০৪০	৭০২০০	২৩৪০
৯৯	ছোলা	১৭১০	১৩২০	৬০০	০	৫০০	৩২০০	৫০০০	৩০০০	১৫৩৩০	১৫৩৩০	৭৬৬৫০	২৫৫৫
১০০	অড়হড়	১৩৫৬০	৫০০	৬০০	০	৫০০	৩২০০	৫০০০	৩০০০	২৬৩৬০	২৬৩৬০	১৩১৮০০	৪৩৯৩
১০১	মসুর	২২১০	১২৩২	৬০০	০	৫০০	৩২০০	৬২৫০	৩০০০	১৬৯৯২	১৬৯৯২	৮৪৯৬০	২৮৩২
১০২	খেসারী	৭৪০	১০০০	৬০০	০	৫০০	৩২০০	৬২৫০	৩০০০	১৫২৯০	১৫২৯০	৭৬৪৫০	২৫৪৮
১০৩	মটর	৬৫০	১৬৫০	৬০০	০	৫০০	৩২০০	৬২৫০	৩০০০	১৫৮৫০	১৫৮৫০	৭৯২৫০	২৬৪২
১০৪	গোমটর	৬৫০	১৬৫০	৬০০	০	৫০০	৩২০০	৬২৫০	৩০০০	১৫৮৫০	১৫৮৫০	৭৯২৫০	২৬৪২
ফুল জাতীয় ঃ													
১০৫	জারবেরা ফুল	৫৪৬৩০	৪২০০০০	২১০০০০	৩১২০০০	৫০০০	২৯৫২০০	৪৭৫০০০	৩০০০০	১৮০১৮৩০	১৮০১৮৩০	১৮০১৮৩০ ঋণ প্রদানের পূর্বে পরিকল্পনা, প্রাক্কলন ও বাস্তবতা যাচাই করতে হবে	৬০০৬১০
১০৬	গোলাপ ফুল	৫৮২২০	১২০০০০	১৪৪০০	৩০৪০০	৫০০০	২৮০০০০	০	৩০০০০	৫৩৮০২০	৫৩৮০২০	৫৩৮০২০ ঋণ প্রদানের পূর্বে পরিকল্পনা, প্রাক্কলন ও বাস্তবতা যাচাই করতে হবে	১৭৯৩৪০

বিঃ দ্রঃ একজন কৃষক কৃষির অপর কোন খাতে ঋণ গ্রহণ করে খেলাপি না হলে একই কৃষককে রেয়াতি ৪% সুদ হারে ডাল, তৈলবীজ, মসলা জাতীয় ফসল এবং ভুট্টা চাষ খাতে ঋণ দেওয়া যাবে।

ক্রমিক নং	ফসলের নাম	একর প্রতি উৎপাদনের খরচ (টাকায়)											
		সুষম সার	বীজ	সেচ	মাচা/খুটি /বরজ	কীটনাশক	জমি তৈরী যান্ত্রিক/হাল	শ্রম	মৌসুমওয়ারী ফসল উৎপাদনে জমির ভাড়া	মোট	একর প্রতি ঋণের পরিমাণ	প্রতি ঋণ গ্রহীতার জন্য সর্বোচ্চ ৫ একর এবং আখ ও আলুর জন্য সর্বোচ্চ ২.৫ একর এর জন্য ঋণের পরিমণ	প্রতি ঋণ গ্রহীতার জন্য সর্বনিম্ন ০.৫০ বিঘার জন্য ঋণের পরিমাণ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
১০৭	গ্লাডিওলাস ফুল	২৪৫৩০	২৪০০০০	৫০০০	২৫০০	৫০০০	৩৭৫০০	০	৩০০০০	৩৪৪৫৩০	৩৪৪৫৩০	১৭২২৬৫০ ঋণ প্রদানের পূর্বে পরিকল্পনা, প্রাক্কলন ও বাস্তবতা যাচাই করতে হবে	১১৪৮৪৩
১০৮	রজনীগন্ধা ফুল	২১৩৮৫	১০০০০	৫০০০	১৫০০	৫০০০	২৫০০০	০	৩০০০০	৯৭৮৮৫	৯৭৮৮৫	৯৭৮৮৫ ঋণ প্রদানের পূর্বে পরিকল্পনা, প্রাক্কলন ও বাস্তবতা যাচাই করতে হবে	৩২৬২৮
১০৯	গাঁদা ফুল	১৯৮৪০	২৫০০০	৬০০০	২৫০০	৫০০০	৩৬০০০	০	৩০০০০	১২৪৩৪০	১২৪৩৪০	১২৪৩৪০ ঋণ প্রদানের পূর্বে পরিকল্পনা, প্রাক্কলন ও বাস্তবতা যাচাই করতে হবে	৪১৪৪৬
অন্যান্য ঃ													
১১০	মৌচাষ	মৌমৌমাছিসহ ৫০টি বাক্স তৈরী খরচ ২৪০০*৫০=১২০০০০						৪০০০০	বাক্স পরিবহন ও অন্যান্য ৩০০০০	১৯০০০০	১৯০০০০	১৯০০০০ (সর্বোচ্চ ঋণ)	৩৮০০০ (সর্বনিম্ন ঋণ)
১১১	আগর	৬১৫৫	১২০০০	৫৪০০	০	৫০০০	৩২০০	১২৫০০	১০০০০	৫৪২৫৫	৫৪২৫৫	১৩৫৬৩৭ (সর্বোচ্চ ঋণ ২.৫ একরের জন্য)	৯০৪২
১১২	ওয়েল পাম	১৫৭৫০	৩০০	২৪০০	০	৫০০	৩২০০	১০০০০	৯০০০	৪১১৫০	৪১১৫০	১০২৮৭৫ (২.৫ একরের জন্য)	৬৮৫৮
১১৩	মাশরুম বীজ উৎপাদন	অটোক্লেব ৩টি	ক্লিনকেঞ্চ ১টি	ইয়ার কন্ডিশনার ৩টি১৮০০০০	০	র‍্যাক ২০ লোহার তৈরী ৩০০০০০	রানিংকষ্ট কাঠের গুড়া, গমের ভুসি ২৫০০০০	শ্রমিক ৬ জন ৩৭৫০০	বিদ্যুৎ সংযোগ ও অন্যান্য ৮০০০০	(খরচের বিবরনী সংযুক্ত) ১০৯৭৫০০	১০৯৭৫০০	সর্বোচ্চ ঋণ ১০৯৭৫০০	সর্বনিম্ন ৩৬৫৮৩০
১১৪	মাশরুম উৎপাদন (প্রতি মাসে ৫০০ কেজি)	র‍্যাক ২০টি ৩০০০০০	রানিং কষ্ট ৬০০০০	শ্রমিক ৩১২৫০	০	০	০	০	০	(খরচের বিবরনী সংযুক্ত) ৩৯১২৫০	৩৯১২৫০	সর্বোচ্চ ঋণ ৩৯১২৫০	সর্বনিম্ন ১৩০৪১৬
১১৫	ধৈঞ্চা	৮৩০	৩০০	০	০	০	৩২০০	২৫০০	৩০০০	৯৮৩০	৯৮৩০	৪৯১৫০	১৬৩৮

ফসল উৎপাদনের পঞ্জিকা ও ঋণ পরিশোধ সূচিঃ ১৪২০-১৪২১বাং/২০১৩-২০১৪ইং

ক্রঃ নং	ফসলের নাম	উৎপাদন মৌসুম		ঋণ পরিশোধের স্বাভাবিক সময়সীমা
		ঋণ বিতরণ কাল	ফসল কর্তন/সংগ্রহ কাল	
১	২	৩	৪	৫
(ক) দানা শস্য ঃ				
১	আউশ (উফশী)	১৯ মাঘ-১৬ জ্যৈষ্ঠ ১ ফেব্রুয়ারী-৩১ মে	১৬ আষাঢ়-১৫ ভাদ্র ১ জুলাই-৩১ আগষ্ট	১৭ পৌষ ৩১ ডিসেম্বর
২	আউশ (স্থানীয়)	১ ফাল্গুন-১৬ বৈশাখ ১ মার্চ-৩০ এপ্রিল	১৬ আষাঢ়-১৫ ভাদ্র ১ জুলাই-৩১ জুলাই	১৭ পৌষ ৩১ ডিসেম্বর
৩	রোপা আমন (উফশী)	১৭ জ্যৈষ্ঠ -১৪ আশ্বিন ১ জুন-৩০ সেপ্টেম্বর	১৬ কার্তিক-১৬ পৌষ ১ নভেম্বর-৩১ ডিসেম্বর	১৬ চৈত্র ৩১ মার্চ
৪	রোপা আমন (স্থানীয়)	১৭ জ্যৈষ্ঠ-১৪ আশ্বিন ১ জুন-৩০ সেপ্টেম্বর	১৬ কার্তিক-১৬ পৌষ ১ নভেম্বর-৩১ ডিসেম্বর	১৬ চৈত্র ৩১ মার্চ
৫	বোনা আমন (স্থানীয়)	১৭ ফাল্গুন-১৬ জ্যৈষ্ঠ ১ মার্চ-৩০মে	১৬ কার্তিক-১৬ পৌষ ১ নভেম্বর-৩১ ডিসেম্বর	১৫ ফাল্গুন ২৮ ফেব্রুয়ারী
৬	বোরো (উফশী/হাইব্রিড)	১ কার্তিক-১ চৈত্র ১৫ অক্টোবর-১৫ মার্চ	১৭ বৈশাখ-১৫ আষাঢ় ১ মে--৩০ জুন	১৪ আশ্বিন ৩০ সেপ্টেম্বর
৭	বোরো (স্থানীয়)	১৬ আশ্বিন-১৭ চৈত্র ১ অক্টোবর-৩১ মার্চ	১৮ চৈত্র-১৫ আষাঢ় ১ এপ্রিল-৩০ জুন	১৪ আশ্বিন ৩০ সেপ্টেম্বর
৮	গম (সেচসহ)	১৭ কার্তিক-১ পৌষ ১ নভেম্বর-১৫ ডিসেম্বর	১৮ মাঘ-১৭ ফাল্গুন ৩১ জানুয়ারী-১ মার্চ	১৫ আষাঢ় ৩০ জুন
৯	কাউন	১৬ আশ্বিন-৩০ কার্তিক ১ অক্টোবর-১৪ নভেম্বর	২ ফাল্গুন-৩০ চৈত্র ১৪ ফেব্রুয়ারী-১৩ এপ্রিল	৩১ জ্যৈষ্ঠ ১৫ জুন
১০	জোয়ার (সরগম)	১৬ আশ্বিন-৩০ কার্তিক ১ অক্টোবর-১৪ নভেম্বর	২ ফাল্গুন-৩০ চৈত্র ১৪ ফেব্রুয়ারী-১৩ এপ্রিল	৩১ জ্যৈষ্ঠ ১৫ জুন
১১	বাজরা (পালমিলেট)	১৬ আশ্বিন-৩০ কার্তিক ১ অক্টোবর-১৪ নভেম্বর	২ ফাল্গুন-৩০ চৈত্র ১৪ ফেব্রুয়ারী-১৩ এপ্রিল	৩১ জ্যৈষ্ঠ ১৫ জুন
১২	বার্লি যব	১৬ আশ্বিন-৩০ কার্তিক ১ অক্টোবর-১৪ নভেম্বর	২ ফাল্গুন-৩০ চৈত্র ১৪ ফেব্রুয়ারী-১৩ এপ্রিল	৩১ জ্যৈষ্ঠ ১৫ জুন
১৩	চিনা	১৬ আশ্বিন-৩০ কার্তিক ১ অক্টোবর-১৪ নভেম্বর	২ ফাল্গুন-৩০ চৈত্র ১৪ ফেব্রুয়ারী-১৩ এপ্রিল	৩১ জ্যৈষ্ঠ ১৫ জুন
১৪	ভুট্টা (খরিপ)	১৭ ফাল্গুন-১৬ বৈশাখ ১ মার্চ-৩০ এপ্রিল	১৭ জ্যৈষ্ঠ -১৫ শ্রাবণ ১ জুন-৩১ জুলাই	১৬ পৌষ ৩১ আগস্ট
১৫	ভুট্টা (রবি)	১৬ আশ্বিন-৩০ কার্তিক ১ অক্টোবর-১৪ নভেম্বর	২ ফাল্গুন-৩০ চৈত্র ১৪ ফেব্রুয়ারী-১৩ এপ্রিল	৩১ জ্যৈষ্ঠ ১৫ জুন
(খ) অর্থকরী ফসল ঃ				
১৬	পাট	৩ ফাল্গুন-১৬ বৈশাখ ১৫ ফেব্রুয়ারী-৩০ এপ্রিল	৩১ জ্যৈষ্ঠ -৩০ ভাদ্র ১৫ জুন-১৫ সেপ্টেম্বর	৩০ কার্তিক ১৫ নভেম্বর
১৭	শন পাট	৩ ফাল্গুন-১ চৈত্র ১৫ ফেব্রুয়ারী-১৫ মার্চ	৩১ জ্যৈষ্ঠ -৩০ ভাদ্র ১৫ জুন-১৫ সেপ্টেম্বর	৩০ কার্তিক ১৫ নভেম্বর
১৮	আখ	১৬ আশ্বিন-১৭ চৈত্র ১ অক্টোবর-৩১ মার্চ	১৬ কার্তিক-১৫ ফাল্গুন ১ নভেম্বর-২৮ ফেব্রুয়ারী	১৬ চৈত্র ৩১ মার্চ (পরের বছর)
১৯	পান	সারা বছর	সারা বছর	ফসল সংগ্রহ শুরু থেকে পরবর্তী ৬ মাস
২০	আমেরিকান জাতের তুলা, ঢাকা, রাজশাহী ও খুলনা বিভাগ	১৭ আষাঢ়-১৫ আশ্বিন ১ জুলাই-৩০ সেপ্টেম্বর	১ পৌষ-১ চৈত্র ১৫ ডিসেম্বর-১৫ মার্চ	১৬ বৈশাখ ৩০ এপ্রিল
২১	কুমিল্লা তুলা-বান্দরবান রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা	১৮ চৈত্র- ১৭ জ্যৈষ্ঠ ১ এপ্রিল-৩১ মে	১ অগ্রহায়ণ-১৭ পৌষ ১৫ নভেম্বর-৩১ ডিসেম্বর	১৭ চৈত্র ৩১ মার্চ

বিঃ দ্রঃ অঞ্চলভেদে ফসল বপন/রোপনের আদর্শ সময়কালের তারতম্য ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ফসল বপণ/রোপন বিলম্বিত হলে বা পুনঃরোপনের প্রয়োজন হলে তার জন্য যৌক্তিক সময় পর্যন্ত ঋণ বিতরণ করা যাবে।

ক্রঃ নং	ফসলের নাম	উৎপাদন মৌসুম		ঋণ পরিশোধের স্বাভাবিক সময়সীমা
		ঋণ বিতরণ কাল	ফসল কর্তন/সংগ্রহ কাল	
১	২	৩	৪	৫
(গ) শাক-সবজি ঃ				
২২	সীম	১৬ শ্রাবণ-১৪ আশ্বিন ১ আগস্ট-৩০ সেপ্টেম্বর	১৬ কার্তিক-১৫ ফাল্গুন ১ নভেম্বর-২৮ ফেব্রুয়ারী	১৫ আষাঢ় ৩০ জুন
২৩	লালশাক	২ মাঘ-৩০ ভাদ্র ১৫ জানুয়ারী- ১৫ সেপ্টেম্বর	১৬ কার্তিক-১৫ ফাল্গুন ১৫ নভেম্বর-২৮ ফেব্রুয়ারী	১৫ আষাঢ় ৩০ জুন
২৪	পালংশাক	৩০ শ্রাবণ-১৭ পৌষ ১৫ জানুয়ারী-৩১ ডিসেম্বর	১৬ কার্তিক-১৭ চৈত্র ১ অক্টোবর-৩১ মার্চ	১৫ আশ্বিন ৩০ সেপ্টেম্বর
২৫	কলমি শাক	১৭ কার্তিক-১৭ পৌষ ১ নভেম্বর-৩১ ডিসেম্বর	১৮ চৈত্র-১৬ জ্যৈষ্ঠ ১ এপ্রিল-৩১ মে	১৫ শ্রাবণ ৩১ জুলাই
২৬	লাউ	৩০ আশ্বিন-১ অগ্রহায়ণ ১৫ অক্টোবর-১৫ নভেম্বর	১৮ পৌষ-১৭ চৈত্র ১ জানুয়ারী-৩১ মার্চ	১৫ আষাঢ় ৩০ জুন
২৭	মুলা	১৬ আশ্বিন-১৬ অগ্রহায়ণ ১ অক্টোবর-৩০ নভেম্বর	১৮ পৌষ-১৬ ফাল্গুন ১ জানুয়ারী-২৮ ফেব্রুয়ারী	১৫ আষাঢ় ৩০ জুন
২৮	ফুলকপি	১৬ আশ্বিন-১৬ অগ্রহায়ণ ১ অক্টোবর-৩০ নভেম্বর	১৮ পৌষ-১৬ ফাল্গুন ১ জানুয়ারী-২৮ ফেব্রুয়ারী	১৫ আষাঢ় ৩০ জুন
২৯	বাঁধাকপি	১৬ আশ্বিন-১৬ অগ্রহায়ণ ১ অক্টোবর-৩০ নভেম্বর	১৮ পৌষ-১৬ ফাল্গুন ১ জানুয়ারী-২৮ ফেব্রুয়ারী	১৫ আষাঢ় ৩০ জুন
৩০	ওলকপি	১৭ কার্তিক-১৭ পৌষ ১ নভেম্বর-৩১ ডিসেম্বর	১৮ পৌষ-১৬ ফাল্গুন ১ জানুয়ারী-২৮ ফেব্রুয়ারী	১৫ আষাঢ় ৩০ জুন
৩১	শালগম	১৬ আশ্বিন-১৬ অগ্রহায়ণ ১ অক্টোবর-৩০ নভেম্বর	১৮ পৌষ-১৬ ফাল্গুন ১ জানুয়ারী-২৮ ফেব্রুয়ারী	১৫ আষাঢ় ৩০ জুন
৩২	গাজর	১৬ আশ্বিন-১৬ অগ্রহায়ণ ১ অক্টোবর-৩০ নভেম্বর	১৯ মাঘ-১৭ চৈত্র ১ ফেব্রুয়ারী-৩১ মার্চ	১৫ আষাঢ় ৩০ জুন
৩৩	মটরসুটি	১৬ আশ্বিন-১৬ অগ্রহায়ণ ১ অক্টোবর-৩০ নভেম্বর	১৯ মাঘ-১৭ চৈত্র ১ ফেব্রুয়ারী-৩১ মার্চ	১৫ আষাঢ় ৩০ জুন
৩৪	বরবটি	২ মাঘ-৩০ ফাল্গুন ১৫ জানুয়ারী-১৪ মার্চ	৩১ চৈত্র-৩০ ভাদ্র ১৪ এপ্রিল-১৫ সেপ্টেম্বর	৩০ কার্তিক ১৫ নভেম্বর
৩৫	লেটুস	১৬ আশ্বিন-১৬ অগ্রহায়ণ ১ অক্টোবর-৩০ নভেম্বর	১৯ মাঘ-১৭ চৈত্র ১ ফেব্রুয়ারী-৩১ মার্চ	১৫ আষাঢ় ৩০ জুন
৩৬	ঢেঁড়শ	সারা বছর	সারা বছর	ফসল সংগ্রহ শুরু থেকে পরবর্তী ৩ মাস
৩৭	বেগুন	সারা বছর	সারা বছর	ফসল সংগ্রহ শুরু থেকে পরবর্তী ৩ মাস
৩৮	টমেটো	৩১ শ্রাবণ-১৭ পৌষ ১৫ আগস্ট-৩১ ডিসেম্বর	১৭ আশ্বিন-১৭ চৈত্র ১ অক্টোবর-৩১ মার্চ	১৪ আশ্বিন ৩০ এপ্রিল
৩৯	টমেটো (গ্রীষ্মকালীন)	১৯ মাঘ-১৭ চৈত্র ১ ফেব্রুয়ারী-৩১ মার্চ	১৮ চৈত্র-১৬ জ্যৈষ্ঠ ১ এপ্রিল-৩১ মে	১৬ অগ্রহায়ন ৩০ নভেম্বর
৪০	শশা	১৯ মাঘ-১৭ চৈত্র ১ ফেব্রুয়ারী-৩১ মার্চ	১৮ চৈত্র-১৬ জ্যৈষ্ঠ ১ এপ্রিল-৩১ মে	১৬ অগ্রহায়ন ৩০ নভেম্বর
৪১	উচ্ছে	সারা বছর	সারা বছর	ফসল সংগ্রহ শুরু থেকে পরবর্তী ৬ মাস
৪২	পটল	৩০ আশ্বিন-১৬ অগ্রহায়ণ ১৫ অক্টোবর-৩০ নভেম্বর	১ চৈত্র-১৬ বৈশাখ ১৫ মার্চ-৩০ এপ্রিল	১৫ আষাঢ় ৩০ জুন
৪৩	মিষ্টি কুমড়া	সারা বছর	সারা বছর	ফসল সংগ্রহ শুরু থেকে পরবর্তী ৩ মাস
৪৪	চাল কুমড়া	সারা বছর	সারা বছর	ফসল সংগ্রহ শুরু থেকে পরবর্তী ৩ মাস
৪৫	করল্লা	সারা বছর	সারা বছর	ফসল সংগ্রহ শুরু থেকে পরবর্তী ৬ মাস
৪৬	কাকরোল	১৭ ফাল্গুন-১৭ চৈত্র ১ মার্চ-৩১ মার্চ	১৬ জ্যৈষ্ঠ -১৫ আষাঢ় ৩১ মে-৩০ জুন	১৬ অগ্রহায়ণ ৩০ নভেম্বর
৪৭	ঝিংগা	১৯ মাঘ-১৭ চৈত্র ১ ফেব্রুয়ারী-৩১ মার্চ	১৮ চৈত্র-১৬ জ্যৈষ্ঠ ১ এপ্রিল-৩১ মে	১৬ অগ্রহায়ণ ৩০ নভেম্বর

বিঃ দ্রঃ অঞ্চলভেদে ফসল বপন/রোপনের আদর্শ সময়কালের তারতম্য ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ফসল বপণ/রোপন বিলম্বিত হলে বা পুনঃরোপনের প্রয়োজন হলে তার জন্য যৌক্তিক সময় পর্যন্ত ঋণ বিতরণ করা যাবে।

ক্রঃ নং	ফসলের নাম	উৎপাদন মৌসুম		ঋণ পরিশোধের স্বাভাবিক সময়সীমা
		ঋণ বিতরণ কাল	ফসল কর্তন/সংগ্রহ কাল	
১	২	৩	৪	৫
৪৮	চিচিংগা	১৯ মাঘ-১৭ চৈত্র ১ ফেব্রুয়ারী-৩১ মার্চ	১৮ চৈত্র-১৬ জ্যৈষ্ঠ ১ এপ্রিল-৩১ মে	১৬ অগ্রহায়ণ ৩০ নভেম্বর
৪৯	ধুন্দুল	১৯ মাঘ-১৭ চৈত্র ১ ফেব্রুয়ারী-৩১ মার্চ	১৮ চৈত্র-১৬ জ্যৈষ্ঠ ১ এপ্রিল-৩১ মে	১৬ অগ্রহায়ণ ৩০ নভেম্বর
৫০	পুঁই	১৯ মাঘ-১৭ চৈত্র ১ ফেব্রুয়ারী-৩১ মার্চ	১৮ চৈত্র-১৬ জ্যৈষ্ঠ ১ এপ্রিল-৩১ মে	১৬ অগ্রহায়ণ ৩০ নভেম্বর
৫১	ডাটা	সারা বছর	সারা বছর	ফসল সংগ্রহ শুরু থেকে পরবর্তী ১ মাস
৫২	ফরাসী সীম	১৬ আশ্বিন-১৬ অগ্রহায়ন ১লা অক্টোবর-৩০ নভেম্বর	১৮ পৌষ-১৬ ফাল্গুন ১লা জানুয়ারী-২৮ ফেব্রুয়ারী	১৫ আষাঢ় ৩০ জুন
(ঙ) মসলা জাতীয় ফসলঃ				
৫৩	মরিচ	সারা বছর	সারা বছর	ফসল সংগ্রহ শুরু থেকে পরবর্তী ৩ মাস
৫৪	পেঁয়াজ	১৬ আশ্বিন-১৭ পৌষ ১ নভেম্বর-৩১ ডিসেম্বর	১৮ চৈত্র-১৬ জ্যৈষ্ঠ ১ এপ্রিল-৩১ মে	১৫ শ্রাবণ ৩১ জুলাই
৫৫	রসুন	১৭ কার্তিক-১৭ পৌষ ১ নভেম্বর-৩১ ডিসেম্বর	১৮ চৈত্র-১৬ জ্যৈষ্ঠ ১ এপ্রিল-৩১ মে	১৫ শ্রাবণ ৩১ জুলাই (পরের বছর)
৫৬	আদা	১৭ কার্তিক-১৫ আষাঢ় ১ নভেম্বর-৩০ জুন	১৮ চৈত্র -১৫ অগ্রহায়ণ ১ এপ্রিল-৩০ নভেম্বর	১৭ মাঘ ৩১ জানুয়ারী (পরের বছর)
৫৭	হলুদ	১৭ ফাল্গুন-১৬ বৈশাখ ১ মার্চ-৩১ এপ্রিল	১৭ অগ্রহায়ন-১৭ মাঘ ১ ডিসেম্বর-৩১ জানুয়ারী	১৫ আষাঢ় ৩০ জুন
৫৮	জিরা	৩ ফাল্গুন-৩০ চৈত্র ১৫ ফেব্রুয়ারী-১৩ এপ্রিল	৩০ মাঘ-২৯ ফাল্গুন ১৩ ফেব্রুয়ারী-১৪ মার্চ	৩১ জ্যৈষ্ঠ ১৫ জুন
৫৯	পেঁয়াজ (বীজ উৎপাদন)	অক্টোবর-নভেম্বর	মার্চ-এপ্রিল	ফসল সংগ্রহ শুরু থেকে পরবর্তী ৩ মাস
৬০	ধনিয়া	১৬ আশ্বিন-১৭ পৌষ ১ অক্টোবর-৩১ ডিসেম্বর	১ অগ্রহায়ন-১৫ ফাল্গুন ১৫ নভেম্বর-৩০ ফেব্রুয়ারী	১৫ আষাঢ় ৩০ জুন
(চ) ফল ঃ				
৬১	পেঁপে*	১৯ মাঘ-১৭ চৈত্র ১ ফেব্রুয়ারী-৩১ মার্চ	৩০ ভাদ্র-৩০ কার্তিক ১৫ সেপ্টেম্বর-১৫ নভেম্বর	১৫ ফাল্গুন ২৮ ফেব্রুয়ারী (পরের বছর)
৬২	কলা*	১৯ মাঘ-১৭ চৈত্র ১ ফেব্রুয়ারী-৩১ মার্চ	৩০ ভাদ্র-১৫ অগ্রহায়ণ ১৫ সেপ্টেম্বর-৩০ নভেম্বর	১৬ চৈত্র ৩১ মার্চ (পরের বছর)
৬৩	আনারস	২ চৈত্র-৩০ বৈশাখ ১৬ মার্চ-১৪ মে	৩০ ফাল্গুন-৩০ বৈশাখ ১৫ মার্চ-১৪ মে (পরের বছর)	৩০ কার্তিক ১৪ নভেম্বর (পরের বছর)
৬৪	তরমুজ	৩০ আশ্বিন-১৮ মাঘ ১৫ অক্টোবর-৩১ জানুয়ারী	১৭ ফাল্গুন-৩১ জ্যৈষ্ঠ ১ মার্চ-১৫ জুন	১৫ কার্তিক ৩১ অক্টোবর
৬৫	বাংগী	১৯ মাঘ-১ চৈত্র ১ ফেব্রুয়ারী- ১৬ মার্চ	১৮ বৈশাখ-৩১ জ্যৈষ্ঠ ১ মে-১৬ জুন	১৫ কার্তিক ৩১ অক্টোবর
৬৬	আম	১ বৈশাখ-৩০ আষাঢ় ১৫ এপ্রিল-১৫ জুলাই	১৫ বৈশাখ-৩০ শ্রাবণ ১ এপ্রিল-১৫ আগস্ট	৩০ আষাঢ় ১৫ জুলাই (ফসল সংগ্রহের বছর)
৬৭	লিচু	ফেব্রুয়ারী-মার্চ	মে-জুন	আগস্ট-সেপ্টেম্বর (ফসল সংগ্রহের বছর)
৬৮	বাউকুল/আপেল কুল	জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী	মার্চ-এপ্রিল	মার্চ-এপ্রিল (ফসল সংগ্রহের বছর)
৬৯	কমলা লেবু	এপ্রিল-মে	নতুন বাগানের ক্ষেত্রে ৪-৫ বছর পর ডিসেম্বর মাস ও পুরাতন বাগানের ক্ষেত্রে ঐ বছরের ডিসেম্বর মাস।	জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী (পরের বছর)
৭০	স্ট্রবেরী	অক্টোবর-নভেম্বর	ফেব্রুয়ারী-মার্চ	ফসল সংগ্রহের মাস থেকেই (পরের বছর)
৭১	লেবু	১ বৈশাখ-৩০ আষাঢ় ১৫ এপ্রিল-১৫ জুলাই	১ জ্যৈষ্ঠ-৩০ শ্রাবন ১৫ মে-১৫ আগস্ট	৩০ আষাঢ় ১৫ জুলাই (পরের বছর)

* তারকা চিহ্নিত ফসলসমূহ সারা বছরই চাষাবাদ হয় বিধায় ব্যাংকসমূহ সারা বছরই উক্ত খাতসমূহে ঋণ প্রদান করতে পারবে।

বিঃ দ্রঃ অঞ্চলভেদে ফসল বপন/রোপনের আদর্শ সময়কালের তারতম্য ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ফসল বপণ/রোপন বিলম্বিত হলে বা পুনঃরোপনের প্রয়োজন হলে তার জন্য যৌক্তিক সময় পর্যন্ত ঋণ বিতরণ করা যাবে।

ক্রঃ নং	ফসলের নাম	উৎপাদন মৌসুম		ঋণ পরিশোধের স্বাভাবিক সময়সীমা
		ঋণ বিতরণ কাল	ফসল কর্তন/সংগ্রহ কাল	
১	২	৩	৪	৫
৭২	লটকন	১ বৈশাখ-৩০ আষাঢ় ১৫ এপ্রিল-১৫ জুলাই	১ বৈশাখ-৩০ শ্রাবন ১৫ এপ্রিল-১৫ আগস্ট	৩০ শ্রাবন ১৫ আগস্ট (ফসল সংগ্রহের বছর)
৭৩	পেয়ারা	১৬ জ্যৈষ্ঠ -১৫ ভাদ্র ১ জুন-৩০ আগস্ট	১ শ্রাবণ-১৫ ভাদ্র ১৫ জুলাই-৩০ আগস্ট	১৫ আশ্বিন ১ অক্টোবর (পরের বছর)
৭৪	মাল্টা	১৫ বৈশাখ-৩০ জ্যৈষ্ঠ মে-জুন	১ বছর পর পৌষ-মাঘ ডিসেম্বর-জানুয়ারী	পরবর্তী বছর ১৫ ভাদ্র-১৫ কার্তিক সেপ্টেম্বর-অক্টোবর
৭৫	সফেদা	১৫ বৈশাখ-৩০ জ্যৈষ্ঠ মে-জুন	১ বছর পর ১৫ আষাঢ়-১৫ ভাদ্র জুলাই-আগস্ট	পরবর্তী বছর ১৫ মাঘ-১৫ চৈত্র ফেব্রুয়ারী-মার্চ
৭৬	আমড়া	১৫ বৈশাখ-৩০ জ্যৈষ্ঠ মে-জুন	১ বছর পর ১৫ ভাদ্র-১৫আশ্বিন সেপ্টেম্বর-অক্টোবর	পরবর্তী বছর ১৫ কার্তিক-১৫ পৌষ নভেম্বর-ডিসেম্বর
(ছ) কন্দল ফসল ঃ				
৭৮	আলু (উফশী)	১৭ ভাদ্র-১৭ পৌষ ১ সেপ্টেম্বর-৩১ ডিসেম্বর	১৯ মাঘ-১৭ চৈত্র ১ ফেব্রুয়ারী-৩১ মার্চ	১৭ ভাদ্র ৩০ আগষ্ট
৭৯	আলু (স্থানীয়)	১৭ ভাদ্র-১৭ পৌষ ১ সেপ্টেম্বর-৩১ ডিসেম্বর	১৯ মাঘ-১৭ চৈত্র ১ ফেব্রুয়ারী-৩১ মার্চ	১৭ ভাদ্র ৩০ আগষ্ট
৮০	মিষ্টি আলু	১৭ ভাদ্র-১৬ অগ্রহায়ণ ১ সেপ্টেম্বর-৩১ ডিসেম্বর	১৮ চৈত্র-১৬ জ্যৈষ্ঠ ১ এপ্রিল-৩১ মে	১৫ ভাদ্র ৩১ আগষ্ট
৮১	কচু (মুখী কচু)	১৮ পৌষ-১৬ ফাল্গুন ১ জানুয়ারী-২৮ ফেব্রুয়ারী	১৬ শ্রাবণ-১৪ আশ্বিন ১ আগস্ট-৩০ সেপ্টেম্বর	১৭ পৌষ ৩১ ডিসেম্বর
৮২	পানি কচু	জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী	ডিসেম্বর-জানুয়ারী	মে-জুন (পরের বছর)
৮৩	ওলকচু	জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী	ডিসেম্বর-জানুয়ারী	মে-জুন (পরের বছর)
(জ) তৈল জাতীয় ঃ				
৮৪	সরিষা (উফশী)	১ আশ্বিন-১৬ অগ্রহায়ণ ১ অক্টোবর-৩০ নভেম্বর	২ মাঘ-১৭ চৈত্র ১৫ জানুয়ারী-৩১ মার্চ	১৫ আষাঢ় ৩০ জুন
৮৫	সরিষা (স্থানীয়)	১ আশ্বিন-১৬ অগ্রহায়ণ ১ অক্টোবর-৩০ নভেম্বর	২ মাঘ-১৭ চৈত্র ১৫ জানুয়ারী-৩১ মার্চ	১৫ আষাঢ় ৩০ জুন
৮৬	চিনাবাদাম	২ মাঘ-১৭ চৈত্র ১ জানুয়ারী-৩১ মার্চ	১৬ শ্রাবণ-১৪ আশ্বিন ১ আগস্ট-৩০ সেপ্টেম্বর	১৭ পৌষ ৩১ ডিসেম্বর
৮৭	চিনাবাদাম (রবি)	১ আশ্বিন-১৬ অগ্রহায়ণ ১ অক্টোবর-৩০ নভেম্বর	১৮ চৈত্র-১৬ জ্যৈষ্ঠ ১ এপ্রিল-৩১ মে	১৫ ভাদ্র ৩১ আগস্ট
৮৮	সূর্যমূখী (রবি)	১৬ আশ্বিন-১ অগ্রহায়ণ ১ অক্টোবর-১৫ নভেম্বর	১৯ মাঘ-১৭ চৈত্র ১ ফেব্রুয়ারী-৩১ মার্চ	১৫ শ্রাবণ ৩১ জুলাই
৮৯	তিল (খরিপ)	১৯ মাঘ-৩০ চৈত্র ১ ফেব্রুয়ারী-১৩ এপ্রিল	১৭ জ্যৈষ্ঠ-১৫ আষাঢ় ১ জুন-৩০ জুন	১৫ অগ্রহাযণ ৩০ নভেম্বর
৯০	তিল (রবি)	১৬ আশ্বিন-১৫ অগ্রহায়ণ ১ অক্টোবর-৩০ নভেম্বর	১৮ পৌষ-১ চৈত্র ১ জানুয়ারী-১৫ মার্চ	১৫ আষাঢ় ৩০ জুন
৯১	গর্জন তিল/গুজি তিল	১৬ আশ্বিন-৩০ অগ্রহায়ণ ১ অক্টোবর-১৪ ডিসেম্বর	২ মাঘ-১ চৈত্র ১৫ জানুয়ারী-১৫ মার্চ	১৫ শ্রাবণ ৩১ জুলাই
৯২	কুসুম ফুল (সেফ ফাউয়ার)	১৬ আশ্বিন-৩০ অগ্রহায়ণ ১ অক্টোবর-১৪ ডিসেম্বর	২ মাঘ-১ চৈত্র ১৫ জানুয়ারী-১৫ মার্চ	১৫ শ্রাবণ ৩১ জুলাই

বিঃ দ্রঃ অঞ্চলভেদে ফসল বপন/রোপনের আদর্শ সময়কালের তারতম্য ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ফসল বপণ/রোপন বিলম্বিত হলে বা পুনঃরোপনের প্রয়োজন হলে তার জন্য যৌক্তিক সময় পর্যন্ত ঋণ বিতরণ করা যাবে।

ক্রঃ নং	ফসলের নাম	উৎপাদন মৌসুম		ঋণ পরিশোধের স্বাভাবিক সময়সীমা
		ঋণ বিতরণ কাল	ফসল কর্তন/সংগ্রহ কাল	
১	২	৩	৪	৫
(ঝ) ডাল জাতীয় ঃ				
৯৩	মুগডাল (খরিপ)	১৭ ফাল্গুন-১ বৈশাখ ১ মার্চ-১৫ এপ্রিল	২৯ বৈশাখ-১৬ আষাঢ় ১৩ মে-১ জুলাই	১৫ আশ্বিন ১ অক্টোবর
৯৪	মুগডাল (রবি)	১৬ আশ্বিন-১ অগ্রহায়ণ ১ অক্টোবর-১৫ নভেম্বর	১ পৌষ-১৬ ফাল্গুন ১৫ ডিসেম্বর-২৮ ফেব্রুয়ারী	১৬ শ্রাবণ ১ আগস্ট
৯৫	মাসকলাই (খরিপ)	৩১ বৈশাখ-৩০ আষাঢ় ১৫ মে-১৪ জুলাই	৩০ শ্রাবণ-২৯ আশ্বিন ১৫ আগস্ট-১৫ অক্টোবর	১৭ পৌষ ১ জানুয়ারী
৯৬	মাসকলাই (রবি)	৩০ আশ্বিন-১৬ অগ্রহায়ণ ১৫ অক্টোবর-৩০ নভেম্বর	২৪ পৌষ-১৬ ফাল্গুন ৭ জানুয়ারী-২৮ ফেব্রুয়ারী	১৫ শ্রাবণ ৩১ জুলাই
৯৭	ছোলা	৩০ আশ্বিন-১৬ অগ্রহায়ণ ১৫ অক্টোবর-৩০ নভেম্বর	১ চৈত্র-১৬ বৈশাখ ১৫ মার্চ-৩০ এপ্রিল	১৫ আষাঢ় ৩০ জুন
৯৮	অড়হর	৩০ আশ্বিন-১৬ অগ্রহায়ণ ১৫ অক্টোবর-৩০ নভেম্বর	১ চৈত্র-১৬ বৈশাখ ১৫ মার্চ-৩০ এপ্রিল	১৫ আষাঢ় ৩১ জুলাই
৯৯	মসুর	১৬ আশ্বিন-১৬ অগ্রহায়ণ ১ অক্টোবর-৩০ নভেম্বর	১ মাঘ- ৩০ ফাল্গুন ১৪ জানুয়ারী-১৪ মার্চ	৩০ বৈশাখ ১৪ মে
১০০	খেসারী	১৬ আশ্বিন-১৬ অগ্রহায়ণ ১ অক্টোবর-৩০ নভেম্বর	২ মাঘ- ৩০ ফাল্গুন ১৫ জানুয়ারী-১৪ মার্চ	৩০ বৈশাখ ১৪ মে
১০১	মটর	৩০ আশ্বিন-১৬ অগ্রহায়ণ ১৫ অক্টোবর-৩০ নভেম্বর	১ চৈত্র-১৬ বৈশাখ ১৫ মার্চ-৩০ এপ্রিল	১৫ শ্রাবণ ৩১ জুলাই
১০২	গো-মটর	৩০ আশ্বিন-১৬ অগ্রহায়ণ ১৫ অক্টোবর-৩০ নভেম্বর	১ চৈত্র-১৬ বৈশাখ ১৫ মার্চ-৩০ এপ্রিল	১৫ শ্রাবণ ৩১ জুলাই
১০৩	সয়াবিন (খরিপ)	৩০ আষাঢ়-১৪ আশ্বিন ১৫ জুলাই-৩০ সেপ্টেম্বর	১৬ কার্তিক-১৭ মাঘ ১ নভেম্বর-৩১ জানুযারী	১৫ আষাঢ় ৩০ জুন
১০৪	সয়াবিন (রবি)	১৭ কার্তিক-১৮ মাঘ ১ নভেম্বর-৩১ জানুয়ারী	১৭ ফাল্গুন-১৬ জ্যৈষ্ঠ ১ মার্চ-৩১ মে	১৫ কার্তিক ৩১ অক্টোবর
ফুল জাতীয় ঃ				
১০৫	জারবেরা ফুল	সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর	ডিসেম্বর-নভেম্বর	মে-জুন
১০৬	গোলাপ	অক্টোবর-ফেব্রুয়ারী	ফেব্রুয়ারী-মার্চ	মে-জুন
১০৭	গ্লাডিওলাস	সেপ্টেম্বর-জানুয়ারী	জানুয়ারী-ডিসেম্বর	মে-জুন
১০৮	রজনীগন্ধা	অক্টোবর-ফেব্রুয়ারী	ডিসেম্বর-জানুয়ারী	মে-জুন
১০৯	গাঁদা (রবি-খরিপ)	অক্টোবর-ডিসেম্বর মে-জুন	জানুয়ারী-জুন মে-ডিসেম্বর	মার্চ-এপ্রিল আগস্ট-সেপ্টেম্বর
অন্যান্য ফসলঃ				
১১০	আগর	মে-জুন	রোপনের ১৫-২০ বছর পর এবং আগর গাছ সংগ্রহের উপযুক্ত সময়ে পরিপক্ক হলে সারা বছরই গাছ কর্তন করা যায়।	গাছ কর্তনের শুরু থেকেই
১১১	মৌচাষ	নভেম্বর-ডিসেম্বর	শীত মৌসুমে ১৫ ফেব্রুয়ারী বসন্ত মৌসুমে ১৫ জুন	মধু সংগ্রহের মাস থেকেই
১১২	পামওয়েল	জুন-জুলাই	রোপনের ৫-৭ বছর পর	ফসল সংগ্রহের পর
১১৩	মাশরুম বীজ উৎপাদন	সারা বছর	সারা বছর	ফসল সংগ্রহের পর থেকেই
১১৪	মাশরুম উৎপাদন	সারা বছর	সারা বছর	ফসল সংগ্রহের পর থেকেই
১১৫	সবুজ সার (ধৈঞ্চা)	এপ্রিল-মে	জুলাই-আগস্ট	৩১ ডিসেম্বর

বিঃ দ্রঃ অঞ্চলভেদে ফসল বপন/রোপনের আদর্শ সময়কালের তারতম্য ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ফসল বপণ/রোপন বিলম্বিত হলে বা পুনঃরোপনের প্রয়োজন হলে তার জন্য যৌক্তিক সময় পর্যন্ত ঋণ বিতরণ করা যাবে।

১। মাশরুম বীজ (Spawn) উৎপাদন খরচের বিবরণীঃ

ক্রঃ নং	ফসল	স্পন (Spawn) প্যাকেট উৎপাদন খরচ প্রতি মাসে ২৫০০০ প্যাকেট							মোট টাকার পরিমাণ
		অটোক্লেভ (৩টি)	ক্লিন বেঞ্চ (১টি)	এয়ার কন্ডিশনার (৩টি)	র‍্যাক (২০টি লোহার তৈরী)	রানিং কস্ট (কাঠের গুড়া, গমের ভুষি ইত্যাদি)	শ্রমিক (৬জন)	বিদ্যুৎ সংযোগ ও অন্যান্য খরচ	
১	মাশরুম বীজ	১৫০০০০	১০০০০০	১৮০০০০	৩০০০০০	২৫০০০০	৩৭৫০০	৮০০০০	১০৯৭৫০০

মাশরুম বীজ উৎপাদনের জন্য ঋণ প্রদানে বিবেচ্য বিষয় ঃ

- ল্যাবরেটরি বিল্ডিং (৩০০০ বঃ ফুট) থাকতে হবে।
- ল্যাবরেটরি বিল্ডিং ছাড়াও মালামাল উঠানো নামানো ও কাঁচামাল সংরক্ষণের জন্য অন্তত ৩০০০ বর্গফুট ফাঁকা জায়গা থাকতে হবে।
- ল্যাবরেটরি বিল্ডিং ও ফাঁকা জায়গা নিজস্ব না হলে অন্তত ৩ (তিন) বৎসর মেয়াদী ভাড়া চুক্তি থাকতে হবে। মোটর যানে
- যাতায়াতের সুবিধা থাকতে হবে।
- বিদ্যুৎ সংযোগ থাকতে হবে।
- জাতীয় মাশরুম উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ কেন্দ্র অথবা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত প্রতিষ্ঠান থেকে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হতে হবে।

ঋণ প্রদান ও পরিশোধের স্বাভাবিক সময়সীমা ঃ সারা বছর।

২। মাশরুম উৎপাদন খরচের বিবরণীঃ

ক্রঃ নং	ফসল	প্রতি মাসে ৫০০ কেজি মাশরুম উৎপাদন				মন্তব্য
		র‍্যাক (২০টি	রানিং কস্ট (প্যাকেটের মূল্য ইত্যাদি)	শ্রমিক (৩জন)	মোট টাকার পরিমাণ	
১	মাশরুম	৩০০০০০	৬০০০০	৩১২৫০	৩৯১২৫০	রানিং কস্টের সুবিধা পরবর্তী মাসেও বলবৎ থাকবে

মাশরুম উৎপাদনের জন্য ঋণ প্রদানে বিবেচ্য বিষয় ঃ

- চাষঘর (৩০০০ বঃ ফুট) থাকতে হবে।
- চাষঘর ছাড়াও মালামল উঠানো নামানোর জন্য অন্তত ১০০০ বর্গফুট ফাঁকা জায়গা থাকতে হবে।
- চাষঘর ও ফাঁকা জায়গা নিজস্ব না হলে অন্তত ৩ (তিন) বৎসর মেয়াদী ভাড়ার চুক্তি থাকতে হবে।
- মোটর যানে যাতায়াতের সুবিধা থাকতে হবে।
- বিদ্যুৎ সংযোগ থাকতে হবে।
- জাতীয় মাশরুম উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ কেন্দ্র অথবা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত প্রতিষ্ঠান থেকে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হতে হবে।

ঋণ প্রদান ও পরিশোধের স্বাভাবিক সময়সীমা ঃ সারা বছর।

ফসল উৎপাদনের ঋণ নিয়মচার ঃ ১৪২০-১৪২১ বাং/২০১৩-২০১৪ইং

শ্রেণী বিন্যাস/মিশ্র ফসল/সাথী ফসল/রিলে চাষ ভিত্তিক বাৎসরিক উৎপাদন পরিকল্পনা

ফসল (একর প্রতি)

ঋণের পরিমাণ টাকায় (একর প্রতি)

ক্রঃ নং	ফসল বিন্যাস	খরিপ-২	রবি	খরিপ-১	মোট	ফসলের নিবিড়তা
১	রোপা আমন (উফশী)- আলু - বোরো (উফশী)	রোপা আমন (উফশী) ৩২৫০০	আলু+বোরো (উফশী) ৫৯৫৮০+৪২৯৩০	--	৯২০৮০	৩০০%
২	রোপা আউশ (উফশী)- আলু- বোনা আমন (উফশী)	রোপা আমন (উফশী) ৩২৫০০	আলু ৫৯৫৮০	রোপা আউশ (উফশী) ৩১৩১০	১২৩৩৯০	৩০০%
৩	আলু-পানি কচু	--	আলু ৫৯৫৮০	পানি কচু ৩৬৮৭০	৯৬৪৫০	২০০%
৪	গম-মুগ-রোপা আমন (উফশী)	রোপা আমন (উফশী) ৩২৫০০	গম ৩৭২১০	মুগ ১৫৯০০	৮৫৬১০	৩০০%
৫	ভুট্টা (রবি)-সবুজ সার- রোপা আমন (স্থানীয়)	রোপা আমন (স্থানীয়) ২৫৯৫০	ভুট্টা ৩৩০৭৫	সবুজ সার ৯৮৩০	৬৮৮৫৫	৩০০%
৬	বোরো (উফশী) - রোপা আমন (উফশী)	রোপা আমন (উফশী) ৩২৫০০	বোরো (উফশী) ৪২৯৩০	--	৭৫৪৩০	২০০%
৭	মাসকলাই (রবি)-ভুট্টা (খরিপ)	--	মাসকলাই ১৪০৪০	ভুট্টা (খরিপ) ২৯৩২৫	৪৩৩৬৫	২০০%
৮	গম-পাট-রোপা আমন (উফশী)	রোপা আমন (উফশী) ৩২৫০০	গম ৩৭২১০	পাট ২৮৭০০	৯৮৪১০	৩০০%
৯	আলু-বোনা আমন	-	আলু ৫৯৫৮০	বোনা আমন ২২৩৫০	৮১৯৩০	২০০%
১০	রোপা আমন (স্থানীয়) আলু-সবুজ সার	রোপা আমন (স্থানীয়) ২৫৯৫০	আলু ৫৯৫৮০	সবুজ সার ৯৮৩০	৯৫৩৬০	৩০০%
১১	আলু-কচু (মুখী কচু)	-	আলু ৫৯৫৮০	কচু ২৬৩১০	৮৫৮৯০	২০০%
১২	রোপা আমন (উফশী) সূর্যমূখী-মুগ	রোপা আমন (উফশী) ৩২৫০০	সূর্যমূখী ২০৯৮০	মুগ ১৫৯০০	৬৯৩৮০	৩০০%
১৩	রোপা আমন (উফশী) সূর্যমূখী-সবুজ সার	রোপা আমন (উফশী) ৩২৫০০	সূর্যমূখী ২০৯৮০	সবুজ সার ৯৮৩০	৬৩৩১০	৩০০%
১৪	রোপা আমন (উফশী) সরিষা-সবুজ সার	রোপা আমন (উফশী) ২০৫০০	সরিষা ১৪৪০০	সবুজ সার ২৭০০	৩৭৬০০	৩০০%
১৫	তুলা-ছোলা	তুলা ৩৫০৫০	ছোলা ১৫৩৩০	-	৫০৩৮০	২০০%
১৬	মাসকলাই-মুগ রোপা আউশ	মাসকলাই ১৪০৪০	মুগ ১৫৯০০	রোপা আউশ ৩১৩১০	৬১২৫০	৩০০%
১৭	সরিষা-রোপা আউশ	-	সরিষা ২২৮৭০	রোপা আউশ ৩১৩১০	৫৪১০০	২০০%
১৮	মাসকলাই-সরিষা+ মসুর-আউশ (স্থানীয়)	মাসকলাই ১৪০৪০	সরিষা+মসুর ২২৮৭০+১৬৯৯২	আউশ (স্থানীয়) ২৫৯৬০	৭৯৮৬২	৩০০%
১৯	রোপা আমন (স্থানীয়) সরিষা-বোরো (উফশী)	রোপা আমন (স্থানীয়) ২৫৯৫০	সরিষা ২২৮৭০	বোরো (উফশী) ৪২৯৩০	৯১৭৫০	৩০০%
২০	রোপা আমন (স্থানীয়) সরিষা-সবুজ সার	রোপা আমন (স্থানীয়) ২৫৯৫০	সরিষা ২২৮৭০	সবুজ সার ৯৮৩০	৫৮৬৫০	৩০০%
২১	তিল (রবি)-আউশ (উফশী)	-	তিল (রবি) ২০৮০০	আউশ (উফশী) ৩১৩১০	৫২১১০	২০০%
২২	মিষ্টি আলু-কাউন	-	মিষ্টি আলু ২৮২৫০	কাউন ১৯১৪০	৪৭৩৯০	২০০%
২৩	রোপা আমন (উফশী) আলু-ভুট্টা (খরিপ)	রোপা আমন (উফশী) ৩২৫০০	আলু ৫৯৫৮০	ভুট্টা ২৯৩২৫	১২১৪০৫	৩০০%
২৪	রোপা আমন (উফশী) সরিষা-আউশ (উফশী)	রোপা আমন (উফশী) ৩২৫০০	সরিষা ২২৮৭০	আউশ (উফশী) ৩১৩১০	৮৬৬৮০	৩০০%

ক্রঃ নং	ফসল বিন্যাস	খরিপ-২	রবি	খরিপ-১	মোট	ফসলের নিবিড়তা
২৫	রোপা আমন (স্থানীয়) সরিষা-রোপা আউশ (উফশী)	রোপা আমন (স্থানীয়) ২৫৯৫০	সরিষা ২২৮৭০	আউশ (উফশী) ৩১৩১০	৮০১৩০	৩০০%
২৬	মুলা-আলু-পাট	মুলা ২৪৫৮৮	আলু (উফশী) ৫৯৫৮০	পাট ২৮৭০০	১১২৮৬৮	৩০০%
২৭	রোপা আমন (উফশী) আলু(উফশী)-আউশ (উফশী)	রোপা আমন (উফশী) ৩২৫০০	আলু (উফশী) ৫৯৫৮০	আউশ (উফশী) ৩১৩১০	১২৩৩৯০	৩০০%
২৮	সরিষা-পাট	-	সরিষা(উফশী) ২২৮৭০	পাট ২৮৭০০	৫১৫৭০	২০০%
২৯	আলু-পাট	-	আলু (উফশী) ৫৯৫৮০	পাট ২৮৭০০	৮৮২৮০	২০০%
৩০	রোপা আমন (উফশী)- আলু (স্থানীয়)-বোরো (উফশী)	রোপা আমন (উফশী) ৩২৫০০	আলু (স্থানীয়)+ বোরো (উফশী) ৩৬৭০০+৪২৯৩০	--	৭৯৬৩০	৩০০%
৩১	মসুর-পাট	-	মসুর ১৬৯৯২	পাট ২৮৭০০	৪৫৬৯২	২০০%
৩২	মসুর+সরিষা-পাট	-	মসুর+সরিষা ১৬৯৯২+২২৮৭০	পাট ২৮৭০০	৬৮৫৬২	৩০০%
৩৩	মুগ-মসুর-পাট	মুগ ১৫৯০০	মসুর ১৬৯৯২	পাট ২৮৭০০	৬১৫৯২	৩০০%
৩৪	রোপা আমন (স্থানীয়) মসুর-পাট	রোপা আমন (স্থানীয়) ২৫৯৫০	মসুর ১৬৯৯২	পাট ২৮৭০০	৭১৬৪২	৩০০%
৩৫	মুলা-মসুর-পাট	মুলা ২৪৫৮৮	মসুর ১৬৯৯২	পাট ২৮৭০০	৭০২৮০	৩০০%
৩৬	বোনা আমন-সরিষা- বোনা আউশ	--	সরিষা ২২৮৭০	বোনা আমন+ আউশ (স্থানীয়) ২২৩৫০+২৫৯৬০	৭১১৮০	৩০০%
৩৭	তিল-বোনা আউশ	-	তিল ২০৮০০	আউশ (স্থানীয়) ২৫৯৬০	৪৬৭৬০	২০০%
৩৮	রোপা আমন (উফশী) সয়াবিন-পাট	রোপা আমন (উফশী) ৩২৫০০	সয়াবিন ১৭৩৮০	পাট ২৮৭০০	৭৮৫৮০	৩০০%
৩৯	সরিষা-বোনা আউশ+ বোনা আমন	-	সরিষা ২২৮৭০	বোনা আউশ+ বোনা আমন ২৫৯৬০+২২৩৫০	৭১১৮০	৩০০%
৪০	মুগ-গম-পাট	মুগ ২৫৯০০	গম ৩৭২১০	পাট ২৮৭০০	৮১৮১০	৩০০%
৪১	মাসকলাই- মসুর-বোনা আউশ	মাসকলাই ২৪০৪০	মসুর ১৬৯৯২	আউশ (উফশী) ৩১৩১০	৬২৩৪২	৩০০%
৪২	রোপা আমন (স্থানীয়) ছোলা-পাট	রোপা আমন (স্থানীয়) ২৫৯৫০	ছোলা ১৫৩৩০	পাট ২৮৭০০	৬৯৯৮০	৩০০%
৪৩	চিনাবাদাম- বোনা আউশ	-	চিনাবাদাম ২৩৩৫৫	আউশ (স্থানীয়) ২৫৯৫০	৪৯৩০৫	২০০%
৪৪	রোপা আমন (উফশী) মিষ্টি আলু-সবুজ সার	রোপা আমন (উফশী) ৩২৫০০	মিষ্টি আলু ২৮২৫০	সবুজ সার ৯৮৩০	৭০৫৮০	৩০০%
৪৫	রোপা আমন (উফশী) সয়াবিন- আউশ (উফশী)	রোপা আমন (উফশী) ৩২৫০০	সয়াবিন ১৭৩৮০	আউশ (উফশী) ৩১৩১০	৮১১৯০	৩০০%
৪৬	রোপা আমন (উফশী)-মিষ্টি আলু	রোপা আমন (উফশী) ৩২৫০০	মিষ্টি আলু ২৮২৫০	--	৬০৭৫০	২০০%
৪৭	পাট-মরিচ	--	মরিচ ৩২৭৯৫	পাট ২৮৭০০	৬১৪৯৫	২০০%
৪৮	আলু-মরিচ	--	আলু ৫৯৫৮০	মরিচ ৩২৭৯৫	৯২৩৭৫	২০০%
৪৯	পেঁয়াজ-রোপা আমন	রোপা আমন ৩২৫০০	পেঁয়াজ ৪৫৪০০	--	৭৭৯০০	২০০%

ক্রঃ নং	ফসল বিন্যাস	খরিপ-২	রবি	খরিপ-১	মোট	ফসলের নিবিড়তা
৫০	রসুন-রোপা আমন	রোপা আমন ৩২৫০০	রসুন ৫১৭৫০	--	৮৪২৫০	২০০%
৫১	তরমুজ-বোনা আমন	--	তরমুজ ৩৫৩৭৫	বোনা আমন ২২৩৫০	৫৭৭২৫	২০০%
মিশ্র ফসল ঃ						
৫২	মসুর+সরিষা	-	মসুর+সরিষা ১৬৯৯২+২২৮৭০	-	৩৯৮৬২	২০০%
৫৩	আখ+ আলু	-	আখ+আলু ৪৫৫০০+৩৬৭০০	-	৮২২০০	২০০%
৫৪	আখ+সরিষা	-	আখ+সরিষা ৪৫৫০০+২২৮৭০	-	৬৮৩৭০	২০০%
৫৫	আখ+মসুর	-	আখ+মসুর ৪৫৫০০+১৬৯৯২	-	৬২৪৯২	২০০%
৫৬	আখ+ছোলা	-	আখ-ছোলা ৪৫৫০০+১৫৩৩০	-	৬০৮৩০	২০০%
৫৭	আখ+সয়াবিন	-	আখ+সয়াবিন ৪৫৫০০+১৭৩৮০	-	৬২৮৮০	২০০%
৫৮	আখ+চিনাবাদাম	-	আখ+চিনাবাদাম ৪৫৫০০+২৩৩৫৫	-	৬৮৮৫৫	২০০%
৫৯	মাল্টা + হলুদ	মাল্টা ৩৯২৮০	--	হলুদ ১০১১০০	১৪০৩৮০	২০০%
৬০	সফেদা + হলুদ	সফেদা ৩০৯০০	--	হলুদ ১০১১০০	১৩২০০০	২০০%
৬১	আমড়া + হলুদ	আমড়া ২৮২৫০	--	হলুদ ১০১১০০	১২৯৩৫০	২০০%
রিলে চাষ ঃ						
৬৩	রোপা আমন+সরিষা	রোপা আমন (স্থানীয়) ২৫৯৫০	সরিষা ৩৯৫০	-	২৯৯০০	২০০%
৬৪	রোপা আমন+খেসারী	রোপা আমন (স্থানীয়) ২৫৯৫০	খেসারী ৪৭৫০	-	৩০৭০০	২০০%
৬৫	রোপা আমন+মসুর	রোপা আমন (স্থানীয়) ২৫৯৫০	মসুর ৫০০০	-	৩০৯৫০	২০০%
অন্যান্য ফসল						
৬৬	পেঁয়াজ বীজ-মুগ রোপা আমন (উফশী)	রোপা আমন (উফশী) ৩২৫০০	পেঁয়াজবীজ ৯০৩৯০	মুগ ১৫৯০০	১৩৮৭৯০	৩০০%
৬৭	স্ট্রবেরী-ঢেঁড়স পুঁইশাক	পুঁইশাক ২৪২৫০	স্ট্রবেরী ১৪৫৮৮০	ঢেঁড়স ২১৬৪০	১৯২৭৭০	৩০০%
৬৮	কমলা লেবু	কমলালেবু ৫৯৫৫০	--	--	৫৯৫৫০	১০০%
৬৯	আগর	আগর ৫৪২৫৫	--	--	৫৪২৫৫	১০০%
৭০	মৌচাষ	--	মৌচাষ ১৯০০০০	--	১৯০০০০	১০০%
৭১	পামওয়েল	পামওয়েল ৪১১৫০	--	--	৪১১৫০	১০০%
৭২	জারবেরা ফুল	--	জারবেরা ফুল ১৮০১৮৩০	--	১৮০১৮৩০	১০০%

ক্রঃ নং	ফসল বিন্যাস	খরিপ-২	রবি	খরিপ-১	মোট	ফসলের নিবিড়তা
৭৩	গোলাপ ফুল	--	গোলাপ ফুল ৫৩৮০২০	--	৫৩৮০২০	১০০%
৭৪	গ্লাডিওলাস ফুল	--	গ্লাডিওলাস ফুল ৩৪৪৫৩০	--	৩৪৪৫৩০.	১০০%
৭৫	রজনীগন্ধা ফুল	--	রজনীগন্ধা ফুল ৯৭৮৮৫	--	৯৭৮৮৫	১০০%
৭৬	গাঁদা ফুল	--	গাঁদা ফুল ১১৮৩৪০	--	১১৮৩৪০	১০০%
৭৭	মাশরুম বীজ উৎপাদন	মাশরুম বীজ উৎপাদন ১০৯৭৫০০	--	--	১০৯৭৫০০	১০০%
৭৮	মাশরুম উৎপাদন	মাশরুম উৎপাদন ৩৯১২৫০	--	--	৩৯১২৫০	১০০%